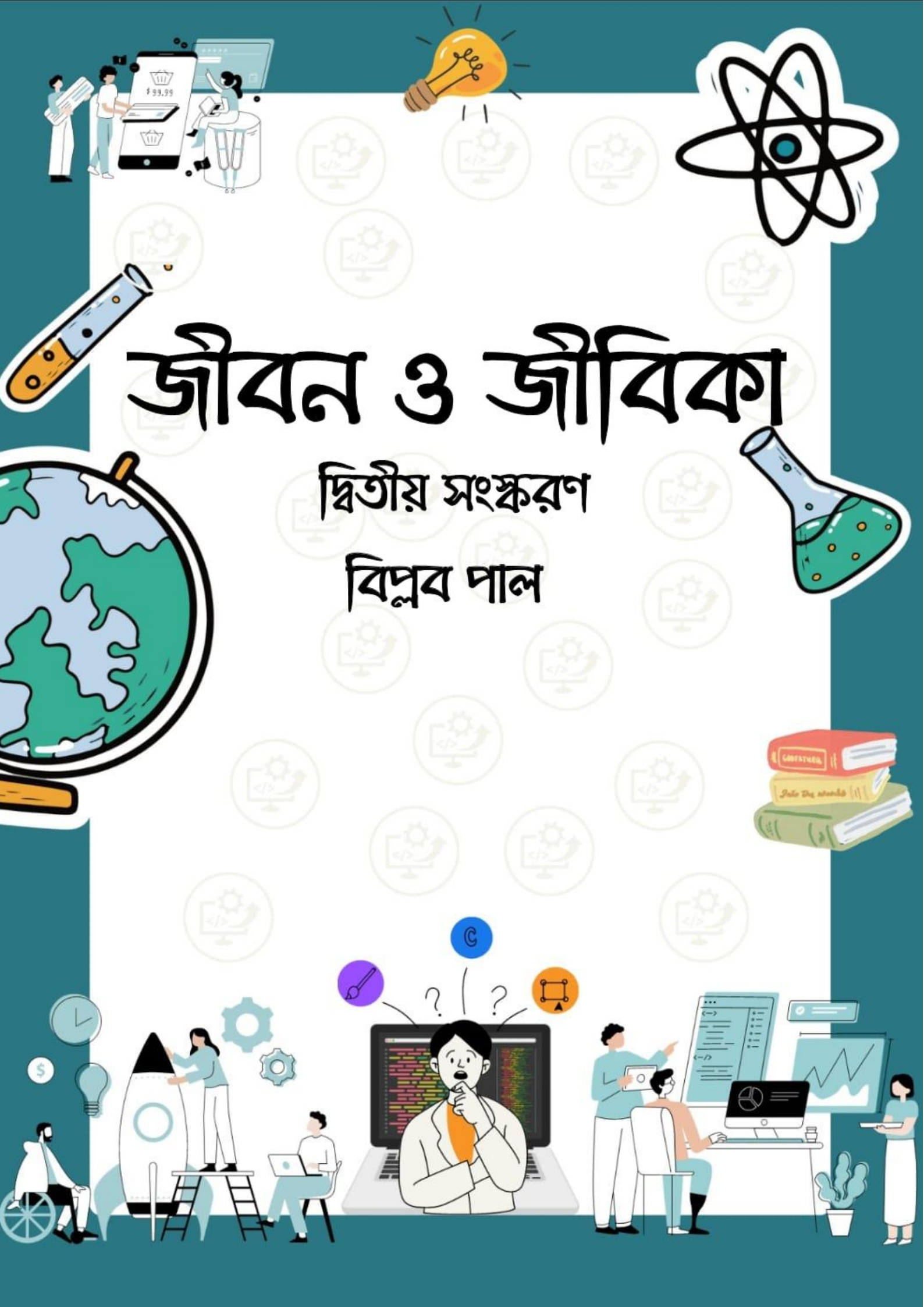

জীবন ও জীবিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

বিপ্লব পাল

জীবন ও জীবিকা

দ্বিতীয় সংস্করন

ভূমিকা

বিপ্লব পাল

ভূমিকা

জীবন জীবিকার দ্বিতীয় সংস্করন ই-বুক আকারে প্রকাশিত হল। এরজন্য আমি কল্যানীয়া কোয়েল সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। ও আমার গত দুমাসের লেখাগুলো একত্রিত করে-বানান/বাক্য সব ঠিক করে পিডিএফটা তৈরী করে দিয়েছে। বেসিক্যালি ও এই কাজটা না করলে, আমার পক্ষে দ্রুত দ্বিতীয় সংস্করনটা বার করার সম্ভব হত না।

শিক্ষা বর্তমানে পণ্য। যা দুর্ভাগ্যজনক এই জন্যে যে- এই শিক্ষা ব্যবস্থার কারনে ধণ, মান এবং সোশ্যাল স্ট্যাটাস এর অসাম্য আরো ক্রমবর্ধমান। আরো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা শুধু টাকা ফেললেই, ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হবে তা কিন্তু না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হবে না। কারন শেখাটা একজন ছাত্র/ছাত্রীকেই করতে হয়। আর বর্তমান শিক্ষায়, তা সম্পূর্ন অবহেলিত।

অনেকেই প্রিন্ট এডিশন চাইছেন। আমি ও পাবলিশার্স খুঁজছি। আমি লেখক বা শিক্ষক নই। তাই আমার শিক্ষাদান এবং বই, সব সময় সবার জন্য ফ্রি।

বিপ্লব পাল

সূচিপত্র

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০১ 1

সন্তান কোন স্ট্রিমে পড়াশোনা করবে? তার ভবিষ্যৎ কি? 1

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০২ 5

ভাল ডিগ্রী, ভাল ইউনিভার্সিটি কি জীবনে নিরাপত্তা দিতে পারে? 5

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০৩ 9

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে কি ভাবে তৈরী হতে হবে ছোটবেলা থেকে? 9

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০৪ 12

এবার যারা বিটেক পাশ করছে তাদের ভবিষ্যত কি? 12

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০৫ 14

যারা কোর সাবজেক্ট-এ বিটেক বা সায়েন্সে এম এস সি পাশ করছে তাদের ভবিষ্যত কি? 14

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০৬ 17

কোম্পানীতে ইন্টার্নশিপ, বিটেক সার্টিফিকেটের থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ন? 17

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০৭ 19

চ্যাট জিপিটি এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্সের (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) দুনিয়ার নতুন চাকরি 19

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০৮ 22

কিভাবে স্মৃতি শক্তি বা মেমরী পাওয়ার বাড়াবেন 22

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০৯ 26

উদ্বেগ/এঙজাইটি কমিয়ে টেনশনমুক্ত জীবনের সন্ধানে 26

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১০ 29

ক্যারিয়ার বা পড়াশোনার জন্য ইচ্ছাশক্তি কোত্থেকে আসবে? 29

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১১ 34

বাংলা মিডিয়ামে / পশ্চিমবঙ্গ পর্ষদের মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকে পড়লে ভবিষ্যত নেই? 34

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১২ 40
অঙ্কে কাঁচা-তাই সায়েন্স নিয়ে পড়ব না? গণিতে দুর্বল হলে ক্যারিয়ার চয়েস কি কি? 40
"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১৩ 43
জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে কি ভাল রেজাল্ট করতেই হবে? 43
"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১৪ 46
সায়েন্স না আর্টস? কর্মাস নিয়ে পড়ে কি অপার্চুনিটি? মেডিক্যাল লাইনে গেলে কি হবে? 46
জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১৫ 50
উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট- এবার কোন স্ট্রিমে? কোন কলেজে? 50
জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১৬ 53
মধ্যম মেধা, নিম্ন মেধার ছেলেমেয়েরা কি করবে? তাদের নিয়ে কিছু বলুন? 53
“জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১৭ 59
কোন জীবিকা/চাকরি/লাইনে নিরাপত্তা আছে? কিভাবে ঠিক করবেন কোন লাইন ভাল? 59
“জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১৮ 64
লাইন না লার্নিং? আগামী দিনের ক্যারিয়ারে কোনটা গুরুত্বপূর্ন? 64
“জীবন ও জীবিকা" ভূমিকা পর্ব: ১৯ 68
কেন জীবন এবং জীবিকা নিয়ে বাংলায় লেখা শুরু করলাম 68
“জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২০ 74
অঙ্কে ১০০/১০০ নাকি উঁচু ক্লাসের অঙ্ক? কোনটা লার্নিং এবং ক্যারিয়ারের জন্য ভাল? 74
“জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২১ 80
ক্যারিয়ার নিয়ে অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের ভুল ধারনা তথ্যতালিকা- 80
“জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২২ 82
মায়ের হাতেই শিশুর ভবিষ্যত- বাচ্চাদের ব্রেনের ডেভেলেপমেন্টে মায়ের ভূমিকা 82
“জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২৩ 86
দুই মনের সংলাপ, ফেইনম্যান’স মেথড অব লার্নিং 86

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২৪ 90
ফিয়ার অব লুজিং আউট- শিক্ষা ব্যবসার তৈরী কৃত্রিম ভয়ে বিভ্রান্ত অভিভাবকরা 90
"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২৫ 96
শিক্ষা বনাম স্কিল 96
"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২৬ 99
ম্যাথ ভাল না শিখলে, কেন ক্যারিয়ার অপশন খুব কমে যায় 99
"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২৭ 103
কেন আমি শিক্ষা নিয়ে আদাজল খেয়ে নেমেছি! 103
"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২৮ 109
আনন্দবাজারের খবরে পশ্চিম বঙ্গে উচ্চশিক্ষায় দৈন্যদশা, আরো প্রকট 109
"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২৯ 110
বর্তমানে MA, B Ed এর বাজারদর 111
"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ৩০ 114
ডান-বাম-সমাজতান্ত্রিক-ক্যাপিটালিস্ট চিন্তাধারার প্রয়োজনীয়তা 114
"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ৩১ 116
পড়াশোনা জ্ঞানার্জন ছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবসা সম্ভব নয় 116
"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ৩২ 120
দেরীতে কিন্তু আস্তে আস্তে চৈতন্যোদয় হচ্ছে! 120
দশচক্রে ভগবান ভূত হবে না তো? ঘুরে ফিরে সেই কোচিং সেন্টার? 123
ছেলেমেয়েদের ব্রেইনের ডেভেলেপমেন্ট-এই দুটো টেস্ট বাড়িতে করুন 124
বাচ্চা এবং বড়দের কোডিং নিজে নিজে শেখার রিসোর্স-১ 127
বাচ্চা এবং বড়দের কোডিং নিজে নিজে শেখার রিসোর্স-2 131
ইংরেজি শেখার রিসোর্স 134
অঙ্ক শেখার ভাল ইউটিউব রিসোর্স 140

ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি-সেলফ স্টাডি রিসোর্স 145

সুস্বাস্থ্য এবং আমাদের খাদ্যাভাস-দেহ মন সুস্থ রাখার উপায় -১..... 152

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০১

সন্তান কোন স্ট্রিমে পড়াশোনা করবে? তার ভবিষ্যৎ কি?

বিপ্লব পাল, ২৪শে ফেব্রুয়ারী,

[জীবন এবং জীবিকা সিরিজের লেখাগুলো আবার শেয়ার করছি। যেহেতু, বর্তমান লেখাগুলির পাঠক পুরাতন পর্বগুলো খুঁজছেন, এগুলি আবার টাইম লাইনে শেয়ার করলাম। আগামী পর্বগুলো পেতে- প্রোফাইল ফলো ক্লিক করুন।]

(১)

আমি ফেসবুক ইনবক্সে, এই প্রশ্নটাই সব থেকে বেশী পাই, অবশ্যই বাবা-মাদের কাছ থেকে। ভারত বা বাংলাদেশে বাবা-মা, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত নিয়ে অনেক বেশী চিন্তিত। আমেরিকাতে এই ধরনের সন্তানচাপ অনেক কম।

এখন মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে- আপনি যখন জিজ্ঞেস করছেন আপনার ছেলে বা মেয়ে কি নিয়ে পড়াশোনা করলে ভাল হয়, তখন আপনি আসলে কি জানতে চাইছেন?

- কি নিয়ে পড়াশোনা করলে আপনার সন্তান অনেক বেশী রোজগার করবে?
- কোন বিষয় নিয়ে পড়লে আপনার সন্তানের চাকরির নিরাপত্তা, জীবনের নিরাপত্তা সব থেকে বেশী?
- কোন বিষয় নিয়ে পড়লে আপনার সন্তানের প্রতিপত্তি হবে? সে একটা উত্তরাধিকার ছেড়ে যেতে পারবে?

আমি যদ্দুর বুঝি, অধিকাংশ অভিভাবকই প্রথম এবং দ্বিতীয় টিই চাইছেন। তৃতীয় টি চাইছেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

দুঃখের ব্যাপার, কোনো অভিভাবকই বোধ হয় জানতেও চান না, কোন্ ধরনের ক্যারিয়ার নির্বাচন করলে তার সন্তান মনেপ্রাণে সুখী হবে, জীবনে পূর্নতা পাবে।

(২)

এই প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে, ছেলেমেয়ে মানুষ করার ব্যাপারে আমার নিজস্ব বক্তব্যটা বলা জরুরী। সফল মানুষ কে, তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রকম। আই.আই.টি খড়্গপুরে আমার অনেক বন্ধুই বৈবাহিক জীবনে ডিভোর্স মামলা ইত্যাদিতে এত বিধ্বস্ত হয়ে আছে যে তাদের থেকে অনেক নিম্নমেধার অতিসাধারন ছেলেমেয়েরা হয়ত গ্রামে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতা বা সাধারন চাকরি করে অনেক ভাল আছে।

আমেরিকাতে আমার একদা এক সহকর্মী- এখানকার সেরা বিশ্ববিদ্যালয় এম.আই.টির গ্রাজুয়েট ছিল। লোকটি যথাযত মেধাবী। কিন্তু সে কিছুতেই কাজে মন দিতে পারত না। তার চতুর্থ বিয়ে চলছে-এর আগের সব ডিভোর্সের ফলে জীবনের সব সঞ্চয় হারিয়েছে। এবার ছেলেমেয়ের অভিভাবকত্ব -ইত্যাদি নিয়ে প্রায় সব প্রাক্তন স্ত্রীদের সাথে এত ঝামেলা, লোকটাকে আমি কিছুতেই উৎপথগামী করতে পারি নি। এগুলো ব্যতিক্রম ঘটনা না। আই.আই.টিতে প্রচুর আত্মঘাতী ঘটনা নিজে দেখেছি, এখনো হচ্ছে।

উল্লেখ্য- জীবনে লেখাপড়া, ভাল বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির থেকেও বেশী জরুরী- সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। সঠিক বিচার ক্ষমতা। শুধু পড়াশোনার বিষয় নিয়ে বসে থাকলে হবে না। সাথে সাথে দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি-সব কিছুরই ভাল দক্ষতা দরকার। মানসিক এবং শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকা- এর জন্য শরীরচর্চা, মনের চর্চা, ঘুম ইত্যাদির দরকার।

আজকের ছেলেমেয়ের হাতে স্মার্টফোন, অর্ডার করলে পিজ্জা- আর ঘর থেকে বেড়োলেই দূষন। স্মার্টফোনে চ্যাট করে, গেম খেলে ঘুমের বারোটা বেজে গেছে প্রায় সবার। ফার্স্টফুডের দৌলতে খাবারও অস্বাস্থ্যকর। ফলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই বিষণ্নতায় ভুগছে। চূড়ান্ত ঘটনায় জর্জরিত হয়ে আত্মঘাতী হচ্ছে। এগুলো হত না যদি বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের শরীর চর্চা অর্থাৎ খেলাধুলা বা মনের চর্চা-যেমন সঙ্গীত, শিল্পকলা, সাহিত্য- এগুলোও মনোযোগ দিয়ে শেখাতেন।

প্লেটোর শিক্ষাচন্তায় এই দুটি দিক খুব আলোচিত। আমি বুঝতে পারি না, ২৪০০ বছর পরে যখন ভারতে একটা শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে সেখানে স্কুলে কেন শরীর এবং মন উপেক্ষিত? কারন যেটুকু বুঝি, ভারতের শিক্ষা থেকে পুলিশ, আই এ এস থেকে রেইল-সবই ব্রিটিশ কলোনিয়াল দান, দাসবৃত্তির পরম্পরা। ফলে এই শিক্ষায় শরীর এবং মন গঠন করার বদলে কে কম্পিউটার সায়েন্স- কে কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়বে, তাই নিয়ে বাবা-মা রা বেশী চিন্তিত!

আমার কাছে শরীর এবং মন তৈরী করাটাই আসল। কি বিষয় শিখল সেটার গুরুত্ব তারপর। কারন শরীর এবং মন হচ্ছে শিক্ষার আধার। শরীর আর মন ঠিক না থাকলে-শিখবেই বা কি করে? ডিপ্রেশনে গিয়ে আত্মহত্যা করে ফেলবে তো।

(৩)

এবার আসি কোন্ বিষয়ে-কোথায় কি পড়বে। ভাল জায়গায় যদি সুযোগ না পায়!!!!!

এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ভবিষ্যতই বা কি?

এবার কিছু ব্যবহারিক দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করি। মানে কিছু সত্য লিখি।

-আজকে অধিকাংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, আই টি বা সফটওয়্যারের চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এই চাকরিগুলি আজ থেকে ২০-৩০ বছর আগে বাজারে ছিল না। আপনার ছেলেমেয়েরা যে চাকরি গুলি করবে সেগুলি এখনো জন্মায়নি।

- এই মুহূর্তে জব মার্কেটে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষা সম্পূর্ন অপ্রাসঙ্গিক। শিক্ষকতা আর সরকারি চাকরি ছাড়া- এগুলো কাজে আসবে না। গুগুল, ফেসবুক, টেসলা-আমেরিকার সব বড়বড় কোম্পানীগুলি বর্তমানে ডিগ্রির বদলে নিজেদের সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম চালু করেছে। স্কিল থাকলে, সেখানে পরীক্ষা দিয়ে, বা শিখে যে কেউ ডিগ্রি না নিয়েও চাকরি পেতে পারে। ভারতে টিসিএস, ইনফি এরাও একই দিকে যাচ্ছে। এটাই ভবিষ্যত। শেখাটাই আসল। সরকারি চাকরি না থাকলে, ডিগ্রি সম্পূর্ন অপ্রয়োজনীয় হতে চলেছে। শিক্ষা- স্টন্ডাইজড টেস্ট- ইন্টারভিউ এই ভাবে চলবে ভবিষ্যত।

- স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটুকু চাকরির জন্য শেখানো হয়, তা খুব সীমিত। মূলত চাকরিতেই স্কিল শিখতে হয়। সেইজন্য জীবনের প্রথম ২-৩ টে চাকরি কোথায় করবে-তার খুব গুরুত্বপূর্ন। সেখানে স্কিল শেখা এবং শেখানোর লোক থাকা সব থেকে বেশী জরুরী।

- চাকরির ক্ষেত্রে, তা যদি সরকারি বা শিক্ষকের চাকরি না হয়-শুধু ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বা শুধু কোডিং বা শুধু স্টাটিসস্টিক্স শিখে হয় না। কারন তাকে অন্যদের কাজও বুঝতে হবে। সুতরাং সর্বদা সব সময় নতুন কিছু শেখার মনোভাব রাখতে হবে। কিছু কিছু জিনিস স্কুল লেভেলে ভাল না শিখলে মুশকিল। প্রথমটা হচ্ছে ভাষাজ্ঞান। কমিউনিকেশন স্কিল। এটি হচ্ছে স্কিল অব দ্যা স্কিলস। শুধু ইংরেজি গ্রামার বা শব্দ জানলেই হবে না। সঠিক ভাবে কি করে গুছিয়ে নিজের বক্তব্য রাখতে পারবে, সেটা আরো বেশী জরুরী। কমিউনিকেশন স্কিল ভাল না হলে শুধু কোনো বিষয় জেনে লাভ নেই। দ্বিতীয় হচ্ছে সংখ্যাতত্ত্বের বেসিক আর কোডিং বেসিক। যারা প্রযুক্তিগত লাইনে থাকবে, তাদের এই তিনটি স্কিল মোটামুটি ৭০%। বাকী ৩০% হচ্ছে নিজেদের বিষয়।

- আই টি, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ, স্ট্যাট- যেকোন বিষয় শিখলেই ভাল চাকরি পাবে। যদি বাকি তিনটে প্রাথমিক স্কিল থাকে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কেউ শেখে না। সবাই নম্বর পাচ্ছে। ডিগ্রি পাচ্ছে। এসব অযৌক্তিক। ভারতের ৯৮% স্নাতক নিয়োগযোগ্য না।

-কেন শেখে না-সেই প্রশ্ন ওঠাও জরুরী। কারন সে তো নিজে থেকে এটা করছে না। বাবা-মা চাপ দিয়ে পড়তে পাঠাচ্ছে। যে শিক্ষক শিক্ষিকা পড়াচ্ছে, তারাও সেই চাপের সৃষ্টি করছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা

শিক্ষক এর ও ৯৭%+ অকেজো। কিন্তু এটা ইউ টিউব, উইকিপেডিয়া এখন চ্যাট জিপিটির যুগ। ইউ টিউবে শেখা যেকোন ক্লাশে শেখার থেকে অনেক গুন ভাল। কিন্তু সেই প্রশ্ন- একজন শিখবে কেন? কোথা থেকে সেই অনুপ্রেরণা পাবে?

এখানেই বুঝতে হবে আপনার সন্তানকে না চাপ দিয়ে, ভাল লাগতে শেখান। তার গান, ছবি, কবিতা ভাল লাগুক। গান, ছবি কবিতা এসব ভাল লাগলে, তবেই সে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এলগোরিদমের মধ্যে ছবি এবং ছন্দ দুই খুঁজে পাবে। তবে না সে একটা বিষয়কে ভালবাসতে পারবে।

-শিখতে ভাল লাগা কেন জরুরী? কারনটা আগেই লিখেছি। স্কিল দ্রুত বদলাচ্ছে। নতুন নতুন চাকরি আসছে। পুরাতন চাকরির বাজার ছোট হচ্ছে। প্রতিদিন নতুন নতুন শেখার নেশা না থাকলে, ভবিষ্যতের বাজারে সে টিকতে পারবে না।

৪) ভবিষ্যত কি?

সরকারি চাকরি, স্কুলের চাকরি এসব থাকবে বলে আমার মনে হয় না। কারন গণতন্ত্রে এখন জনগনকে সরাসরি ঘুঁশ দিয়ে ভোট টানার কাল। সুতরাং বাজেট যাবে ইউ বি আই বা ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকামের দিকে। ফলে সরকারি কাজে স্বয়ংক্রিয়তা আসছে- আরো বেশী আসবে। এতে সরকারের দক্ষতা বাড়বে, বাজেট কমবে। সরকার জনগনের একাউন্টে আরো বেশি টাকা দিতে পারবে। ফলে সরকারি চাকরির সুযোগ কমতেই থাকবে।

আর বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও ক্রমাগত কম লোক লাগবে। কারন অটোমেশন এ আই। কিন্তু নতুন নতুন বেসরকারি ক্ষেত্র খুলতেই থাকবে। যেমন আজ থেকে ২০ বছর আগেও শরীরচর্চা বা জিম ইন্সট্রাকটর যে একটা পেশা হতে পারে সেটাই কেউ ভাবে নি। কিন্তু এখন দেখুন পাড়ায় পাড়ায় জিমের দরকার। মনোবিদদের কাজও দ্রুত বাড়ছে। ফলিত গবেষনার ক্ষেত্র আরো অনেক বাড়বে। যারা মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে পরামর্শ দান করে, শুধু ডাক্তার না- মনোবিদ, ডায়েটিশিয়ান, জিম ইন্সট্রাকটর এসবের চাহিতা হু হু করে বাড়বে। উদ্যোক্তাদের চাহিদাও বাড়বে। কারন তা না হলে, নতুন ব্যবসা তৈরী হবে না। নতুন ফিল্ডে, নতুন চাকরি তৈরী হবে না। ভবিষ্যতে ব্যবসার স্কিলটাও বেসিক স্কিল হিসাবেই ধরতে হবে। জীবন আসলেই খুব জটিল। শুধু চাকরি করে, টাকা উপার্জন করে জীবন তৈরী হয় না। কবিতা গান প্রেম ভ্রমন এসব বাদ দিয়ে শুধু টাকা উপার্জন হচ্ছে কলুর বলদগিরি।

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০২

ভাল ডিগ্রী, ভাল ইউনিভার্সিটি কি জীবনে নিরাপত্তা দিতে পারে?

[জীবন এবং জীবিকা সিরিজের লেখাগুলো আবার শেয়ার করছি। যেহেতু, বর্তমান লেখাগুলির পাঠক পুরাতন পর্বগুলো খুঁজছেন, এগুলি আবার টাইম লাইনে শেয়ার করলাম। আগামী পর্বগুলো পেতে- প্রোফাইল ফলো ক্লিক করুন।]

(১) দ্যা বিগ লে-অফ:

গত তিনমাসে আমেরিকার সর্ববৃহৎ আই টি কোম্পানীগুলিতে লে-অফ, অর্থাৎ ছাঁটাই এর স্ট্যাটিসস্টিক্স-

- অ্যামাজন ১৮,০০০
- গুগুল ১২,০০০
- মাইক্রোসফট ১০,০০০
- ফেসবুক ১১,০০০
- আই বি এম ৩৯০০
- সেলসফোর্স ৮০০০
- বুকিং ডট কম ৪১০০
- টুইটার ৩৭০০
- কারভানা ৪০০০
- সিসকো ৩৭০০

১ এটা টিপস অব আইসবার্গ-হিমশৈলের চূড়া। এই বছর এই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শুধু আমেরিকাতে আই টিতে লে-অফের সংখ্যা প্রায় ১০৪ হাজার। ডিসেম্বর শেষ হওয়া পর্যন্ত এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৬ লাখের কাছাকাছি।

মেটা, গুগুল, অ্যামাজন প্রথম দফা লে-অফ সম্পূর্ন করেছে। দ্বিতীয় দফা, মার্চ মাসেই আসছে। মেটা এবং অ্যামাজন তা ঘোষনা করেও দিয়েছে।

- পয়েন্ট টু নোট-১: অ্যামাজন, গুগুলে যারা চাকরি করতে গেছে, তারা সবাই ভাল ইউনিভার্সিটির ভাল টপ ছাত্রছাত্রী। এই যে গত তিনমাসে প্রায় তিন লাখ ছাঁটাই হয়েছে এসব ব্র্যান্ড কোম্পানী থেকে, তাদের প্রায় সবাই ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র-ছাত্রী।
- পয়েন্ট টু নোট-২: মোটেও এদের পারফর্মান্স ভাল ছিল না বা ভাল কাজ করতে পারছিল না বলে ছাঁটাই হয়েছে তা না। এরা সবাই বাজারের পরিস্থিতির শিকার।

২ প্রশ্ন হচ্ছে লে-অফ হচ্ছে আমেরিকাতে, কিন্তু ভারতে আই টিতে সদ্য পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা এটা নিয়ে চিন্তিত হবে কেন? ভারতের আই টি মার্কেটের ৮০% আমেরিকা নির্ভর। আমেরিকাতে আই টি বাজেট কমলে, ভারতের আই টি জবে চাপ আসবেই। এছাড়া ভারতের ইউনিকর্ন স্টার্টাপগুলিতে গত বছর লে-অফের সংখ্যা ২ লাখ ছাড়িয়েছে।

এবছর যারা ফোর্থ ইয়ার বিটেকে আছে, তাদের সামনে খুব কঠিন সময়। তাদের তিনটে বুলেট ডোজ করতে হবে চাকরি পেতে গেলে।

- এক, আমেরিকাতে আই টি বাজারে মন্দার কারনে, ভারতের আই টি কোম্পানীগুলি ফ্রেশার হায়ারিং ফ্রিজ করে দিয়েছে। কারন তাদের বেঞ্চের % এখন বেড়েই চলেছে।
- দুই, আগের বছর যারা অফার লেটার পেয়েছিল, তাদের অনেককেই এখনো জয়েনিং পায় নি। কিছু কিছু কোম্পানী তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে, যেহেতু তারা প্রভিশনাল পিরিয়ডে ছিল। অর্থাৎ আগের ব্যাচের ছেলেমেয়েরাই এখন রাস্তায়। তাদের সাথে ফ্রেশারদের প্রতিযোগিতায় যেতে হবে।
- তিন, চ্যাট জিপিটি। চ্যাট জিপিটির জন্য সব কোম্পানীই জানে তাদের বডির সংখ্যা কম লাগবে। এই পরিস্থিতিতে কেউ নতুন হায়ারিং করবে না। সবাই এখন দেখি হায়ারিং স্থগিত রেখেছে। দুদিন বাদে হায়ারিং তো দূরের কথা ব্যাপক ছাঁটাই ভারতেও শুরু হবে। আসলেই শুরু হয়ে গেছে। ভারতে এগুলো হচ্ছে চোরাগোপ্তা ভাবে। যেমন ফলস রেজুমে এসবের আছিলায় (রেফা-এক্সেঞ্চার ইত্যাদি) ।

(২) সুতরাং বিষয়টা হল এই যে, ভাল ইউনিভার্সিটির ভাল ডিগ্রি (কম্পিউটার সায়েন্স) নিরাপত্তা দিতে পারে না

কিন্তু তাহলে নিরাপত্তা কোথায়?

ধরুন আই টি মার্কেটের প্রায় ৬০% ছাঁটাই হবে আগামী ৪ বছরে। বাকী ৪০% টিকে যাবে এবং তাদের মাইনে আরো অনেক বাড়বে। এই টিকে থাকা ৪০% কারা? বা ছাঁটাই ৯০% ও হতে পারে চ্যাট জিপিটি টাইপের ইনোভেশনের জন্য। কিন্তু এই বাকী ১০% সারভাইভার কারা?

দেখুন মার্কেটে আপডাউন থাকবেই। মার্কেট কখনো ভাল, কখনো খারাপ হবে। কিছু জব অবলুপ্ত হবে। আরো নতুন জব তৈরী হবে। এটাই নিয়ম। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে, এত ছাঁটাই এর পরও মার্কেটে ভাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের প্রচন্ড অভাব। তাদের চাহিদা এত ছাঁটাই এর মধ্যেও বিপুল। বাই দ্যা ওয়ে যেসব কোম্পানীগুলো ছাঁটাই করছে, তারা হায়ার ও করছে! বেসিক্যালি মধ্যম মেধা ছেঁটে আরো উচ্চমেধা ছেঁকে তোলার চেষ্টা করছে। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের কনটেক্সটে ভাল সফটওয়্যার, ভাল কোডার হতে গেলে কি ভাল ইউনিভার্সিটি বা ভাল ডিগ্রি লাগবে?

একদম না। এখন সব বড় কোম্পানীই [অ্যামাজন, গুগুল, মাইক্রোসফট টেসলা] ঘোষনা করে দিয়েছে, তাদের ডিগ্রিধারী দরকার নেই। শুধু তাদের নির্ধারিত কোডিং টেস্ট পাশ করতে হবে। ধরুন কেউ প্রাইভেট কলেজেও আই টি বা কম্পুউটার সায়েন্সে বিটেক করল না! তার কি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কোন ভবিষ্যত নেই?

২০০% আছে। ইনফ্যাক্ট কলেজে যা ইঞ্জিনিয়ারিং শেখানো হয়, তা ফালতু। কেউ যদি সত্যিকারের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, তার দরকার একটি কোম্পানী- যেখানে কাজ শেখার স্কোপ আছে। এখন পাড়ায় পাড়ায় মোবাইল অ্যাপ কোম্পানি, সেখানে ঢুকে শিখলেই বেটার হবে। দরকার একজন ভাল মেন্ট্রর বা গুরুর। ডিগ্রি একটা ন্যাপকিন পেপার। সেটা যেকোন ওপেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করে নিলেই হল। ইউটিউব, ইউডেমিতে শেখা অনেক অনেক বেশী ভাল। শিখে কাজ করার একটা স্কোপ দরকার। হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে, সেটা পাড়ার মোবাইল কোম্পানীতে শুরু করাই ভাল। তারপর আস্তে আস্তে আরেকটু বড়, আরো বড় এইভাবে কোম্পানী চেঞ্জ করে শিখতে হবে। সাথে সাথে যেসব প্ল্যাটফর্মে কোডিং শেখানো হয় [সবই প্রায় বিনাপয়সায়, যেমন গুগুল জ্যাম, মাইক্রোসফটের কোডিং শেফ] সেখানে অন লাইনে শিখতে হবে। এইভাবে চললে, যখন তার সমবয়সীরা একটা বিটেক ডিগ্রির পেপার নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে, তখন সে পকেটে চারটে চাকরি নিয়ে ঘুরবে!

পশ্চিমবঙ্গে [বা ভারতেও] সরকারি বা বেসরকারি কলেজ গুলোতে একজন কোডিং শিক্ষকও নেই, যা গুগুল জ্যাম লেভেলের ৫০% প্রশ্ন ক্লিয়ার করতে পারবে বা ছাত্রছাত্রীদের হেল্প করতে পারবে। ভারতের যেসব ছাত্ররা গুগুল জ্যামে ভাল পারফর্ম করছে, নিজেদের উৎসাহে, নিজেদের চেষ্টায় করছে। তাদের প্রাণখোলা স্যালুউট।

অর্থাৎ স্কিল শেখাটাই আসল, বাকি সবকিছুই বর্তমানে নকল। আমি কদিন আগে একটা পডকাস্ট করেছিলাম- কেন বিটেক পাশ করার পর, একজন সতীর্থ, অন্যজনের থেকে পাঁচ বছর বাদে পাঁচগুন

ইনকাম করবে। যে ছেলেটি অন্য সতীর্থর থেকে পাঁচগুন ইনকাম করবে সে কি ক্লাসের ফার্স্ট বয়? মোটেও না। যে ক্যারিয়ারে স্কিল শেখাকে, কোম্পানীর ব্রান্ড ইত্যাদির থেকে বেশী গুরুত্ব দেবে, সেই জিতবে এই টিকে থাকার খেলায়।

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০৩

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে কি ভাবে তৈরী হতে হবে ছোটবেলা থেকে?

[জীবন এবং জীবিকা সিরিজের লেখাগুলো আবার শেয়ার করছি-যেহেতু, বর্তমান লেখাগুলির পাঠক পুরাতন পর্বগুলো খুঁজছেন, এগুলি আবার টাইম লাইনে শেয়ার করলাম। আগামী পর্বগুলো পেতে-প্রোফাইল ফলো ক্লিক করুন।]

বিপ্লব পাল, পয়লা মার্চ, ২০২৩

এটা মাধ্যমিক, সিবিএসসির সময়। আমি বেশ অবাক হই, এখনো এদের সিলেবাসে সেসব প্রশ্ন আসে, যা গুগুল করলে এক সেকেন্ডেই পাওয়া যায়। চ্যাট জিপিটি আরো এক কাঠি ওপরে- এখন প্রশ্ন করলে, মোটামুটি কোয়ালিটি উত্তরও দিয়ে দেবে।

২০০১ সালের প্রবল ঠান্ডার মধ্যে যখন আমেরিকাতে এসেছিলাম, তখন দেশটাকে ঘুরে দেখার একমাত্র উপায় ছিল পেপারের ওপর আঁকা ম্যাপ। ২০০৪ সালে কর্মসূত্রে ক্যালিফোর্নিয়াতে এক এক মাসেই ঘুরতাম প্রায় আট দশ হাজার মাইল। গ্রাম থেকে গ্রামে, পাহার থেকে হ্রদে। ক্যালিফোর্নিয়ার গোটা রাজ্যটাই পৃথিবীর বুকে স্বর্গ। হাতে ম্যাপ, মাধ্যমিকের ভূগোল নলেজ কাজে আসত। তারপর এসে গেল জিপিএস-গার্মিন। সেই বলে দিতে লাগল, রাস্তা, অলি গলি। এখান থেকে ওখানে! ব্যাস গত ১৬ বছরে ম্যাপ রিডিং একদম হারিয়ে গেছে। এখন ইচ্ছা করেই অনেক সময় জিপিএস চালাই না। আমার টেসলার সামনে এক ঢাউস ম্যাপ দেখা যায়। নিজেই ম্যাপ দেখে রাস্তা রাউট করি। এইটুকু মাঝে মাঝে না করলে, ম্যাপ রিডিং করার ব্রেনের যে ক্ষমতা ছিল, তা সম্পূর্ন নষ্ট হয়ে যাবে।

আরেকটা মজার ঘটনা বলি। কলকাতায় আমার যে ড্রাইভার-সে একবার কোন রাস্তায় গেলে, সম্পূর্ন মনে রাখে। মানে ছবির মতন রাস্তাঘাট মনে রাখত। গত দুই বছর দেখছি সেও স্মার্টফোনে নেভিগেশনের স্বাদ পেয়ে গেছে। এখন আর মনে রাখার চেষ্টা করে না। এখন সেও স্মার্টফোনের নির্দেশ নির্ভর!

ক্যালকুলেটর আর স্প্রেডশিটের দিনে কেউ আর যোগ বিয়োগ গুন ভাগ মনে মনে করে না। ফলে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে সংখ্যানুভূতিই হারিয়ে গেছে। আমি এখনো কিছু কিছু যোগ বিয়োগ গুন ভাগ, মনে মনে করার চেষ্টা করি। নইলে সেন্স অব নাম্বার (সংখ্যানুভূতি) সম্পূর্ন হারিয়ে যাবে, যা একজন ইঞ্জিনিয়ার- এর পক্ষে খারাপ।

চ্যাট জিপিটি আসার সাথে সাথে, এটাই আমার প্রথমে মনে এল। এবার ছাত্রছাত্রীরা লেখালেখির অভ্যেস ছেড়ে দেবে। যদিও চ্যাট জিপিটির লেখার হাত মারাত্মক কিছু ক্রিয়েটিভ না- কিন্তু কার্যকর। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা যদি লেখালেখি ছেড়ে দেয়, চিন্তা করাটাই ছেড়ে দেবে। লেখা তো আমাদের চিন্তারই প্রতিবিম্ব। মেশিনের ওপর নির্ভর হতে হতে এই যে সেন্স অব ডিরেকশন (দিক জ্ঞান), সেন্স অব নাম্বার (সংখ্যানুভূতি), বেসিক চিন্তাকে ট্রান্সলেট করার ক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে। এর ফল হবে মারাত্মক।

আপনি বলবেন কেন? অটোমেশন যা করে দিচ্ছে-যা মানুষে করে কি হবে?

এবসোলিউটলি ঠিক। কিন্তু অটোমেশন কি করবে- সেটা খামারই হোক বা কারখানা- মিলিটারি বা মেডিক্যাল - বলে দিতে হবে কিন্তু সেই মানুষকেই। আর সেটা করতে গেলে আমাদের চিন্তাকে আরো উন্নত করতে হবে, যেখানে এই সেন্স অব ডিরেকশন, সেন্স অব নাম্বার, এবসট্রাকশন, কাল এবং ত্রিমাত্রিক ধারনা-একটা উদ্দীপনা সম্পূর্ন মাথায় রাখা, এগুলো না রাখলে সেই সৃজনশীল চিন্তা, সেই সৃজনশীল কৌশলই বা আসবে কোথা থেকে?

হোয়াট ইজ ক্রিয়েটিভিটি? সৃজনশীলতা কি? সৃজনশীলতা-তা কাব্যেই হোক বা বিজ্ঞানে, অঙ্কে বা ফুটবলের মাঠে- তা একটাই চিত্রকল্প মাথায় ভেসে ওঠা।

মেসি, এমবাপের পাশ গুলো দেখেছেন? ওই পাশ গুলো যে অন্যতম সমাধান সেগুলো আপনি আগে থেকে ভাবতে পারেন? ওরা পারে। কারন ওগুলো দ্রুত ওদের ব্রেনে ভেসে ওঠে।

১৯৯৭-৯৮ সাল। তখন পিএইচডি করছি। আমার লিনাক্স সিস্টেমে একটা দাবার গেম ছিল। সেটার সাথে খেলতাম এবং হারতাম। এটা সেই সময় যখন ক্যাস্পারভ বনাম ডিপ ব্লু- মানুষ বনাম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ হত। ২০০৪-৫ সালের পর আর এসব হয় নি। কারন এখন অতি সাধারন কম্পিউটার গেমের এলো রেটিং ৩০০০+ হয় এবং তা গ্রান্ড মাস্টারদের হারিয়ে দেবে। আমি হারতাম, শুধু শিখতে। মনে রাখবেন, জিতলে কেউ শেখে না। শেখে হারলে। সাফল্য শেখায় না, ব্যর্থতা শেখায়।

এখন প্রশ্ন উঠবে, যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের সব ক্ষেত্রে হারিয়ে দেয়, তাহলে, তার সাথে যুদ্ধ করে, প্রতিযোগিতা করে কি হবে? দুটো ভুল হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শুধু সেই ক্ষেত্রেই কাজ করবে- যেখানে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কম এবং সিস্টেমে ডেটারমিনিজম (নির্ণয়বাদ) বেশী। দাবাখেলায় কম্পুউটারকে হারানো যায় না, কারন দাবা খেলায় কটা সম্ভাব্য চাল হবে এবং তার ফল কি হবে, তা আগে থেকে গননা করা সম্ভব। কিন্তু ধরুন আপনি বৌ বা প্রেমিকার সাথেও খেলছেন। সেই খেলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে চাল দিতে বলুন। ডাঁহা ফেল করবে। কারন আপনার বৌ বা প্রেমিকার মুড এবং চয়েস দুটোই ভীষন অনিশ্চিত, কখন কি করবে তার ঠিক নেই! যুক্তিপূর্ন চয়েস নেবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। একই কথা খাটে কন্সিউমার মার্কেটে। মহিলারা যে কিভেবে কি যুক্তিতে তাদের পার্টনার বা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করে, তার অনেক ক্ষেত্রেই মাথামুন্ডু থাকে না। একজন ক্রেতা কেন কিনবে, সেই যুক্তিও যে খুব যে বেশী যুক্তিপূর্ন-

তা না। এখানেই মানুষের স্কোপ। প্রেমিকা, কনসিউমার-এসব সিস্টেমের ডিগ্রি অব ফ্রিডম এত বেশী, এসব ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা করতে পারলেও, মানুষ লাগবেই।

দ্বিতীয় ব্যপারটা হচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে নিরন্তর প্রতিযোগিতায় থেকে, তার কাছ থেকে দ্রুত শিখতে হবে। বুঝতে হবে তার দুর্বলতা। এই জন্যে আমি সব সময় চ্যাট জিপিটি যত গুলো পয়েন্ট বলে, সব সময় ভাবি আর কি ও বললো না। কি মিস করে গেল। কাজটা বেশ কঠিন। একজন ছাত্র হলে আরো কঠিন, কিন্তু ভবিষ্যতে শিক্ষক এবং ছাত্রদের কাজ সেটাই। চ্যট বট, আই-বট- হরেক রকমের বট কি পারে না, যা আমরা পারি- সেটা না বার করতে পারলে, লোকে কাজে কেন নেবে? চ্যাট জিপিটি দিয়েই করবে।

সুতরাং একজন ছাত্রছাত্রীকে এখন থেকেই দুটো কাজে প্রচন্ড দক্ষ হতে হবে

- ১ কিভাবে এইসব চ্যাটবট ব্যবহার করে, দক্ষতা আরো অনেক বাড়ানো যায়
- ২ দক্ষতাই শুধু না, চ্যাটবটের ভুল বা চ্যাটবট যদি কিছু মিস করে যায়, তা ধরার ক্ষমতাও রাখতে হবে।

এটা কঠিন কাজ, কিন্তু সম্ভব। বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর অনেক বেশী লাগবে। মোদ্দা কথা ক্যাচাপ এন্ড দেন এক্সিড এ আই। কাজটা সহজ হবে না, কিন্তু করতে হবে। খুব বাজে শোনালেও সত্য, সফটওয়্যার শিল্পের ৯৫% চাকরি বাজারে টিকে আছে, কারন মানুষে নিম্ন মানের কোড লেখে। এগুলো দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে বটেদের উৎকর্ষ উৎপাতে। তারপর? সেই ৯৫% লোক কি করবে? লোকে টিকে থাকবে আইডিয়া এবং এবস্ট্রাকশনে, অর্থাৎ চিন্তার উৎকর্ষতায়-সৃজনশীলতার জোরে।

কালকে এম আই টির এক ছাত্রীর ইন্টারভিউ দেখছিলাম। তার বয়স এখন ৩৫। বেশ কটি ফেইলড স্টার্টাপের পর লেটেস্ট স্টার্টাপে ২০০ মিলিয়ান ডলার বা ১৬০০ কোটি টাকা তুলেছে। বানিয়েছে এক নতুন প্রোটিনের বিউটি ক্রিম, যা বুড়িদেরও ছুড়ি বানাবে। বটক্সের বিষহীন বিকল্প। সে একটা কথা ঠিক বলেছে।

যতই ভাল স্কুল হোক, তা ১০০তে ১০০ পেতে শেখায়। কেউ শেখায় না শুন্য পেলে, মানে ফেলিওর হলে, কিভাবে সেই ফেলিওর থেকে শিখে সাফল্যের পথে যেতে হবে। অথচ এটাই হওয়া উচিত আসল শিক্ষা, ভবিষ্যতের শিক্ষা। যেখানে সবাই একটা পরীক্ষা দেবে। সেখানে ১০০ তে সবাই শুন্য পাবে। তারপর ভুলগুলো পর্যবেক্ষন করে ১০০ তে ২০ পাবে। তারপরে আবার ভুলগুলো চর্চা করবে, সেখান থেকে ১০০ তে ৫০ পাবে। এইভাবে আস্তে আস্তে সে একমাস বা দুইমাসের চেষ্টায় ০/১০০ থেকে ৯০/১০০ তে আসবে। এই শিক্ষা না পেলে, কর্মক্ষেত্রে এমনকি স্কুল কলেজের সব শিক্ষা সম্পূর্ন অকেজো। যে প্রশ্নে ১০০/১০০ পাওয়া যায়, তা চ্যাট জিপিটিও করে দেবে।

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০৪

এবার যারা বিটেক পাশ করছে তাদের ভবিষ্যত কি?

[জীবন এবং জীবিকা সিরিজের লেখাগুলো আবার শেয়ার করছি-যেহেতু, বর্তমান লেখাগুলির পাঠক পুরাতন পর্বগুলো খুঁজছেন, এগুলি আবার টাইম লাইনে শেয়ার করলাম। আগামী পর্বগুলো পেতে-প্রোফাইল ফলো ক্লিক করুন।]

-৫ই মার্চ, ২০২৩

[১]

গত তিনমাসে যেসব সংবাদ ভারতের নিউজ পেপারে দেখেছি

- ১. ইনফোসিস, উইপ্রো, এক্সেঞ্চার ফ্রেশার লে-অফ করেছে। আরো করবে কিছু খবরে আসছে, অধিকাংশই খবরে আসে নি। এদের ক্যাম্পাসিং হয়েছিল ২০২১ সালে। ২০২২ সালে যারা ক্যাম্পাসিং করে পেয়েছে, তাদের অধিকাংশ এখনো জয়েনিং ডেট এবং লেটার পায় নি। তাদের ঢোকার কথা ছিল আগষ্ট অক্টোবরে। যদিও খবরে দেখানো হচ্ছে ইন্টারন্যাল টেস্ট পাশ করতে পারে নি বলে এদের তাড়ানো হয়েছে। আমি এমন ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলে জেনেছি, আসলে এরা বেঞ্চে ছিল। কোম্পানী কাজই দিতে পারছিল না। কিন্তু খবর এসেছে অন্যভাবে (তথ্যসূত্র কমেন্টে)
- ২. টিসিএস, কগনিজেন্ট, উইপ্রো-সবার এক অবস্থা ২০২২ এবং ২০২১ সালের পাশ আউট ফ্রেশার দের নিয়ে। বেসিক্যালি ভারতের আই টি মেজরদের সবার অবস্থা এরকম, ২০২১ সালে যাদের ক্যাম্পাসিং হয়েছিল তাদের ম্যাক্সিমাম বেঞ্চে আছে এবং নীরবে লে-অফ ফেস করছে। ২০২২ সালে যারা ক্যাম্পাসিং এ পেয়েছিল তাদের অধিকাংশর জয়েনিং এরা দিতে পারছে না এখনো। [কমেন্টে নিউজ লিংক দেখুন] কারন বেঞ্চে প্রচুর ফ্রেশার বসে আছে।

২০২৩ সালে ক্যাম্পাসিং প্রায় হচ্ছে না। এগুলো নিয়ে যেটুকু সংবাদ আসে, তা খুব সামান্য। কারন কর্পরেট লবি এসব খবর চেপে দিতেই পছন্দ করে। মুর্গী হয় ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু তবুও এবার খবর আটকানো যাচ্ছে না। প্রচুর সংবাদ আসছে, গ্লোবাল আই টি রিশেসনে ফ্রেশারদের দুরাবস্থা নিয়ে।

[২]

এবার দুটো জিনিস আরো জানা যাক।

- ১. আই টি, সফটওয়্যার অটোমেশন এগুলো বাড়াতেই থাকবে। আই টির ডিমান্ডে সমস্যা নেই।
- ২. আই টির সার্ভিস মার্কেটে ফ্রেশারদের ডিমান্ড থাকবেই। কারন ফ্রেশারদের দিয়ে কাজ করিয়েই কোম্পানীগুলির আসল মার্জিন, মানে বড় লাভ হয়।

কিন্তু দুটো নতুন জিনিসও জানা দরকার:

- ১ চ্যাটজিপিটির কোডেক্স টাইপের সফটওয়্যার নিজে নিজেই মোবাইল অ্যাপ ইত্যাদি লিখে দিচ্ছে, শুধু ফিচার কি হবে বলে দিলেই হল। সুতরাং আই টি এবং সফটওয়্যারের ডিমান্ড বেশী থাকা মানেই কিন্তু চাকরির সংখ্যা বাড়তেই থাকবে, সেটা না। অন্য স্কিলের লোকজনের সংখ্যা বেশী হবে। যেমন অলরেডি কোম্পানী সেই টাইপের লোক খুঁজছে যারা চ্যাট জিপিটি কাজে লাগিয়ে তাদের কাজ টা করে দেবে। এতে কোম্পানীর প্রফিট বেশী।
- ২ ফ্রেশার দিয়ে লাভ করা এই বিজনেস মডেল থাকবে কি না, সেটাই সন্দেহ। কারন বেসিক কোডিং চ্যাট জিপিটিই করে দেবে। কেউ কেউ আবার এতোটাই আশাবাদী [কমেন্টে তথ্যসূত্র দেখুন], তারা বলছেন আগামী ৫ বছরে কোডিং টাই থাকবে না। আমি এদের দলে। কারন আমি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি প্রাইভেট ডেটাবেসে এই ধরনের লার্জ লাঙ্গুয়েজ মডেল ট্রেইন করাতে পারলে, বটেরা মানুষের থেকে অনেক ভাল কোড করবে। সুতরাং আই টি সেক্টরে ক্যাম্পাসিং, অতীতের গল্প হয়ে যেতে পারে। যদিও মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিকাল ইত্যাদি কোর সেক্টরে এখনো সেই ভয় নেই। কিন্তু ভারতে কোর সেক্টরের মাইনে খুব কম।

[৩]

প্রশ্ন হচ্ছে ফ্রেশ গ্রাজুয়েটরা কি করবে? কারন শুধু ২০২৩ সালে যারা পাশ করবে তারা না, ২০২১ সালে যারা পাশ করেছে, দুর্দিন তাদের সামনেও।

সুতরাং আমার উপদেশ, নতুন ছাত্রদের চ্যাটজিপিটির কোডেক্সের সাথে পরিচিত হতে হবে। নতুন যেসব কোডিং ট্রেনিং আসছে চ্যাটজিপিটিকে ব্যবহার করে [যেখানে চ্যাট জিপিটি নিজেই ট্রেনার]-সেগুলো শিখতে হবে দ্রুত। এগুলো করলে, ভালোই চান্স আছে। নইলে আগের মতন ক্যাম্পাসিং এর ভরসাই থাকলে, ভাগ্যে দুর্ভাগ্য আর হতাশা ছাড়া কিছু আশা দিতে পারছি না। আমি বলব ছাত্রছাত্রীরা তাদের আগের ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলে জানুন, শিখুন মার্কেটের অবস্থাটা কি।

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০৫

যারা কোর সাবজেক্ট-এ বিটেক বা সায়েন্সে এম এস সি পাশ করছে তাদের ভবিষ্যত কি?

[জীবন এবং জীবিকা সিরিজের লেখাগুলো আবার শেয়ার করছি-যেহেতু, বর্তমান লেখাগুলির পাঠক পুরাতন পর্বগুলো খুঁজছেন, এগুলি আবার টাইম লাইনে শেয়ার করলাম। আগামী পর্বগুলো পেতে- প্রোফাইল ফলো ক্লিক করুন।]

-৬ ই মার্চ, ২০২৩

(১) ক্যাপিটাল বা পুঁজির গতি:-

আমরা কি চাই, আমাদের কি কাজ করতে ভাল লাগে, তাই দিয়ে কিন্তু চাকরি বা জীবিকা তৈরী হয় না। আবার আমাদের কি প্রয়োজন, বিশ্বের কি প্রয়োজন- তাই দিয়েও নতুন জীবিকা তৈরী হয় না। জীবিকা এবং চাকরির পেছনে, একটাই শব্দ পুঁজি বা ক্যাপিটাল। আপনি চান বা না চান, ক্যাপিটাল যেদিকে ছুটবে, চাকরির গতিও সেই দিকেই হয়। আর সেটা অনেক কারনেই সমস্যা। মূল দুটো কারন হল- অনেক ক্ষেত্রেই হাইপের পেছনে অনেক চাকরি তৈরী হয়। তারপর দেখা গেল সেই ফিল্ডের আর হাইপ নেই। ফলে সেখানে প্রচুর বেকারত্ব আসে। টেলিকম এমন এক উদাহরন। দ্বিতীয় কারন হচ্ছে, এই কোর ফিল্ডগুলির যেসব কোম্পানী, তারা অপেক্ষাকৃত স্টেবল হলেও যখন বসে যায়, তখন নতুন কোন চাকরি পাওয়া সমস্যা হয়। কারন অলিতে গলিতে সফটওয়্যার কোম্পানীর মতন কোর কোম্পানী সর্বত্র সর্বভূতে নেই।

আমি আগেই লিখেছি, কেউ যদি তার সাবজেক্টে খুব ভাল হয়, তাকে চাকরি খুঁজতে হয় না। চাকরি তাকে খুঁজে নেবেই। এটাও লিখেছিলাম ১% ছেলেমেয়েরা যারা নিজেদের সাবজেক্ট-এ ব্যাচেলর বা মাস্টার্স করেছে, তারা নিজেদের সাবজেক্টটা জানে কি না সন্দেহ।

ভবিষ্যত জানতে গেলে একটা জিনিস অবশ্য জানা দরকার। সফটওয়্যার বা মেকানিকাল বা ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারদের, মানে কোর সাবজেক্টে যারা বিটেক করেছে -তাদের মাইনে আসে কোথা থেকে? মূলত তিনটে জায়গা থেকে। প্রোডাকশন, আরেন্ডি বা গবেষনা, আর সেলস ইঞ্জিনিয়ার বা সেলস সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে। এর মধ্যে ভারতে প্রথম দুই এর স্কোপ খুব কম। কারন প্রোডাকশন সবাই আই টি আই পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার ডিপ্লোমা দিয়ে চালায়। খুব কম কোম্পানী বিটেক হায়ার করে। আমি দেখেছি জেকে টায়ার, প্রোক্টর এন্ড গ্যাম্বলের বিরাট প্ল্যান্টে হার্ডলি হাতে গোনা মাত্র কজন বিটেক ইঞ্জিনিয়ার থাকে। তাদের মাইনে ছোট সফটওয়্যার কোম্পানীর জুনিয়ার সফটওয়্যার ডেভেলপারদের থেকেও কম।

ভারতের অধিকাংশ কোম্পানীর আর অ্যান্ড ডি নেই। টাটারা ব্যতিক্রম। বাকি সবাই বিদেশ টেকনোলজি লাইসেন্স করে। ভারতের আই আই টি গুলো টেকনোলজি ডেভেলপ করতে পারে না, কারন তাদের পেছনে শিল্প সংস্থার খুব বেশী সাপোর্ট নেই। অবস্থা এখন আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে। বিশেষত বিজেপি সরকার ডিফেন্স ইন্ড্রাস্ট্রি ডি আর ডি ও নামক সরকারি সাদা হাতি থেকে বার করে প্রাইভেটাইজ করে ভাল করেছে। কারন এতে অন্তত কোর ইঞ্জিনিয়ারিং এর চাহিদা বাড়বে। আমেরিকাতে মেকানিক্যাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইত্যাদি ভাল ভাল কোর ফিল্ডের লোকেদের চাকরি হয় মূলত এইসব ডিফেন্স কোম্পানীগুলিতে। এছাড়াও আর্মিকোর ইঞ্জিনারিং, এয়ারফোর্স মেইন্টেনান্স ইত্যাদি মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং এর চাহিদা আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকবে।

কারন ভবিষতে যুদ্ধ করবে রোবটেরা, রোবট গাড়িতে চেপে! নেহেরুর সরকারি কোম্পানী খুলে নতুন ট্যাঙ্ক বানানোর ভূত ভারতের মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকাশের প্রচন্ড ক্ষতি করেছে। এখন প্রাইভেটাইজেশনের ফলে আস্তে আস্তে এই সেক্টরের বিকাশ হবে ভারতে। ফলে কোর ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা বাড়বে। ডিফেন্স শিল্পে লাইসেন্সিং করে বেশী দূর যাওয়া যায় না। ফলে এখানে ভাল কোয়ালিটির কোর ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা ভালোই বাড়বে।

আর পরে রইল সেলস। সেলস ইঞ্জিনিয়ার যত না ইঞ্জিনিয়ার তার থেকে তাকে সাহিত্যিক হতে হবে, কথা সাহিত্যিক হতে হবে বেশী! যাদের সাহিত্যে মন ছিল, কিন্তু বাবা-মা জোর করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তাদের জন্য সেলস ইঞ্জিনিয়ার হওয়া ভাল। এখানে কমিউনিকেশনের কদর আছে। সেলস ইঞ্জিনিয়ারদের মাইনে এবং ওঠার স্কোপ দুটোই ভাল। কিন্তু তাদেরকে ইঞ্জিনিয়ারিং, কমিউনিকেশন এবং অপারেশন- এই তিনটেই দক্ষ হতে হয়। যা বেশ কঠিন। তাই তাদের মাইনে আগের দুটো ক্ষেত্রের থেকে বেশী।

(২) নতুন যুগের নতুন ডিমান্ড:-

কিন্তু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মানে ইলেক্ট্রিকাল, ইলেক্ট্রনিক্স, সফটওয়্যার শেখার দরকার নেই?

এই মুহূর্তে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-ই সব থেকে হট টপিক- অটোমেটেড কার, ইলেক্ট্রিকাল কার, ড্রোন, রোবটিক্স ইত্যাদি। এগুলো মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, সফটওয়্যার, এ আই- সব কিছুর মৃগয়া ক্ষেত্র। এর সাথে আছে মেটাভার্স- যা গেম ইঞ্জিনের বাস্তব এপ্লিকেশন। সেখানে ফিজিক্স, মেকানিক্যাল, সি প্লাস প্লাস- সব কিছুই লাগে।

আগের মতন মেকানিক্যাল মানে, শুধু মেশিন ডিজাইন শিখে লাভ নেই (ভারতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াদের সেই স্কিলও কারুর নেই । মেকানিক্যাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইত্যাদি সব ব্রাঞ্চের ছাত্রদের সফটওয়্যার ডেটা সায়েন্স সেন্সর, মেকাট্রনিক্স ইত্যাদি সাবজেক্ট শেখা উচিত। মুশকিল হচ্ছে ভারতের কোন কলেজে এসব শেখাবে? মেকানিক্যালের ক্লাসিক্যাল সাবজেক্ট পড়ানোর ভাল শিক্ষকই তো নেই!

এই জিনিসটা যারা ফিজিক্স, স্ট্যাট, ম্যাথ, কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ছে তাদের জন্যও সত্য। কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজির ভবিষ্যত ভাল হওয়া উচিত কারন হেলথকেয়ার উত্তোরোত্তর আমাদের ইনকামের, আমাদের জিডিপির অধিকাংশ খেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু ভারতে এটা হচ্ছে না। কারন ভারতে বায়োলজি, কেমিস্ট্রির স্টার্টাপ নেই। সবাই ভারতে কর্মাস স্টার্টাপ খোলে ১৪০ কোটি মানুষের মার্কেট পেতে। ফলে ভারতের ছাত্ররা বিদেশে গিয়ে গবেষনা করে নতুন জিনিস তৈরী করছে, আবার ভারতের কোম্পানীরা বিদেশ থেকে লাইসেন্স করে সেটা কিনছে! তবে এখানে দিনকাল আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে। আরো বদলাবে।

অনেকেই বলবেন যারা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়ছে- তাদের শিক্ষকতার লাইন তো খোলা রইল! আমি খুব নিশ্চিত নই- চ্যাট জিপিটি, গুগুলের যুগে কিভাবে শিক্ষকতা এবং সাবজেক্টের পুনর্বিন্যাস হবে। আমেরিকাতে অলরেডি স্কুল লেভেলে এসব বেসিক সায়েন্সের টিচারদের ডিমান্ড খুব কমে গেছে। কারন আমেরিকাতে হাই স্কুল থেকেই [এখানে ক্লাস ৯ থেকে ১২, ৪ বছর হাইস্কুল] এডভান্সড প্রোগ্রাম বা এপি স্পেশালাইজেশন করতে দিচ্ছে। ফলে যে ভবিষ্যতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইছে, সে হাইস্কুলেই ৫-৭ টা কলেজ লেভেলের কম্পিউটার সায়েন্স কোর্স নিতে পারে, তাকে ম্যাথ বা ফিজিক্সের বা কেমিস্ট্রির খুব কম কোর্স নিতে হয়।

যারা ডাক্তারি বা ফার্মাসিতে যাবে তারা বায়োলজি, কেমিস্ট্রির বেশী কোর্স নিচ্ছে । আমার ধারনা এটা ভারতের নতুন এডুকেশন পলিসিতে এসে গেছে। কারন ভারতের বর্তমান স্কুল সিস্টেম সম্পূর্ন বোগাস এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের ক্ষতি করছে। এগুলো বদলাবেই। এবং ভারতের নতুন শিক্ষা পলিসিতে সেটা স্বীকার করাও হয়েছে।

আমি মনে করি যারা কেমিস্ট্রি বায়োলজি ফিজিক্স নিয়ে পড়ছে, তাদের ভবিষ্যত বেশ ভাল- যদি তারা সাবজেক্টটা শেখে এবং বিদেশে শিল্প গবেষনাতে চান্স পায়। বা দেশেও আর অ্যান্ড ডি তে কাজ শুরু করে।

ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ অটোমেট করা সহজ। সায়েন্সে সেটা সম্ভব না। কারন সেখানে কাজটাই হচ্ছে নতুন আবিস্কার। এই এ.আই এর যুগে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের অটোমেশন হবে সবার আগে। কারন ইঞ্জিনিয়ারিং রিপিটেটিভ স্টান্ডার্ড কাজ- যার অটোমেশন করা সব থেকে সহজ। সুতরাং ইঞ্জিনিয়াররাও সায়েন্সটিস্ট হয়ে যাবে। এবং সেটাই হচ্ছে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা রোবটের এ.আই নিয়ে গবেষনা করছে।

ভবিষ্যতে মেকানিক্যাল ইলেক্টিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বলে কিছু থাকবে না। এগুলোকে বলা হবে মেকানিক্যাল এন্ড অটোমেশন সায়েন্স বা ওই জাতীয় কিছু।

আসলে আমরা খুব দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। যারা এই পরিবর্তনের ধারাপাতটা দ্রুত বুঝতে পারবেন, একমাত্র তাদের সামনেই উজ্জ্বল ভবিষ্যত। বাকিটা বেশ ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট বাইনারী কেস।

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০৬

কোম্পানীতে ইন্টার্নশিপ, বিটেক সার্টিফিকেটের থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ন?

[জীবন এবং জীবিকা সিরিজের লেখাগুলো আবার শেয়ার করছি-যেহেতু, বর্তমান লেখাগুলির পাঠক পুরাতন পর্বগুলো খুঁজছেন, এগুলি আবার টাইম লাইনে শেয়ার করলাম। আগামী পর্বগুলো পেতে-প্রোফাইল ফলো ক্লিক করুন।]

শ্রীধর ভেম্বুর নাম শুনেছেন? অনেকেই শোনেন নি, কারন তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে ভারতের সব থেকে সফল সফটওয়্যার প্রোডাক্ট কোম্পানী জোহো তৈরী করেছেন। শ্রীধর আই.আই.টি মাদ্রাস, তারপর প্রিন্সটনের পি.এইচ.ডি। জোহো ভারতের সব থেকে সফল স্টার্টাপ, কিন্তু কোন স্টার্টাপ ফান্ডিং নেয় নি। সম্পূর্ন অর্গানিক গ্রোথ। জোহোর নাম, ভারতের আই.টি ছাত্ররা হয়ত শোনে নি, কারন জোহো ক্যাম্পাসিং করে না।

অথচ, আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে জোহোর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়ালিট ভারতের অন্যান্য সফটওয়্যার কোম্পানীর থেকে অনেক এগিয়ে। গোট বিশ্বজুড়ে তাদের পণ্যের সাফল্য, যেখানে তারা সিলিকন ভ্যালির বহু বিলিয়ান ইনভেস্টেড কোম্পানী সেলসফোর্সকে হারিয়ে দিচ্ছে- সেখানে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, তাদের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের কোয়ালিটি আন্তর্জাতিক মানের। কিন্তু তারা আই.আই.টি ইত্যাদি ক্যাম্পাসিং করে না।

শ্রীধর মনে করেন, ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোয়ালিটি সম্পূর্ন ফালতু। ওই দিয়ে আন্তর্জাতিক মানের প্রোডাক্ট কোম্পানী হবে না, বড়জোর টিসিএস ইনফির আই টি কুলিগিরির বিজনেস হবে। সেইজন্য শ্রীধর তামিলনাড়ুর গ্রামে গ্রামে নিজেই জোহোর স্কুল খুলেছেন। বাছাই করা গরীব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের তুলে এনে মাসে ১০,০০০ টাকা ইন্টার্নশিপ স্টাইপেন্ড দেন। একদম স্কুল থেকে তারা জোহোর ভাল ভাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে হাতে কলমে শেখার সুযোগ পাচ্ছে (ইন্টার্নশিপ)। শ্রীধরের কোম্পানীর একদম সেরা মানের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পাওয়ার চাবিকাঠি এটাই। শ্রীধর ভেম্বু দেখিয়ে দিয়েছেন ভারতের ছেলেমেয়েরাও পারে। একদম বিশ্বমাঝে শ্রেষ্ঠ আসন নিতে পারে, যদি তাদের আমরা সেই সুযোগ, সেই পরিকাঠামো দিই।

কলকাতার সেক্টর ফাইভের সফটওয়্যার কোম্পানীর অধিকাংশ সিইওই আমার ব্যক্তিগত লেভেলে চেনা। অনেকে বহুদিনের বন্ধু। তাদের সাথে দেখা হলেই, গল্পটা আক্ষেপের পর্যায়ে চলে যায়। আক্ষেপ এই যে, আই.টি ব্যবসার মার্কেট খুব ভাল। বিশেষত আউটসোর্সিং এর। কিন্তু আমরা সঠিক ভাবে ভাল কোডার

পাই না। সাপ্লাই লাইনের অভাবে আমাদের সবার ব্যবসাতেই ভাল ক্ষতি হচ্ছে। প্রোডাক্ট কোম্পানী বানানো অনেক দূর। ব্যাঙ্গালোর বা পুনেতে যে অবস্থা খুব বেশী ভাল তা না। এত এত ছেলে পাশ করে বেরোচ্ছে, এদের ১% ও ভাল কোডার না। ২০১৯ সালে একবার আমরা ক্যাম্পাসিং এ পরীক্ষা নিয়েছিলাম। ১৮০০ ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৩জন ৩০% এর বেশী পেয়েছিল। আমাদের একটা কোডিং ক্লাব আছে, সেখানে ৫০০+ মতন ছাত্রছাত্রী কোডিং চ্যালেঞ্জ প্রাক্টিস করে। ১০জন ছাত্রছাত্রীও নেই যে বলবো এরা কোডিং ভাল শিখেছে। ভাল শিখেছে মানে গুগুলের যে কোডিং স্টান্ডার্ড- কোডিং জ্যাম এর স্টান্ডার্ড মেইন্টেইন করতে পারে।

এবার আমরা সব দোষ দিই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর ওপর। কারন অভিযোগ তারা টিচারদের ঠিকঠাক ইউজিসির স্কেল দেয় না। টিচার নেই। মুশকিল হচ্ছে যদি তারা শিক্ষকদের ঠিক ঠাক ইউজিসির স্কেল দিতও, তাহলেও একজন ভাল কোডারের বেতন একজন ইউজিসির প্রফেসরের থেকে ৩-৮ গুন। সুতরাং কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, শিক্ষকদের ইউজিসি স্কেল দিলেও ভাল কোডিং শিক্ষক পাওয়া যাবে তা কিন্তু গণিতের নিয়মেই সম্ভব না।

তাহলে ছেলেমেয়েরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বা কোডিং ভাল শিখবে কোথায়?

অনেক বাবা-মা চিন্তিত হয়ে আমাকে হোয়াটসাপ মেসেজ পাঠান, ছেলেটা +১২ এ খুব খারাপ রেজাল্ট করেছে। এখন একটা ওচা প্রাইভেট ইঞ্জিনিইয়ারিং কলেজ ছাড়া পাচ্ছে না! কি করা যায় ইত্যাদি-ইত্যাদি।

আমি তাদের একটা কথায় বারবার বলেছি, তাদের ছেলে বা মেয়েরা যদি সত্যিই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে ভাল চাকরি করতে ইচ্ছুক, তাহলে কোন কলেজে কি ডিগ্রি পাচ্ছে তা দেখে লাভ নেই। তাকে ফার্স্ট ইয়ার থেকে কোন সফটওয়্যার কোম্পানীতে ইন্টার্নশিপ মানে খাতা কলমে কোডিং শিখতে হবে। কলকাতায় এমন প্রচুর ছোটখাট কোম্পানী আছে। ৪-১০জন কর্মী। কিন্তু মালিক নিজেই সফটওয়্যার কোডার। ভাল কোডার। সেই শেখায়। আজকের দি্নে বিটেক, বি.এস.সি এসব ডিগ্রি দিয়ে কেউ চাকরি পাবে না। সে স্কিল জানে সেই পাবে। যারা আই.টি ক্যারিয়ারে ইচ্ছুক, তাদের একদম স্কুল লেভেল থেকেই এইসব ছোট ছোট সফটওয়্যার কোম্পানীতে ইন্টার্নশিপ করে কোডিং শেখা উচিত। আরেকটু ভাল শিখলে, আরেকটু বড় কোম্পানীতে যাবে। নইলে ৩ বা ৪ বা ৫ বছরের যাই আই.টির কোর্স হোক, সব বেকার। কোন কাজের না। কোন কলেজেই কোডিং এর ভাল শিক্ষক নেই। কারন যে ভাল কোডিং জানবে সে কোম্পানীতে চাকরি করবে, বা নিজেই কোম্পানী খুলবে।

সুতরাং যারা আই.টি ক্যারিয়ারে ইচ্ছুক, তাদের প্রথম বর্ষ থেকেই ছোট ছোট কোম্পানীগুলোতে ইন্টার্নশিপে যেতে হবে। এছাড়া কোডিং ভাল শেখার দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০৭

চ্যাট জিপিটি এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্সের (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) দুনিয়ার নতুন চাকরি

[জীবন এবং জীবিকা সিরিজের লেখাগুলো আবার শেয়ার করছি-যেহেতু, বর্তমান লেখাগুলির পাঠক পুরাতন পর্বগুলো খুঁজছেন, এগুলি আবার টাইম লাইনে শেয়ার করলাম। আগামী পর্বগুলো পেতে-প্রোফাইল ফলো ক্লিক করুন।]

বিপ্লব পাল, ১৪ই মে, ২০২৩

(১)

এই মহুর্তে অনেক শিক্ষকই চাইছেন না, ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের এসাইনমেন্টের জন্য চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করুক। এটা ভুল পদক্ষেপ। ছাত্রছাত্রীরা কোডিং বা এসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করা না শিখলে, চাকরির বাজারে আরো পিছিয়ে পড়বে।

আমি চ্যাটজিপিটির পেশাদার ভার্সন ফেব্রুয়ারী মাস থেকে সাবসক্রাইব করছি। বর্তমানে আমার নানাবিধ কাজের জন্য চ্যাট জিপিটি বহুল পরিমানে ব্যবহার করি। এর থেকে একটা জিনিস খুব পরিস্কার ভাবে বলছি-চ্যাট জিপিটির কাছ থেকে ভাল রেজাল্ট বা ভাল আউটপুট পেতে গেলেও অনেক অনেক জানতে হবে। অনেক বুদ্ধিমান এবং স্ট্রাটেজিস্ট হতে হবে। যারা ভাবছেন, চ্যাট জিপিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শেখার আর কি আছে? শুধু প্রশ্ন করলেই হল! তারা চ্যাট জিপিটি ভাল করে ব্যবহার করা জানেনই না। চ্যাট জিপিটির সাহায্য নিয়ে কোন কিছু শিখতে গেলে, প্রথমেই শিক্ষার ক্ষেত্রে বুদ্ধের দর্শনের আশ্রয়ে আশা ভাল।

শিক্ষক বুদ্ধের গল্পটা বলে নিই আগে এ গল্প বৈশালী নগরে এক পন্ডিত শাস্ত্রজ্ঞর। তিনি ভারতের নানান প্রদেশের নানান গুরুদের কাছে বেদ বেদান্ত শিক্ষা নিয়েছিলেন। স্থানীয় মহলে পন্ডিত হিসাবে তিনি ছিলেন সুখ্যাত। গৌতম বুদ্ধ বা শাক্যমুনির দর্শন তখন দাবানলের মতন ছড়িয়েছে সর্বত্র । পন্ডিতজী ভাবলেন গৌতম বুদ্ধ যখন বৈশালী নগরে আসবেন, তখন পরম জ্ঞানী বুদ্ধের কাছে তিনি তার দর্শন শিখবেন। বুদ্ধ সাধারনত বর্ষাকালে বড় শহরে কাটাতেন, সব সময় তার সাথে দু চার হাজার সন্ন্যাসী থাকতো। খুব বড় শহর ছাড়া, বর্ষাকালের দীর্ঘ সময় ধরে অতজন সন্ন্যাসীর ভিক্ষা জোগার করা অসম্ভব। এক বর্ষায় বুদ্ধ বৈশালী নগরে আশ্রয় নিলেন। খবর পেয়ে, নগরের সেই পন্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধের সাথে দেখা করতে এলেন-অভিলাশ, বুদ্ধ যদি তাকে ছাত্র হিসাবে গ্রহন করেন! তার দু হাতে প্রচুর ফুল। অন্যান্য গুরুদের সাথে প্রথামাফিক প্রনাম করার জন্য ফুল নেন উপহার হিসাবে। সেটাই ভারতের প্রথা। তাকে দুই হাতে ফুল সহ

আগুয়ান দেখে বুদ্ধ বল্লেন, উঁহু সব ফেলে আমার কাছে এস! সেই ব্যক্তি ঠিক বুঝলেন না! ফুলে আবার দোষ কি? অহ হয়ত বাঁ হাতে ফুল আছে বলে বুদ্ধ রাগ করেছেন। ফলে বাঁ মুষ্টির ফুল ফেলে শুধু ডানহাতে ফুল নিয়ে তিনি বুদ্ধের দিকে আরেক পা এগোলেন, বুদ্ধ আবার বল্লেন উঁহু-সব ফেলে আমার কাছে এস। এবার সেই পন্ডিত ভাবলে, তাহলে ফুলেই সব দোষ। সে বেচারা সব ফুল ফেলে দিল! বুদ্ধ আবার বল্লেন উঁহু-সব ফেলে আমার কাছে এস এবার পন্ডিতজী থতমত। যাকে বলে টোটাল লস। বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রভু আমার দোষটি কোথায় যদি দয়া করে বলেন? বুদ্ধ আবার বল্লেন দোষ কোথায়: সব ফেলে আমার কাছে এস, আমি তোমায় ফুল ফেলতে বলেছি কি? বলেছি সব কিছু ফেলে আমার কাছে আসতে! তোমার জ্ঞানের অহংকার খুব ভারী। তুমি অনেক কঠিন ধারনার মধ্যে বদ্ধ। আগে সেটা ফেলে হাল্কা হয়ে নাও। মনকে মুক্ত কর। মুক্তমন ছাড়া নতুন কোন ধারনা মাথায় ঢুকবেই না! আমার শিক্ষা সাধারনের জন্য সাধারন শিক্ষা। যাকে বলে কমন সেন্স।

(২)

মরাল অব দ্যা স্টোরি হচ্ছে -চ্যাট জিপিটিকে প্রশ্ন করার জন্য আমি কিছুই জানি না, এই মনোভাবে এসে- একদম বেসিক থেকে চ্যাট জিপিটিকে প্রশ্ন করতে হবে। ধাপে ধাপে ভেঙে, প্রশ্ন করে, সেরা উত্তর বার করতে হবে। চ্যাট জিপিটি আপনার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

আমি একটা উদাহরন দিচ্ছি। ধরুন আপনি নিউটনের বলবিদ্যা বা নিউটনিয়ান মেকানিক্সের সূত্রগুলি শিখতে চান। এখন স্কুলে সবাই নিউটনের গতিসূত্র পড়েছে। সবার ধারনা তারা নিউটনের গতিসূত্র ভালোভাবেই জানে। আসলে কিন্তু ৯৯% ছাত্রই এই বেসিক টুকুও ভাল করে শেখে নি। ইনার্শিয়াল আর নন-ইনার্শিয়াল ফ্রেম অব রেফারেন্স কেন লাগে, কেন তা নিউটনের মেকানিক্সে গুরুত্বপূর্ন অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই তা ঠিকঠাক শেখে না। কারন তারা সূত্রগুলো মুখস্থ করে কিছু ফর্মুলা মার্কা অঙ্ক শিখেছে।

চ্যাট জিপিটির মতন মহান শিক্ষক পাবেন না। চ্যাট জিপিটির কাছে শিখতে গেলে, প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন- আমি কেন নিউটন্স ল অব মোশন শিখব? এর এ উত্তর পাবেন, সেটা ১০% বোঝার ক্ষমতা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের নেই। এর পরে প্রশ্ন করুন, নিউটন্স ল অব মোশন শেখার জন্য, কি কি বিষয় শেখা জরুরী? এবং সেই বিষয় গুলি কোন বই, কোন সাইট থেকে শিখতে পারেন? এখানে চ্যাট জিপিটি আপনাকে শিক্ষকদের থেকেও ভাল রেফারেন্স দেবে। কোথা থেকে কি শেখা উচিত সেটাও বলে দেবে।

এবার চ্যাট জিপিটি যা শিখতে বলেছে, তা একটার পর একটা বিষয় তুলে জিজ্ঞেস করুন এই জিনিসটা কোন বই, কোন ভিডিও, কোন সাইটে ভাল শেখা যাবে। চ্যাট জিপিটি সব দিয়ে দেবে। এরপর যদি কোন ডাউট থাকে কনসেপ্ট নিয়ে, সেটাও চ্যাট জিপিটিকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

আমি বুদ্ধের ভাষায় বলতে চাইছি। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকে ভুলভাল শেখে। কারন অধিকাংশ মানব শিক্ষকের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অনেক। তাই যেকোন টপিকে একদম ফ্রেশ মাইন্ডে-

আমি কিছুই জানি না এই মনোভাব নিয়ে চ্যাট জিপিটিকে প্রশ্ন করা শুরু করুন, যে কি কি শিখব, কেন শিখব, কোথা থেকে শিখব। শেখার পর কিছু বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করুন। সব ভুলে নতুন করে শিখুন। ভবিষ্যতে চ্যাট জিপিটি বা সমমানের আর্টিস্ফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) টুল দিয়েই চলবে গোটা পৃথিবী। সেই টুল ব্যবহার করা সহজ না। যার মন যত বেশী শিখতে ইচ্ছুক, যে যত বেশী ভাল প্রশ্ন করতে পারবে, সেই সব থেকে ভাল উত্তর বার করতে পারবে। প্রশ্ন করতে স্কুলে শেখায় না। স্কুল শেখাচ্ছে রট আন্সার। মুখস্থ করে বমি। তাতে চলবে না। যারা স্কুলের শিক্ষাকে বেশী গুরুত্ব দেবে, তারা কিন্তু পিছিয়ে পড়বে। যারা চ্যাট জিপিটিকে প্রশ্ন করা শিখবে, চাকরির মার্কেটে তারাই এগিয়ে থাকবে।

[কাল আমাকে অনেকে ইনবক্স করেছেন, চ্যাট জিপিটি দিয়ে কোডিং শেখার কোন পেশাদার কোর্স আছে কি না। আপনারা সুদীপ পাঁজার সাথে যোগাযোগ করুন +9851773526- ওরা সামারে এই ধরনের কোর্স অর্গানাইজ করছে]

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০৮

কিভাবে স্মৃতি শক্তি বা মেমরী পাওয়ার বাড়াবেন

[জীবন এবং জীবিকা সিরিজের লেখাগুলো আবার শেয়ার করছি-যেহেতু, বর্তমান লেখাগুলির পাঠক পুরাতন পর্বগুলো খুঁজছেন, এগুলি আবার টাইম লাইনে শেয়ার করলাম। আগামী পর্বগুলো পেতে-প্রোফাইল ফলো ক্লিক করুন।]

বিপ্লব পাল, ১৫ই মে, ২০২৩

[আগের পর্বগুলোতে আলোচনা করেছি মূলত স্ট্র্যাটেজি। কি পড়বেন, কোথায় পড়বেন, কোথায় শিখবেন ইত্যাদি। এই পর্ব থেকে শুরু করছি, আরো গুরুত্বপূর্ন আলোচনা, কিভাবে মানসিক এবং শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে পারে ছাত্রছাত্রীরা। যা অতীব গুরুত্বপূর্ন। প্রথমেই শুরু করব মানসিক দিকগুলি নিয়ে। তারপরে শারীরিক সক্ষমতার প্রশ্নে। কারন মানসিক এবং শারীরিক সক্ষমতা না বাড়ালে, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার চাপ, সফল হওয়ার চাপ, সামাজিক চাপ-ইত্যাদি নিতে পারবে না। ভারত/বাংলাদেশের এক বিপুল অংশের ছাত্রছাত্রীরা অলরেডি ডিপ্রেশনে ভোগে বা ভুগছে। এই ধরনের বিপর্যয় যাতে ছাত্রছাত্রীদের জীবনে না আসে, তারজন্য একাধিক স্টেপ আগে থেকেই নেওয়া উচিত। সেইগুলি নিয়েই এই পর্ব এবং আগামী পর্বগুলিতে আলোচনা চালিয়ে যাব।]

পৃথিবীর ইতিহাসে যত সফল নেতা বা প্রতিভাবান ব্যক্তির নাম আপনি জানেন, তাদের সবার অসাধারন স্মৃতিশক্তি ছিল। তাই নিয়ে প্রচুর গল্পও আছে বাজারে। শার্লক হোমস বা বোমকেশ বক্সী কাল্পনিক চরিত্র হতে পারে, কিন্তু তারা যেভাবে জটিল সমস্যার সমাধান করেন- একজন বিজ্ঞানী বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারও কিন্তু একই পথে সফলতা পান।

সেটা কিরকম?

হোমস বা ব্যোমকেশ দুজনেই ক্রাইম নিয়ে ভাবেন। ক্রাইম সিন নিয়ে গভীরে ভাবেন। এবং দেখবেন, অধিকাংশ গল্পেই ক্রাইম সিনে কোন সূত্র পাচ্ছেন তাদের চিন্তায়, যা থেকে প্রমানিত হয়, তারা খুবই ডিটেলেস এ ক্রাইম সিনটা মনে রেখেছেন। একজন বিজ্ঞানীও ঠিকই একই পথে, একই রকম ডিটেলেস মেমেরী থেকে উপকৃত হন। থমাস আলফা এডিসন, তিনি আমাদের ইলেক্ট্রিক লাইট/বাল্ব, চলচিত্র, ডায়ানামো থেকে মাইক্রোফোন, সব দিয়েছেন- তার ছিল ফটোগ্রাফিক মেমরী। শার্লক হোমসের মতন প্রতিটা ব্যর্থতা তিনি দেখতে পেতেন। তার থেকেই সন্ধান পেতেন সঠিক পথের।

সুতরাং সফল হতে গেলে সুস্থ এবং ফটোজেনিক মেমরী খুব দরকার। এমনিতেও আমার বলার কিছুই নেই- যেহেতু ভারত এবং বাংলাদেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের এতগুলি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে হয়, সেগুলি বুদ্ধির পরীক্ষা না। মূলত মেমোরাইজেশন বা কে কত মনে রাখতে পারে তার প্রতিযোগিতা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে আমরা স্মৃতিশক্তি ভাল রাখতে পারি? বা বাড়াতেও পারি? মূলত তিনটে দিকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এই নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষনা কি বলছে, তাও লিখছি।

- প্রথম হচ্ছে, কিভাবে ইনফর্মেশন আমরা ব্রেইনে ঢোকাচ্ছি। যেমন যদি গল্প-এর ছলে, লিখে বা এঁকে ইনফর্মেশন মাথায় ঢোকে, তা অনেক ভালভাবে দীর্ঘদিন মেমরীতে থাকে। অর্থাৎ কিভাবে পড়াশোনা করলে, তা মনে রাখা সহজ?
- দ্বিতীয় হচ্ছে, লাইফস্টাইল। ঘুম, মেডিটেশন বা ধ্যান করা, স্মার্টফোন বা ভিডিও দেখা লিমিটের মধ্যে রাখা-ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক কি ধরনের খাবার খাওয়া উচিত, যাতে মেমরী পাওয়ার ভাল থাকে।
- তৃতীয় হচ্ছে, বাজারে যেসব সাপ্লিমেন্ট পাওয়া যায়, মেমরী এবং ফোকাস বাড়ানোর জন্য, তা আদৌ কাজের কি না?

বিজ্ঞান কি বলে?

ইনফর্মেশন ব্রেইনে ঢোকানোর পদ্ধতি, অর্থাৎ কিরূপে আপনি পড়াশোনা মনে রাখবেন? এটা তিনটে সিস্টেমেটিক ধাপে করতে হয়।

- প্রথমে, বোঝার চেষ্টা করুন আপনার ব্রেইন, নতুন কিছু ঢোকানোর অবস্থায় আছে কি না। রাত ১২ টার সময় যখন ঘুম পাচ্ছে তখন ব্রেইনে কিছু ঢোকে? নাকি সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে রাখা সহজ? আপনার জীবনে শেখার সব থেকে ভাল সময় ঘুম থেকে ওঠার পর। শুধু ঘুম হলেই হল না, ঘুম গভীর হওয়াও দরকার, মেমরী ঠিক রাখার জন্য। ঘুমের দুটো স্টেজ আছে। র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট (রেম), নন রাপিড আই মুভমেন্ট (নারেম) বা গভীর ঘুম! আমাদের আছে শর্ট-টাম মেমোরী, যা থাকে ব্রেইনের হিপোক্যাম্পাসে। আর লংটার্ম মেমরী, থাকে নিওকর্টেক্সে। গভীর ঘুমে (নারেম), আমাদের শর্টটাম মেমরী, হিপোক্যাম্পাস থেকে লংটার্ম মেমরীতে চলে যায়। এই প্রসেস প্রতিদিন সম্পূর্ন না হলে, হিপোক্যাম্পাস, নতুন তথ্য নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে না। গভীর ঘুমের পর হিপোক্যাম্পাস অনেক বেশী প্রস্তুত থাকে নতুন তথ্যের জন্য। সেইজন্য সব সময় ঘুম থেকে উঠে যে সময়টা পাওয়া যায়, সেটা আড্ডা/খেলা/টিভি দেখার জন্য না দিয়ে, নতুন কিছু শেখার জন্য ব্যবহার করা উচিত। কারন ওই সময়টাই ব্রেইন নতুন কিছু নেওয়ার জন্য সব থেকে বেশী রেডি থাকে। আমি তাই করি বহুদিন।

- দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে, ইনফর্মেশন যেটা মাথায় ঢোকাতে যাচ্ছেন, সেটা ভেঙে ভেঙে বুঝতে হবে। দরকার হলে লিখে সামারি করে নোট করেও নিতে পারেন। কিন্তু বোঝায় ক্লারিটি থাকা দরকার।
- তৃতীয় ধাপ সব থেকে গুরুত্বপূর্ন। সেটা হচ্ছে, এই যে দ্বিতীয় ধাপটি করলেন খাতায়, লিখে বা এঁকে- এটিই সরাসরি মনে মনে করে ফেলুন। যেন চোখ বন্ধ করে সিনেমা দেখছেন। প্রতিটা ধাপ যেন মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। খাতা পেনের সাহায্য ছাড়া।

তৃতীয় ধাপ খুব গুরুত্বপূর্ন। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা দ্বিতীয় ধাপ পর্যন্ত করে, কিন্তু তৃতীয় ধাপে যায় না। যারা এই থার্ড স্টেপটা করতে পারে, তারাই সব থেকে বেশী সফল। পরীক্ষা এবং কাজেও।

আমার নিজের জীবনের গল্প বলি। আমি উচ্চমাধ্যমিকে নরেন্দ্রপুরে পড়েছি। মাধ্যমিক পর্যন্ত গ্রামশহর করিমপুরের স্কুলে পড়ে, নরেন্দ্রপুরে ঢোকা। মাধ্যমিক পর্যন্ত ওই দ্বিতীয় ধাপে আটকে ছিলাম। আমার অধিকাংশ বন্ধুরাও তাই। নরেন্দ্রপুরের বাই মান্থলিগুলোতে প্রচুর কঠিন প্রশ্ন হত। প্রথম বাই মান্থলিতে প্রচুর ছেলেরা ফেল করল। যাদের অনেকেই মাধ্যমিকে ১-২০ এর মধ্যে র‍্যাঙ্ক করা। আমি পাশ করলাম বটে, কিন্তু এত বাজে নম্বর পেতে অভ্যস্থ ছিলাম না। ভাবছি কি করা যায়। কারন পড়াশোনায় ত্রুটি ছিল না, প্রচুর সময় দিচ্ছিলাম। যারা ফেইল করেছিল, তারাও সময় দিয়েছে। এদিকে দেখলাম বেশকিছু ছেলেপুলে, একদম খুব কম সময় দিয়েও ভাল রেজাল্ট করেছে। তাদের স্টাডি করে বুঝলাম, তারা ওই স্টেপ-৩ টা করছে-অর্থাৎ একদম ফোটোজেনিক মেমরী দিয়ে ধ্যান করে ওই ইনফর্মেশনটা ধাপে ধাপে ভেঙে মাথায় ঢোকাচ্ছে। এই আবিস্কার টুকু আমার জীবন বদলে দিয়েছিল। এরপর আমাকে কোন ইনফর্মেশন মাথায় ঢোকানোর ব্যাপারে কষ্ট করতে হয় নি। এবং আগে মাধ্যমিকে যেখানে দিনে ৮-১০ ঘন্টা পড়াশোনা করতে হত, উচ্চমাধ্যমিকে ১-২ ঘন্টাও দিনে লাগত না। বাকী জীবনেও আমাকে কখনোই দিনে ১-২ ঘন্টার বেশী পড়াশোনা করতে হয় নি। কারন ওই তৃতীয় ধাপের সফল ব্যবহার।

এবার আসি লাইফস্টাইলের প্রশ্নে। মেমরী ঠিক রাখতে গেলে আট ঘন্টা এবং গভীর ঘুম ভীষন ভাবেই দরকার। কারনটা আগেই লিখলাম। নন রাপিড আই মুভমেন্ট স্টেজেই একমাত্র মেমরী শর্টটার্ম থেকে লংটার্মে ট্রান্সফার হয়। ওটা না হলে, নতুন কিছু শেখা প্রায় অসম্ভব। আজকালকার ছেলেমেয়েদের সবার হাতেই স্মার্টফোন। এরা এত ভিডিও গেমস, চ্যাট করছে- অনেকেই প্রায় ঘুমাচ্ছে না। ফলে তাদের শেখার ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে। খুব সাধারন পড়াশোনাও মাথায় ঢোকাতে পারছে না। বাজে রেজাল্ট থেকে ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে।

সাথে সাথে শরীর চর্চাও দরকার, যাতে ব্রেইনে অক্সিজেন সার্কুলেশন ভাল থাকে। এই নিয়ে পরের পর্বে লিখব। ভাল ঘুমের জন্য, গভীর ঘুমের জন্য শরীর চর্চা, ঘাম ঝড়ানো খুবই জরুরী।

এবার দেখি, বাজারে কোন সাপ্লিমেন্ট আছে কি না, যা মেমরী পাওয়ার বাড়ায়।

ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, এই ব্যপারে কোন স্টাডি কনক্লুসিভ না। তবে এটা ঠিক, কিছুটা কগনিটিভ এবিলিটি (বোধশক্তি) এটি বাড়ায়।

জিঙ্কো বিলোবা- হার্বাল সাপ্লিমেন্ট। বহুদিন থেকে এশিয়ানদের বিশ্বাস যে ইহা, মেমোরি পাওয়ার বাড়ায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক স্টাডি নেই।

বাকোপা মনেইরি- যারা ব্রেনোলিয়া খান, এটিই থাকে। কিন্তু এটিও আদৌ কাজ করে কি না, কোন প্রমান নেই।

ভিটামিন-ই - হ্যাঁ, ভিটামিন ই, মেমোরি পাওয়ার বৃদ্ধিতে কার্যকর। এর অনেক প্রমান আছে। তবে না ঘুমালে ভিটামিন ই ও বাঁচাবে না।

সোজা কথা আপনার ছেলেমেয়েটি যেন যথেষ্ট ঘুম এবং শরীরচর্চা করে তার দিকে আগে নজর দিন। মানসিক এবং শারীরিক সুস্বাস্থ্য সবার আগে।

(যারা আগামী পর্বগুলো পড়তে চান, তারা প্লিজ প্রোফাইলে গিয়ে ফলো করুন।)

[কাল আমাকে অনেকে ইনবক্স করেছেন, চ্যাট জিপিটি দিয়ে কোডিং শেখার কোন পেশাদার কোর্স আছে কি না। আপনারা সুদীপ পাঁজার সাথে যোগাযোগ করুন +9851773526 -ওরা সামারে এই ধরনের কোর্স অর্গানাইজ করছে]

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ০৯

উদ্বেগ/এঙজাইটি কমিয়ে টেনশনমুক্ত জীবনের সন্ধানে

[জীবন এবং জীবিকা সিরিজের লেখাগুলো আবার শেয়ার করছি-যেহেতু, বর্তমান লেখাগুলির পাঠক পুরাতন পর্বগুলো খুঁজছেন, এগুলি আবার টাইম লাইনে শেয়ার করলাম। আগামী পর্বগুলো পেতে-প্রোফাইল ফলো ক্লিক করুন।]

অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা যারা পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারত, তার থেকে বাজে করে কারন, অকারন এঙজাইটিতে/উদ্বেগে ভোগে। আর তাদেরকেই বা কি বলব। তারা পরীক্ষা দিচ্ছে, তাদের বাবা-মার পাতলা পায়খানা হচ্ছে। এত প্রায় সব বাঙালী ফ্যামিলিতেই দেখি।

গোটা জীবনটাই খেলার স্টেডিয়াম। এখানে সবাইকে ধোনির মতন মিঃকুল থাকতে হবে। নইলে সেঞ্চুরী করার পোটেন্সিয়াল থাকলেও, শুন্য হাতে প্যাভেলিয়ানে ফিরতে হবে। সেক্ষেত্রে নামের পাশে স্কোর শুন্যই লেখা থাকবে। তাই একাডেমিক সাফল্যের জন্য বা চাকরি জীবনেও সফল হতে গেলে, এই উদ্বেগ/এঙজাইটি/টেনশন ম্যানেজমেন্ট শিখতেই হবে।

জীবনে সফল হওয়ার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এবং এটিকে ইগনর করলে, পরবর্তী জীবনে আরো গর্তে ঢুকে যাবে। তখন ডেট করা থেকে কাস্টমার মিট করা, সব ক্ষেত্রেই বাজে টাইপের টেনশনে ভুগে, লাইফ হেল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এঙজাইটি, টেনশন সম্পূর্ন কনট্রোল করা যায়।

#১ গভীর ঘুম এবং প্রচুর শরীরচর্চা/ঘাম ঝড়ানো- ঘুম এবং শরীরচর্চা বেসিক। এগুলি বন্ধ রাখলে, কম করলে টেনশন এঙজাইটি হবেই। ব্রেইনের অ্যামিগডালা আমাদের ইমোশন কন্ট্রোল করে। স্লিপ ডিপ্রিভেশন হলে, ব্রেইনের ওই অংশটির, নেগেটিভ ইমোশন কন্ট্রোল করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। অর্থাৎ যত কম ঘুমোবেন, তত এঙজাইটির মতন নেগেটিভ ইমোশন কন্ট্রোল করার ক্ষমতা হারাবেন। এছাড়া কর্টিসল বলে একটা স্ট্রেস হরমোন ও আছে-যা আমাদের স্ট্রেস নিয়ন্ত্রনে সহায়ক। ঘুম কম হলে, কর্টিসল রেগুলেশনে সমস্যা হয়। শরীরচর্চা করলে এন্ডোরফিন নিসৃত হয়। যা স্ট্রেস রিলিভার বা মানসিক চাপ কমায়। এছাড়া এতে কর্টিসলের মাত্রাও কমে। যা স্ট্রেস বা দুশ্চিন্তা কমায়। মোদ্দা কথা গভীর ঘুম এবং এক্সসারসাইজ, এক্কেবারেই মাস্ট। আপনি যত খুশি রামদেব, বাবা রবিশঙ্কর-এর ব্রিদিং এক্সসারসাইজ

করুন- কিন্তু গভীর ঘুম এবং দৈনন্দিন প্রচুর এক্সসারসাইজ না করলে এঙজাইটি/উদ্বেগ থেকে মুক্তি পাবেন না। এটা হচ্ছে বেসিক।

#২ মাসল এবং মাইন্ড রিল্যাক্সেশন- মাইন্ড রিলাক্সেশন বললে সবাই ভাবে একটা সিনেমা দেখে ফ্রেশ হয়ে নিই! যদিও স্ক্রীন টাইম বাড়ালে উল্টোটাই হয়। যাইহোক, ভারতের গুরুরা এটা বহুদিন থেকে করাচ্ছেন। যাকে বলে প্রানায়ম। নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রন করে ব্রেইন এবং মাসলকে নিয়ন্ত্রনে আনা। এছারা আছে মাইন্ডফুল মেডিটেশন। অর্থাৎ মনকে সব চিন্তা থেকে মুক্ত করে, বর্তমানে যেমনটা দেখছেন বা অনুভব করছেন, শুধু সেটির প্রতিই ফোকাস করা। এর একটা সহজ উপায় আছে, যা আমি করি। সোজা কথা হচ্ছে যখন ভাল মুডে বসে আছি, কোন ভাবেই দুঃশ্চিন্তা, অন্যকোন চিন্তা মাথায় ঢোকানো যাবে না। মাথায় তালাচাবি দিয়ে কিছুক্ষন বসে যান। রিজেকশন অব অল থট। নানান দিক থেকে চিন্তা আপনার মাথায় ধেয়ে আসবে- আপনি ওগুলো মাথায় ঢোকাবেনই না। মাইন্ডফুল মেডিটেশন নিয়ে প্রচুর গবেষনা হয়েছে এবং টেনশন মুক্ত হতে এ বড়ই কাজের জিনিস। যদিও আমাদের ঋষিরা বহুদিন আগে থেকেই এটি করে আসছেন।

৩ আরেকটা টেকনিক আছে, দার্শনিক চিন্তা। বিশেষত স্টোয়িক চিন্তা। এঙজাইটির একটা বড় কারন, ফেয়ার অব ফেলিওর। আগে থেকেই ভাবা যে আমি ব্যর্থ হব বা হতে চলেছি। প্রচুর ছাত্র ছাত্রী আত্নহত্যা পর্যন্ত করে ফেলে এর জন্য। স্টোয়িক দর্শনের জন্ম গ্রীসে, পূর্নতা পেয়েছিল রোমে। সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের মেডিটেশন গ্রন্থে এর সন্ধান পাই আমরা। এখন পাশ্চাত্যে প্রচুর লোকজন স্টোয়িক। আমি নিজেও দেখেছি এদের চিন্তাধারা বেশ কাজের। একটু ব্যাখ্যা করি। আপনি পরীক্ষাতে না হয় ফেইলই করলেন। কি হবে? মারা তো যাবেন না? টুকটাক স্বাধীন ব্যবসা করেই খাবেন। ব্যবসা ঠিক করে করতে পারলে চাকরি থেকে বেশী টাকা। আর বাচ্চা বয়স থেকে শিখতে পারলে, সফল হবেনই। এবার একজন রাজার কথা ভাবুন। তার ছেলে, তার বৌ, তার সেনাপতি, তার মন্ত্রী, অন্যদেশের রাজা- সবাই তাকে মারার তালে আছে। বিষ মেশাতে পারে। ঘাতক ছুরি মারতে পারে। অন্য রাজা সেনা নিয়ে আক্রমন করতে পারে। সেনা বিদ্রোহ হতে পারে। ছেলে বন্দী করতে পারে। যেকোন মুহুর্তে লোকটা মারা যেতে পারে। তার এঙজাইটির লেভেল কি হতে পারে?? আপনি তো বেঁচে থাকবেন। সে যেকোন মুহুর্তে মারা যেতে পারে! সেই জন্য স্টোয়িস্টরা বলে মেক পিস উইথ ওয়ার্স্ট সিচুয়েশন। আমি পড়াশোনা করছি চাকরির জন্য। সেটা হলে ভাল। নাহলে দোকান দেব। ব্যবসা করব। তাতেই শান্তিতে থাকব।

একটা মেয়ের সাথে ডেটে গেলাম। সব থেকে বাজে কি হতে পারে? মেয়েটা রিজেক্ট করবে! মেয়েটা এক্সেপ্ট করলেই বা কি আপনি কি ভাল থাকতেন? এটা চাকরির জন্যও সত্য।

ধরুন চার বছর পিএইচডি করার পর গাইডের সাথে ঝামেলা হচ্ছে। মনে হচ্ছে পুরো সময়টায় নষ্ট হল। একদম না। যদি সত্যিই কিছু শিখে থাকেন, তা অনেক অনেক কাজে লাগবে। এক্সাম্পল পৃথিবীর এক এবং

দুইনাম্বার ধনকুবের- ইলন মাস্ক এবং জেফ বেজোস। দুজনেই পিএইচডি ড্রপ আউট। অধিকাংশ আন্তারপ্রেনারই কলেজ ড্রপ আউট- জাকারবার্গ, বিল গেটস, স্টিভ জবস, মুকেশ আম্বানী, গৌতম আদানী- লিস্ট বেসিক্যালি হুজ হু। অর্থাৎ যেটা আপনি ভাবছেন-আপনার জীবনের আর কিছু হবে না। ক্যারিয়ার আটকে গেল। ভুল ভাবছেন। কোন কিছুতেই কিছু আটকায় না। এই জীবন লম্বা ম্যারাথন। এক দুবার পড়ে গেলে পিছিয়ে যাবে না কেউ। বরং সুস্থ থেকে লম্বা দৌড়ের ক্ষমতা অর্জনটাই আসল।

(অনেকেই আমাকে ইনবক্স করেছেন, কি করে আমার আগের লেখা, বা আগামী লেখাগুলো পাওয়া যাবে। ইজি ওয়ে- আমার প্রোফাইলে ফলো বাটনে ক্লিক করলেই হবে)

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১০

ক্যারিয়ার বা পড়াশোনার জন্য ইচ্ছাশক্তি কোত্থেকে আসবে?

[জীবন এবং জীবিকা সিরিজের লেখাগুলো আবার শেয়ার করছি-যেহেতু, বর্তমান লেখাগুলির পাঠক পুরাতন পর্বগুলো খুঁজছেন, এগুলি আবার টাইম লাইনে শেয়ার করলাম। আগামী পর্বগুলো পেতে- প্রোফাইল ফলো ক্লিক করুন।]

বিপ্লব পাল, ১৮ই মে, ২০২৩

আগের পর্বগুলোতে লিখলাম, কি পড়া উচিত, কিভাবে উচিত, কোন বিশ্ববিদ্যালয়- ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রশ্ন হচ্ছে আমি কেন নিজেকে এত টানব? কেন সফল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করব? ভেতরের এই ড্রাইভিং ফোর্স কোত্থেকে আসবে?

নরেন্দ্রপুর হাইস্কুল এবং তারপর আই আইটি খড়গপুরে পড়াশোনা করার জন্য, প্রচুর ছেলেপিলে চিনি, যারা ছাত্রজীবনে তুখড় মেধাবী ছিল। স্মৃতিশক্তি, বোঝা এবং বোঝানোর ক্ষমতা, বিশ্লেষন করার দক্ষতা অসাধারন। কিন্তু এদের অধিকাংশই (আমার হিসাবে প্রায় ৯৫% হবে), জীবনে যাদবপুর বা শিবপুর বা অন্যান্য স্টেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর ছাত্রদের থেকে বেশী কিছু করে উঠতে পারে নি। অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে বা বি.এস.সি অনার্স করে বেশ কিছু ছেলেপিলে (এরা হয়ত সেই ১% এর কমই হবে), আই.আই.টির ছেলেদের থেকে অনেক বেশী দূর এগিয়ে গেছে।

কেন এমন হয়? পার্থক্য কোথায়?

পার্থক্য হচ্ছে সেই নিজেকে টানার ক্ষমতায়। নিজেকে প্রতিটা দিন উদবুদ্ধ করে, ইন্সপায়ার করে এগিয়ে চলার ক্ষমতায়। এই সেলফ ড্রাইভিং ফোর্স, যে প্রতিদিন আমাকে আরো এগিয়ে যেতে হবে- কেন এগিয়ে যেতে হবে- সেটা যার কাছে পরিস্কার- তারাই এগিয়ে যায়। ফ্রেড্রিক নিৎসে এইজন্যে বলছেন, যারা জীবনে বেঁচে থাকার অর্থ, অর্থাৎ মিনিং অব লাইফ খুঁজে পেয়েছে- তাদের কাছে জীবনের কোন সমস্যাই সমস্যা না। কোন পরীক্ষাই বড় পরীক্ষা না।

প্রশ্ন হচ্ছে আপনার সন্তান কিভাবে এই ভাইটাল ড্রাইভিং ফোর্স, জীবনের অর্থ নিজের মধ্যে খুঁজে পাবে?

পেশদারি কারনে অনেক সিইও কে চেনার সুযোগ হয়েছে এই জীবনে। যারা নতুন ব্যবসা, নতুন ফ্যাক্টরি গড়েছে। হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের চাকরি তৈরী করছে। নতুন প্রযুক্তি দিয়েছে পৃথিবীকে। হাজার

হাজার কোটি টাকার মালিক। এদের সবার ড্রাইভিং ফোর্স আউটস্টান্ডিং। এর একটা কমন প্যাটার্ন আছে। আমি বোঝার চেষ্টা করেছি কোত্থেকে এনারা পান কাজ করার এই অফুরন্ত শক্তি? জীবনে খুব ভাল ভাবে প্রচুর লাক্সারী নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য যা টাকার দরকার তার একশো, কখনো হাজারগুন টাকা এদের আছে। তাহলে এরা নিশ্চয় টাকার জন্য খাটছেন না। কেন এত পরিশ্রম করেন এরা? কোত্থেকে আসে তাগিদ? এর একটাই উত্তর। সবাই একটা লেগাসি রেখে যেতে চান। অর্থাৎ ইতিহাস, সমাজ রাষ্ট্র তাকে স্বীকৃতি দেবে, তিনি একটা কিছু রেখে গেলেন আগামী প্রজন্মের জন্য। এছাড়া আরো কিছু ফ্যাক্টর আছে। সেটা হচ্ছে সবাই ক্ষমতা চান। টাকা উপার্জন অবশ্যই ক্ষমতার সোপান। কারন টাকা দিয়ে তারা রাজনীতি, কোম্পানী, মেধা সব কিছুই কিনতে পারেন। তবে বাঙালী বাবা-মায়েরা নিশ্চয় অদ্দূর ভাবছেন না। তারা চাইছেন তাদের ছেলেমেয়েরা যেন একটা ভাল কোম্পানীতে ভাল মাইনের চাকরী পায়। উচ্চ প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু সেখানেও জল আছে। কারন সরকারি চাকরি আস্তে আস্তে আরো কমবে। আর কোন প্রাইভেট কোম্পানীতেই যত বড়ই হোক না কেন চাকরির নিশ্চয়তা নেই। সেখানে কিন্তু স্কিলড কর্মীদের ইনকামের নিশ্চয়তা আছে। এগুলো নিয়ে পর্ব ২-৬ তে আলোচনা করেছি। এই পর্বের আলোচনা সেটা নয়।

এই পর্বে আমাদের ফোকাস-একজন ছাত্রছাত্রী কেন, পড়াশোনা বা ক্যারিয়ার গড়তে উৎসাহ পাবে?

মুশকিল হচ্ছে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ৮-১০ টা মাস্টারমশাই এর কাছে টিউশনি পড়ছে। জেইইই নিটের জন্য স্পেশাল কোচিং নিচ্ছে। তাদেরকে আমরা একটা ফ্যাক্টরির মেশিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। তারা জীবনের অর্থ খুঁজে পাবে কি ভাবে? আর না পেলে কিন্তু হাজার টিউশনি দিয়েও তাদের ক্যারিয়ার তৈরী হবে না। আলবার্ট কামু সাহিত্যে নোবেল জিতেছিলেন ১৯৫৭ সালে। তিনি বিখ্যাত তার এবসার্ডিজম নামক এক ধরনের এক্সিস্টেন্সিয়াল দর্শনের জন্য। আমি কেন তার কথা এখানে আনছি? কারন তার মূল কাজই হচ্ছে কিভাবে একজন জীবনে অর্থ খুঁজে পেতে পারে তাই নিয়ে। বিশেষত ছোটবেলা থেকে কিভাবে ছেলেমেয়েদের বড় করলে, তারা জীবনকে ভালবাসতে পারবে, অর্থ খুঁজে পাবে। কামুর অবর্জাভেশন, এই পৃথিবী আসলে খুব নির্দয়। আমরা সব সময় মানবজীবনের অর্থ, বেঁচে থাকার কারন খুঁজছি, কিন্তু একটু বেশী ভাবলেই দেখা যাবে, আসলেই কোন অর্থ পাওয়া মুশকিল। কারন আমরা বেঁচে থাকলেই বা কি-মরে গেলেই বা কি। পৃথিবীর বয়স ৫০০ কোটি বছর। এই মহাবিশ্ব এত বড়। এর মধ্যে আমার অস্তিত্ব এতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কারুর বাঁচা মরা সাফল্যে আসলেই কিছু যায় আসে না। এই অর্থহীনতাকে বলে নিহিলিজম। কিন্তু এইভাবে যদি কেউ ভাবে-সে তো কালই আত্মহত্যা করবে। কিছু করতেই চাইবে না। সেই জন্যে কামু থেকে ফ্রেড্রিক নিৎসে বলছেন ধর্ম থেকে সব দর্শন একটাই কাজ করে-মানবজীবন যাতে অর্থবহ হতে পারে। আমরা যেন বেঁচে থাকার রসদ পাই। এটাকে নিৎসে বলছেন পজিটিভি নিহিলিজম। এটা নিয়ে আমার আগের লেখাটা পড়ে দেখতে পারেন "বিজ্ঞান এবং ধর্ম : সংঘাত না সমন্বয়"। এটা লিখেছিলাম আগের বছর-টাইম লাইনে আবার শেয়ার করলাম, যাতে এই পোষ্টের পরে পোষ্টেই উৎসুক লোকজন এই নিয়ে আরো গভীরে জানতে পারে।

যাইহোক, কামু বলছেন বাচ্চা থেকে কিশোর বয়সে উত্তরোনের সময় বাচ্চারা যাতে আস্তে আস্তে জীবনের অর্থ নিজেদের মতন করে খুঁজে বার করতে পারে- তার একটাই পথ। ছোটবেলা থেকে তাদের "ভালোবাসতে" শেখাতে হবে। খেলা, প্রকৃতি, গান, কবিতা-এগুলি ভালবেসে যাতে বাচ্চারা বড় হয়। আমাদের দেশে উল্টোটাই হয়। অধিকাংশ মূর্খ অভিভাবক ভাবে বাচ্চারা খেলাধূলা করছে তা সময় নষ্ট। আসলে উলটো। খেলাতে শরীর চর্চা তো হচ্ছেই, তার সাথে এই যে তারা খেলাটাকে ভালবাসতে শিখছে এটাও গুরুত্বপূর্ন। খেলা, গান, প্রকৃতি, কবিতা- ভাল লাগা কেন গুরুত্বপূর্ন? কেন না এই ভালোলাগার সাথে জড়িত দুটো হরমোন। ডোপামিন এবং সেরাটনিন। ডোপামিনে ক্ষনিকের ভাললাগা, আর সেরাটনিন এক দীর্ঘ মানসিক সাটিসফ্যাকশন দেয়। নানান বৈজ্ঞানিক স্টাডিতে যা দেখা গেছে- বাচ্চারা যদি এই কবিতা গান ছবি আঁকা এসব ভালবাসতে থাকে, তাহলে "এবস্ট্রাক্ট চিন্তা" থেকে যে আনন্দ, যার উৎস ডোপামিন-সেটি তাদের শরীর বৃত্তীয় পদ্ধতিতে ভালভাবে কাজ করে।

এটা কিভাবে তাহলে ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনায় সাহায্য করবে?

ওয়েল, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, কোডিং, ম্যাথ, এগুলো ভাল লাগলে তবেই না ছাত্রছাত্রীরা এগুলো আরো ভাল করে শিখবে। কিন্তু এসব সাবজেক্ট এবস্ট্রাক্ট বা বিমূর্ত ধারনার ধারাপাত। সেখান থেকে এই যে ভালোলাগা, সেটা ছাত্রছাত্রীদের তখনই হবে যখন, এক শিক্ষক মশাই [বা এখন ইউটিউব] সাবজেক্টটা এমন ভাল পড়াবেন- তাদের ওই এবস্ট্রাকশনটা দেখে শরীরে ডোপামিনের জোয়ার আসবে। যেটাকে আমরা ভাললাগা বলি। আর দুই হচ্ছে শরীরে ডোপামিনের ভাল রেগুলেশন এবস্ট্রাক্ট চিন্তা থেকে, যেটা বাচ্চারা পায় ছোটবেলায় ছবি, কবিতা, গান ইত্যাদি ভালো লাগা থেকে। অর্থাৎ বাচ্চাদের এই ভালোলাগাটা তৈরী করারও পদ্ধতি আছে। তার সাথে বীচে যান। হাইকে যান। তাকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, কবিতায় শব্দের মাধুর্য্য, গানের সুর এবং লয় ভাললাগতে শেখান। যাতে তার ডোপামিন সাইকল তৈরী হয়। কারন এটাও একধরনের শরীরবৃত্তীয় অভ্যেস।

আমার ছোটবেলা থেকেই ফিজিক্স এবং ম্যাথ খুব ভাল লাগত। যখন ফিজিক্সের আরো ভাল বই পেলাম- ফেইনম্যান, ল্যান্ডাউ ইত্যাদি বিখ্যাত পদার্থবিদদের লেখা বইগুলো পড়ে অন্যরকম ভালোলাগা শুরু হয়। এখনো ফিজিক্সের নতুন কোন সাবজেক্ট বুঝতে পারলে, এক নতুন জগতের সন্ধান পেলে, তা আমার কাছে সেক্সচুয়াল প্লেজারের থেকে অনেক বেশী ডোপামিন ঝড়ায়! কবিতা বা সাহিত্যের জন্য ও একই কথা বলব। কোন ভাল কবিতার শব্দজাদুতে অজানা জগতের সন্ধান পেলে, তা কোন সুন্দরী মেয়ের সাথে প্রেম করার থেকেও বেশী উত্তেজনা দেয়। যারা কবিতা ভালোবাসেন, ফিজিক্স ভালোবাসেন-আমি নিশ্চিত, তাদের অভিজ্ঞতা আমার মতন।

সুতরাং অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে। যাতে পড়াশোনাটা বাচ্চাদের কাছে বোঝা না হয়। তারা যেন প্রতিটা সাবজেক্টে পড়ার মধ্যে, শেখার মধ্যে আনন্দ পায়। মার্কস পাওয়ার থেকে সেটা আরো বেশী জরুরী।

অবশ্য এটা নতুন কিছু না। প্লেটোর তার শিক্ষা সংক্রান্ত থিসিসে ঠিক এটাই লিখে গেছিলেন- খেলা, গান এর সাথে পড়াশোনার সমন্বয়। আদি গ্রীসের এথেন্সে শিক্ষা এমনই ছিল।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ন ব্যাপার। আজকালকার বাবা মায়েরা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার প্রতি যতটা সময় দেন, তারা "সামাজিক" হয়ে উঠছে কি না, সেই ব্যাপারে নজর কম। অধিকাংশ ফ্যামিলির একটিই মাত্র সন্তান। ফলে প্রায় সবাই স্বার্থপর দৈত্য হয়ে উঠছে। এতে সর্বত্র তাদের গ্রহনযোগ্যতা হ্রাস পাবে। কর্মস্থলে সবার কাছে গ্রহনযোগ্য হয়ে ওঠা ক্যারিয়ারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। আমি এর পরের এক পর্বে লিডারশিপ সংক্রান্ত আলোচনাতে এটি নিয়ে ডিটেলেস-এ লিখব। শুধু একটা গল্পবলে এই পর্ব শেষ করছি—

এস্টার উজিকির দুই কন্যা বিখ্যাত সিইও। সুজান উজিকি (ইউটিউবের প্রাক্তন সিইও) এবং এনে উজিকি। উনি একটি বেস্ট সেলিং বই এর লেখিকা- নাম How to Raise Successful People: Simple Lessons for Radical Results (কি করে সন্তানদের সফল ভাবে মানুষ করবেন, সহজ পন্থা-কিন্তু দুর্দান্ত রেজাল্ট)। এস্টার তার মেয়েদের স্কাউট, কমিউনিটি সার্ভিসে পাঠাতেন। যাতে তারা দারিদ্রের সাথে পরিচিত হয় এবং দরিদ্রমানুষদের জন্য কাজ করতে পারে। এতে তার মেয়েরা চারটে টি জিনিস একসাথে শিখেছিল। হিউমিলিটি বা বিনম্রতা, কমপ্যাশন (সহমর্মীতা-অন্যের দুঃখ কষ্ট অনুভব করা), দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা বা গ্রুপে কাজ করার ক্ষমতা, সামাজিক সমস্যার সমাধানের চিন্তা- ভেতর থেকে মানুষের জন্য কাজ করার একটা ডিপ প্যাশন।

এস্টার লিখছেন, এর পরেও দরকার আরো চারটি জিনিস।

এক, ছেলেমেয়েদের উঁচু স্বপ্ন দেখান। রাজনীতি, শিক্ষা, খেলা, ব্যবসা, কর্পরেট-সর্বত্রই সে যেন নিজের ছাপ রাখতে নিজে থেকে ইচ্ছুক হয়।

দুই, দ্বায়িত্ব নিতে শেখান। ছোট ছোট দ্বায়িত্ব দিন। বাড়িতে এক দিন রান্না করুক। নাহলে একদিন বাথরুম বা বাড়ি পরিস্কার করুক। বাড়ির পুরো বাজার করুক দুদিন। যেদিন তারা দ্বায়িত্বে কি কিনবে, কি রান্না হবে, তাদেরই ঠিক করতে দিন।

তিন, তাদের কনফ্লিক্ট রিজল্যুউশন শেখান ছোটবেলা থেকে। ধরুন প্রতিবেশীর সাথে আপনার ঝামেলা হচ্ছে, দোকানির সাথে ঝামেলা হচ্ছে। নিজেদের ছেলেমেয়েদের দ্বায়িত্ব দিন ঝামেলা মেটানোর। লেট দেম গ্রো আপ। কর্মস্থলে ঝামেলা পলিটিক্স থাকবেই। বরং ছোটবেলা থেকেই তারা শিখুক কিভাবে এসব সন্মানের সাথে হ্যান্ডল করতে হয়।

চার, ছেলেমেয়েদের আনকন্ডিশনালি ভালবাসুন। তারা ভাল খারাপ রেজাল্ট করলে গালাগাল এগুলো ছাড়তে হবে। সে যেন সব ক্ষেত্রেই আপনার ভালবাসা পায়- সাফল্য এবং ব্যর্থতায়। ভুল করলে ভুল ধরিয়ে

দিতে হবে। বোঝাতে হবে। সেটা ভালোবেসেই করতে হবে। তার সমস্যাটা বুঝতে হবে আগে। এটা না করলে, সে তার সমস্যা নিয়ে আপনার সাথে খোলাখুলি আলোচনা করবে না।

এর পরের পর্বে (১১) ছাত্রছাত্রীদের মেন্টাল হেলথ বা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করব। যারা আগামী পর্বগুলি পেতে চান, তারা আমার প্রোফাইলে গিয়ে ফলো বাটনে ক্লিক করে রাখুন।

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১১

বাংলা মিডিয়ামে / পশ্চিমবঙ্গ পর্ষদের মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকে পড়লে ভবিষ্যত নেই?

[জীবন এবং জীবিকা সিরিজের লেখাগুলো আবার শেয়ার করছি-যেহেতু, বর্তমান লেখাগুলির পাঠক পুরাতন পর্বগুলো খুঁজছেন, এগুলি আবার টাইম লাইনে শেয়ার করলাম। আগামী পর্বগুলো পেতে- প্রোফাইল ফলো ক্লিক করুন।]

বিপ্লব পাল, ২১ শে মে, ২০২৩

আমার আগের পর্বে এই পশ্নটি করেছেন কৃষ্ণনাগরিক একজন মহিলা। তার প্রশ্ন শুনে মনে হল, তিনি শঙ্কিত। যেহেতু বাংলা মিডিয়ামে পশ্চিম বঙ্গ পর্ষদের সিলেবাসে পড়াশোনা করেছেন, তার বুঝি কোন ভবিষ্যত নেই। আসলে তার মাথায় এই শঙ্কা, এই ভুল চিন্তা ঢোকানো হয়েছে। কারন আজকাল গ্রাম শহরেও সিবিএস সি, আই এস সি বোর্ডের ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল গজিয়ে উঠছে। সবার মগজ ধোলাই করা হচ্ছে, ইংরেজি মিডিয়ামে না পড়লে- তার ভবিষ্যত নেই! আই এস সি, সি বি এস সি বোর্ডে পড়াশোনা না করলে ভবিষ্যত শুন্য। প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে পিছিয়ে যাবে। বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করেও, আপনার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল হতে পারে। কোন সমস্যা নেই। তাই নিয়েই লিখছি এই পর্বে। যদিও ছাত্রছাত্রীদের মানসিক সুস্বাস্থ্য নিয়ে লেখার ইচ্ছা ছিল। সেটা পরের পর্বে লিখব। আমার পরের পর্বের লেখাগুলো ফেসবুক ফিডে পেতে, আমার প্রোফাইলে ফলো বাটন ক্লিক করে রাখবেন প্লিজ।

আমি নিজে ক্লাস টেন পর্যন্ত করিমপুর জগন্নাথ হাইস্কুলে [যা কিনা একান্তই গ্রামশহর স্কুল] বাংলা মিডিয়ামে পড়ে, উচ্চমাধ্যমিকে নরেন্দ্রপুরে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়েছি। আজ প্রায় ২৩ বছর আমেরিকাতে আছি। কোন অসুবিধে হয় নি। এই আমেরিকাতে আমার মতন আরো হাজার হাজার বঙ্গ সন্তান আছেন। যারা বাংলা মিডিয়ামেই পড়াশোনা করে এখানে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক। তারা ইংরেজিতে আমেরিকানদের পড়াচ্ছেন। ইংরেজিতে চিকিৎসা করছেন। কারোর কোন অসুবিধা হয় না। বাংলার উজ্জ্বল নক্ষত্ররা- মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোস, ডিকে মিত্র, অমর্ত্যসেন, অশোক মিত্র- এরা সবাই বাংলা মিডিয়ামেই পড়েছেন। স্কুলে বাংলা মিডিয়ামে পড়লে কেউ পিছিয়ে যায় না। এসব ভুল ধারনা মাথা

থেকে ফেলে দিন। এ এক ধরনের হীন্যমন্যতা। আপনি বলবেন আমাদের সময় সরকারি স্কুলের পরিবেশ ছিল অন্য। এখন সব নষ্টদের দখলে চলে গেছে।

স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ স্ক্যামের পর কেই বা আর তার ছেলেমেয়েদের এইসব ভ্রষ্টাচারি শিক্ষকদের কাছে পাঠাতে চাইবে? বাট ওয়েট এ মিনিট। কোনদিন কেউ শিক্ষকদের কাছ থেকে কিছু শিখেছে? যারা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত- তাদের জিজ্ঞেস করুন, সারা জীবন কজন শিক্ষকের কাছ থেকে শিখেছে বনাম কতটা নিজের চেষ্টায় শিখেছে?

প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, বিজ্ঞানী, কর্পরেট বসদের জিজ্ঞেস করলে দেখবেন, তারা প্রায় ৯৯% নিজের চেষ্টায় শিখেছে। মাস্টার মশাই বড়জোর উৎসাহ দিতে পারেন। শেখানোটা সহজ করতে পারেন। কিন্তু সেটা অধিকাংশ শিক্ষকই পারেন না। কারন তারাও মুখস্থ করেই পরীক্ষায় পাশ করেছেন। বিবেকানন্দের একটি বাক্য আমার শিক্ষা জীবন বদলে দিয়েছিল। “No one can teach anybody anything. The teacher is only a guide. The man has to work out his own salvation” আমিও ভেবে দেখেছিলাম- কেউ কাউকে শেখাতে পারে না। শেখানোটা সহজ করতে পারে। কিন্তু শিখতে হয় নিজেকেই। মাষ্টার মশাই শেখাবেন এই ভরসায় কোনদিন থাকি নি। চিরকাল নিজে পড়েই শিখেছি। যারা জীবনে প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠিত, সবাই ১০০% নিজের চেষ্টায় শিখেছেন। কেউ শেখায় না। সবই নিজেকে শিখে নিতে হয়। মাস্টার মশাই শেখাটা সহজ করে দিতে পারেন। এর বেশী কিছু না।

আমরা যখন ছোটছিলাম তখন গুগুল, ইউটিউব, উইকি-এসব ছিল না। বই ছিল শেখার একমাত্র রাস্তা। এখন ইউটিউবে যেসব শেখার ভিডিও পাওয়া যায়, যেকোন সাবজেক্টে- তার থেকে কোন মাস্টারমশাই ভাল শেখাবেন? সেটা সম্ভবই না। কারন ভিডিওতে সুন্দর গ্রাফিক্স থাকে বোঝানোর জন্য। একটা ভিডিও সুন্দর ভাবে স্ক্রিপ্ট, প্ল্যানিং করে তোলা হয়, এডিটিং করা হয়। তারপরে একই সাবজেক্টে ইউটিউবে ১০ টা ভিডিও পাবেন। ১০ টা ভিডিও ঘাঁটলে শেখা আরো সহজ হয়।

আমি একটা গল্প বলি। আমার ছেলে ক্লাস ১২ এ উঠছে এই বছর। আমেরিকাতে আমাদের স্কুল ডিস্ট্রিক্ট হাওয়ার্ড কাউন্টি, যা হামেশাই দেশের সেরা স্কুল বোর্ডের মধ্যে থাকে। ও যখন প্রাইমারী এবং মিডল স্কুলে ছিল, শিক্ষকতার মান ছিল বেশ উঁচু। কিন্তু যেই হাইস্কুলে উঠল, তবে থেকে দেখছি, হাইস্কুলের অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রির মাস্টার মশাইদের হাল বেহত খারাপ। ম্যাথ টিচারের বিরুদ্ধে শুধু আমি না, প্রচুর অভিভাবক নালিশ করতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের স্কুলে আমাদের সময় অন্তত এর থেকে ভাল অঙ্কের শিক্ষক ছিল। আমার ছেলে মাঝে মাঝে অঙ্ক বা ফিজিক্সের কিছু শিখতে আসে। বলে টিচার কিছুই শেখাতে পারছে না। সে ক্লাসে কিছুই বুঝতে পারে নি। আমি বলি না, আমি শেখাবো না। ইউটিউবে অনেক ভাল রিসোর্স আছে। সেখানে দশটা ভিডিও আগে দেখ। সেখান থেকে শেখ। শিখে স্কুলের এসাইনমেন্ট কর। হ্যাঁ, সেখানে অঙ্ক না পারলে, আমি সাহায্য করতে পারি। কিন্তু আগে ইউটিউব থেকে, উইকি থেকে

শিখে এস। নিজে শেখার চেষ্টা কর। তারপরে আমি আছি। আস্তে আস্তে দেখলাম, ও ইন্টারনেট ইউটিউব থেকেই বেশী শিখছে। এখন আর শিক্ষক খাজা, এই অযুহাত দেয় না। ইউটিউব থেকেই শিখে নিচ্ছে। ইনফ্যাক্ট ওর আর আমার কাছেও বেশী আসার প্রয়োজন হয় না। আগে ইউটিউব গুগুল থেকে নিজে শেখার চেষ্টা করে।

পয়েন্ট টু নোট-

- এক, পশ্চিম বাংলার সব গ্রামেও এখন ইউটিউব, গুগুল আছে। শিক্ষার দুনিয়া এখন ফ্ল্যাট। আমেরিকার সব থেকে ভাল স্কুলবোর্ড, ভারতের আই এস সি, সি বি এস সি- যেকোন বোর্ড- বাংলা ইংরেজি যে মিডিয়ামই হোক না কেন, শিখতে হবে সেই ইউটিউব, উইকি থেকেই। কারন ইউটিউব টিচিং রিসোর্স- যেকোন শিক্ষকের শেখানোর থেকে অনেক বেশী কার্যকরী।
- দুই, যেকোন স্কুল, যেকোন বোর্ডের থেকে, যেকোন শিক্ষক শিক্ষিকার থেকে ইউটিউবে বেটার শিখবে। কিন্তু কেন? মনে রাখবেন এই সব শিক্ষক শিক্ষিকারাও মুখস্থ করেই শিখেছেন। কেউ প্রায় সাবজেক্ট ম্যাটার গভীরে বোঝেন না। তারাও সেই ফর্মুলা বেসড মুখস্থ করেই শেখাচ্ছেন। তাদের কাছে শিখলে ইনফ্যাক্ট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আমি নিজে ১০ বছর আই আই টি, জেইই এর জন্য ম্যাথ ফিজিক্স পড়াতাম। সুতরাং ছেলেকে ম্যাথ ফিজিক্স পড়াতে খুব ইচ্ছা হয়। কিন্তু ইউটিউবে এত ভাল ম্যাথ ফিজিক্স শেখার ভিডিও আছে, আমি নিশ্চিত আমার ছেলেকে আমি যা শেখাব- তার থেকে ও ইউটিউব থেকে শিখলে বেশী উপকৃত হবে। শিক্ষকরা প্লিজ অফেন্ডেড হবেন না। মানুষ যন্ত্রের কাছে একদিন হেরে যাবেই। কোটার কোটি টাকার শিক্ষকদের থেকেও ইউটিউবে শেখা অনেক বেশী এফিশিয়েন্ট। বিশেষত স্কুলের সায়েন্স এবং বেসিক সাবজেক্ট গুলো।
- তিন নাম্বার পয়েন্টটা আরো গুরুত্বপূর্ন। বর্তমানে যেকোন চাকরিতে, একজনকে সারাজীবন নতুন প্রযুক্তি শিখে যেতেই হবে। তখন মাস্টার মশাই, বাবা, স্কুল কোথায় পাবে? একটা বাগ বেড়োলে বা নতুন সফটওয়্যার আসলে, সেই কমিউনিটি ফোরামে শিখেই তাকে চালাতে হবে। তখন মাস্টারমশাই কোথায়? সুতরাং সময় পালটে গেছে। এটা সেলফ লার্নিং এর যুগ। একদম স্কুল লেভেল থেকেই সেলফ লার্নিং এর ওপর জোর না দিলে ছেলেমেয়ে পিছিয়ে যাবে।

এই যে ১,২,৩ পয়েন্ট গুলো লিখলাম এর সাথে বাংলা মিডিয়াম বনাম ইংরেজি মিডিয়াম, কোন বোর্ড- কোন কিছুর সম্পর্ক নেই। তবে একটা ব্যপার আছে। সেটা হচ্ছে ইংরেজিতে শেখার দক্ষতা। কারন বাংলায় শেখার রিসোর্স ভাল নেই। ইউটিউবের সব ভাল রিসোর্স ইংরেজিতে। বাংলা হিন্দিতে কিছু কিছু রিসোর্স আছে, কিন্তু মান ভাল না। তবে তা হয়ত স্কুলের থেকে বেটার। কিন্তু এই ইউটিউবের যুগে যেখানে

ইংরেজি শেখার এত ভাল রিসোর্স- ইংরেজি শোনা এবং লেখার এত স্কোপ- সেখানে নিজে নিজে ইংরেজি শিখতে কি অসুবিধা?

তাছাড়া আই এস সি বা সিবিএসই বোর্ডে গেলেই আপনার ছেলেমেয়েরা ভাল ইংরেজি শিখবে- সেটাও ভ্রান্ত ধারনা। রেসেন্টলি আমি মার্কেটিং সেলস-এর কাজে বেশ কিছু ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেখেছি । যারা সবাই ওই আই এস সি, সিবিএসসি বোর্ড়ের, ওদের ইংরেজি খুব দুর্বল। এর মধ্যে তিনজনের আবার ইংরেজিতে এম এ। ওই ইংরেজি শেখার থেকে না শেখা ভাল। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের ১০ হাজার টাকা মাইনে দিলে ছাত্রছাত্রীদের হাল এর থেকে বেশী ভাল কি হবে? আই সি এস সি, সি বি এস ই প্রাইভেট স্কুলগুলোতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রচন্ড কম মাইনে দিয়ে শোষন করা হয়। বুঝতেই পারছেন- কারা সেখানে শিক্ষকতা করতে বাধ্য হয়। [প্লিজ আমি সেই সব শোষিত শিক্ষক শিক্ষিকাদের ছোট করতে চাইছি না। কিন্তু ওই দশ হাজার টাকায়, কারা ওই জবে থাকতে বাধ্য হয়, সেই প্রশ্ন উঠবেই]

আর এখন চ্যাট জিপিটির যুগ। দুর্বল ইংরেজিতে লিখলেও অসুবিধা নেই। আগে নিজের দুর্বল ইংরেজি লিখুন, তারপর সেটা নিয়ে- চ্যাট জিপিটিকে দিয়ে বলুন ভাল ইংরেজিতে লিখে দিতে। দারুন ইংরেজিতে লিখে দেবে- অত ভাল ইংরেজি ভারতের কোন বোর্ডের সেরা ছাত্ররাও লিখতে পারবে না। সুতরাং ইংরেজিতে দুর্বলতা আপনাকে পিছিয়ে দেবে না।

স্টিম ইঞ্জিন আসার আগে কারখানার সব কাজ ছেলেরা করত। কারন পেশী শক্তি। স্টিম ইঞ্জিন আবিস্কারের পর দেখা গেল মেয়েরাই টেক্সটাইল কারখানার কাজ ভাল করছে। কারন পেশী শক্তির আর দরকার নেই, দরকার স্কিল। তাতে আবার মেয়েরা এগিয়ে।

লার্জ লাঙ্গোয়েজ মডেল এ আই, চ্যাট জিপিটি যার শুরু- এটা ধরুন ওই স্টিম ইঞ্জিনের মতন। যারা ভাল ইংরেজি জানত, তাদের আর কোন এডভ্যান্টেজ নেই। এখন সুবিধা তারাই পাবে- যারা ভাবুক-যারা চিন্তা করতে পারে- যারা আবিস্কার করতে পারে। অর্থাৎ যারা বিজ্ঞান গনিত দর্শন পরিস্কার বুঝতে পেরেছে, মুখস্থ করে নি। তবে হ্যাঁ ইংরেজি ভাল শিখতে হবে। কারন ইউটিউবের সব ভাল ভিডিওই ইংরেজিতে। দেশী ইংরেজি হিন্দি স্কুল ভিডিও গুলো বেশ খাজা। দেখে লাভ নেই।

আরেকটা ছোট পর্যবেক্ষন দিয়ে এই লেখাটা শেষ করি। গত দুবছর থেকে দেখছি কলকাতায় ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরি গুলির বেশ বড় অংশ পাচ্ছে বিহারের ছেলেমেয়েরা। ক্রাকিং আই টি জব বলে একটা সংস্থা আছে যা, কলকাতায় ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের চাকরির জন্য কোডিং শেখায় এবং-ইন্টারভিউ পেতে সাহায্য করে। বাংলার অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেই ক্রাকিং টিম স্ক্রিনিং টেস্ট নিয়ে থাকে। আমি দেখেছি সেখানে, বিহারের ছেলেমেয়েরা বেশ ভাল করছে। এদের ইংরেজি দুর্বল। বিহারে হিন্দি মিডিয়ামে পড়েছে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢুকে শিক্ষক কি পড়াচ্ছেন, সিলেবাস, গ্রেড এসব নিয়ে এরা মাথায় ঘামায় না। অনেকেই গরীব কৃষক সন্তান। ফার্স্ট ইয়ার থেকেই এরা আপ ওয়ার্ক-যেখানে সফটওয়্যার ফ্রি ল্যান্সিং এর

সুযোগ আছে- সেখানে সফটওয়্যারের ছোটখাট কাজ করে, করে শেখে। তাতে কিছু টাকা পায়। আবার হাতে কলমে কাজ শেখার সুযোগ পায় । এরা বাঙালী ছেলেমেয়েদের গুলো থেকে অনেক এগিয়ে। কারন বাঙালী ছেলেমেয়েরা সেই টিচার, গ্রেড এসব নিয়েই পড়ে আছে। কে এদের বলবে বিটেকে ১০০% পেলেও কেউ চাকরি দেয় না?

সুতরাং আমি জীবন এবং জীবিকার ১-১০ পর্বে যা লিখেছি- সেই এটিচুড, নিজের ইচ্ছাটাই আসল। বাংলা মিডিয়াম, মাধ্যমিক এসব গৌন। অপপ্রচারে কান দেবেন না। এই চ্যাটজিপিটি এবং ইউটিউবের যুগে বাংলা না ইংরেজি মিডিয়াম, প্রেসি না তাম্রলিপ্ত কলেজ এসব আলোচনা ফালতু। কারন শেখার সুযোগ সবার সামনেই সমান। পিছিয়ে পড়লে নিজেকে দোষ দিন। বাংলা মিডিয়ামকে না।

পরের পর্বে লিখবো মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে। তারপর লিডারশিপ স্কিল নিয়ে। আগামী পর্বগুলো পাবার জন্য প্রোফাইলের ফলো বাটনে ক্লিক করে রাখুন। আর আগের পর্বগুলো সব টাইম লাইনে সাজানো আছে- স্ক্রল করুন।

বিদ্র-১ কোন শিক্ষক/শিক্ষিকাকে ছোট করার জন্য এই পোষ্ট না। আমি জানি এই লেখা অনেক শিক্ষকেরা পড়বেন। তাদের অনেকেই হয়ত ভাবছেন আমি শিক্ষক শিক্ষিকাদের অপমান করছি। একদম ঠিক না। দেখুন আমার বাবা-মা দুজনেই শিক্ষক। আমি যদিও কর্পরেট এবং ব্যবসার লোক- বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম শিক্ষকতা করি। সুতরাং শিক্ষকের ছেলে এবং নিজে শিক্ষক হয়ে শিক্ষকদের অপমান করার প্রশ্নই ওঠে না। আমি শুধু সত্যটাই বলতে চাইছি, যা বিবেকানন্দ অনেকদিন আগে বলে গেছেন। যে একজন শিক্ষক শুধুই পথপদর্শক হতে পারে। কিন্তু শিখতে হবে ছাত্রটিকে নিজেকেই, তার নিজের চেষ্টায়। শিক্ষক তার কাজটা সহজ করে দিতে পারেন। নিখুত করে দিতে পারেন। কিন্তু শেখার কাজটা ছাত্রকেই করতে হবে। আর যদি কোন ছাত্রছাত্রী এই মনোভাব নিয়ে বসে থাকে, শিক্ষক মশাই শেখালে তবে শিখব, তার ভবিষ্যত শুন্য।

এগুলো আমার নিজের অভিজ্ঞতা। আমি আই আই টি, জেই ই এর জন্য দীর্ঘ দশ বছর ম্যাথ, ফিজিক্স পড়াতাম। সব সময় চেষ্টা থাকত কিভাবে ছাত্রছাত্রীটি নিজে নিজে শিখতে পারবে। এখনো সেই মনোভাবই রাখি। সেলফ লার্নিং। কারন বর্তমান যুগে সেটা ছাড়া একজন ছাত্রছাত্রীর কোন ভবিষ্যত নেই। সুতরাং আশা করি আমার লেখাটি পড়ে ভুল বুঝবেন না। আমার লেখাপত্র এই জন্যেই যে সমাজে যে রাশি রাশি ভুলের জন্য ছাত্রছাত্রীদের জীবন, ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে- তা যদি কিছুটা হলেও বন্ধ করতে পারি।

বিদ্র-২ শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। আমি টেকনোলজির ব্যপারি। ভারতে আমাদের গবেষনাগার আছে। সেখানে আনেক পি এইচ ডি, মাস্টার ডিগ্রি করা ছেলেমেয়েরা আছে। সব টপ স্কুলের, সবার ভাল রেজাল্ট। আমেরিকাতেও আমি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সেন্টারের ফ্যাকাল্টি। দুটো দেশেই ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের গাইড করতে হয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকে লিখছি, ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা বড় সমস্যা- এরা কিছুতেই ভুল

থেকে শিখতে চাইবে না। ভুল হলে বা রেজাল্ট ঠিক ঠাক না পেলে- সেটা একদম বাচ্চাদের মতন চেপে দেওয়ার চেষ্টা করে। যেন বাবা মারবে। মাস্টার মশাই শুন্য দেবে। অথচ সেই ভুলের মধ্যেই বিরাট এক সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল হয় তো। সুতরাং শিক্ষকরা যেভাবে পড়াচ্ছেন, শেখাচ্ছেন, যা যুগোপযোগী না। রেজাল্ট হয়ত ভাল করবে। কিন্তু তার কি মূল্য বাজারে?

[আগামী পর্বগুলি পেতে,প্রোফাইলের ফলো বাটনে ক্লিক করুন প্লিজ-নইলে মিস করে যাবেন]

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১২

অঙ্কে কাঁচা-তাই সায়েন্স নিয়ে পড়ব না? গণিতে দুর্বল হলে ক্যারিয়ার চয়েস কি কি?

[জীবন এবং জীবিকা সিরিজের লেখাগুলো আবার শেয়ার করছি-যেহেতু, বর্তমান লেখাগুলির পাঠক পুরাতন পর্বগুলো খুঁজছেন, এগুলি আবার টাইম লাইনে শেয়ার করলাম। আগামী পর্বগুলো পেতে-প্রোফাইল ফলো ক্লিক করুন।]

বিপ্লব পাল, ২১ শে মে, ২০২৩

অনেকেই আমাকে ইনবক্সে মেসেজ রেখেছেন। আপনাদের সন্তানদের ক্যারিয়ার চয়েসে সাহায্য চাইছেন। সবাইকে ধন্যবাদ। কিন্তু এইসব মেসেজ পড়েই বুঝলাম (কমেন্টেও এই ধরনের মেসেজ প্রচুর পড়ছি)- আসলে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি হচ্ছে, কারন অধিকাংশ অভিভাবক অনেক ভুল ধারনা নিয়ে চলেন এবং সেটাই তার সন্তানদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে, তাদের ক্যারিয়ারের বারোটা বাজাচ্ছেন। আমি এই পর্বে শুধু, একটা ভুল ধারনা ভাঙার চেষ্টা করব– এরপরের পর্বগুলিতে আরো অনেক অনেক এই ধরনের ক্ষতিকর ধারনাগুলি নিয়ে লিখব (আর আমার অনুরোধ, আপনারা আমার আগের ১১ টা পর্ব পড়ুন, তারপর মন্তব্য বা ইনবক্স করবেন। সব লেখা আমার টাইম লাইনেই আছে একেক করে। আর আগামী লেখাগুলো পেতে, প্রফাইলে গিয়ে ফলোতে ক্লিক করুন।)

#১ আমার ছেলেটা/মেয়েটা অঙ্কে কাঁচা-ওকে সেই জন্যে ইংরেজি অনার্স নিতে বল্লাম বা হিউম্যানিটি সাবজেক্টে বা যেখানে অঙ্ক লাগবেনা এমন সাবজেক্টে দিলাম- [ইনফ্যাক্ট, কালকে আমি প্রায় ৫ টা এই মেসেজ পেয়েছি। তাই ভাবলাম, আগে এই ভুল টা ভাঙানোর চেষ্টা করি]

রাজা রামমোহন রায়ের আমলে সতীদাহের অগ্নিকুন্ডে প্রতি বছর প্রায় তিন হাজার নারী হত্যা হত। আর মেয়েরা অঙ্কে কাঁচা, এই ধারনার ফাঁদে পরে প্রতি বছর বাংলায় অন্তত কয়েক লাখ মেয়ের ক্যারিয়ারের দফারফা হচ্ছে। কার্সি- তাদের বাবা-মা, তাদের পন্ডিত, শিক্ষক, সমাজ।

প্রথমত, কেউ অঙ্কে কাঁচা, এটাই প্রচন্ড ভুল ধারনা। অঙ্ক সব সাবজেক্টের মধ্যে সহজতম। যদি এটি কারুর কঠিন লাগে, তার মানে তার অঙ্কের শিক্ষক ভাল না। তাকে কেউ ঠিকভাবে শেখায় নি। আগেই বলেছি, ইউটিউবে অঙ্কের খুব ভাল টিউটিটোরিয়াল আছে। সেখান থেকে ঠিক ভাবে শিখতে বলুন।

দ্বিতীয়ত আরো গুরুত্বপূর্ন- অঙ্ক মানে একটা "প্রবলেম" । অঙ্কের সমাধান মানে, সেই প্রবলেম বুঝে ধাপে ধাপে ভেঙে সমাধান করা। আপনি অঙ্কই করুন, আর আইন নিয়েই পড়ুন, অঙ্ক এড়াতে বায়োলজি পড়ুন। এই প্রবলেম এবং সল্যুউশন– এই যে ধাপে ভাঙা পদ্ধতি, এটা না শিখলে তো ক্যারিয়ারে পিছিয়ে যাবে। কারন পেশাগত জীবনে, শিক্ষকতার চাকরি বাদ দিলে, সর্বত্রই তা সমাধান নির্ভর। সুতরাং অঙ্কে দুর্বলতা থাকলে, তাকে নতুন ভাবে শেখান। অঙ্কে দুর্বল হলে ৯৫% ভাল ক্যারিয়ার চয়েস নষ্ট হবে।

আমি হিউম্যানিটি সাবজেক্ট পড়ার বিরোধী নই। কিন্তু সেখানে জীবিকার স্কোপ সীমিত। খুব মেধাবী না হলে দর্শন বা ইতিহাস নিয়ে পড়া উচিত না। আর ইংরেজিতে এম এ করে, ক্যারিয়ার চয়েস বেশী নেই। মাস মিডিয়া, কনটেন্ট রাইটিং, ইংরেজি টিচিং- এই সব ফিল্ডেই চাকরি আছে। কিন্তু মাইনে খুব কম। ওঠার স্কোপ ও কম।

যাইহোক, ২০১৬ সালে এই অঙ্কে কাঁচা ভুল ধারনা কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি করে, সেই নিয়ে একটা লেখা লিখেছিলাম। আবার পোষ্ট করছি—

"শিশু এবং কিশোর মনের সর্বাধিক সাংঘাতিক যে ক্ষতিটি সমাজ এবং শিক্ষকরা করে থাকেন- সেটি হচ্ছে বাচ্চাদের মনে একটা ধারনা ঢুকিয়ে দেওয়া, এর দ্বারা অঙ্ক হবে না। অঙ্ক করার মাথা নেই। পড়াশোনাতে ভাল না। ঐ ছেলেটা পড়াশোনাতে ভাল। মোদ্দা কথা সমাজ এবং শিক্ষকদের কাছে কোন ছাত্র মেধাবী, কোন ছাত্র মেধাবী না। ছোটবেলা থেকে আমি এমনটাই দেখে আসছি। মেধাবী ছাত্রর ধারনা সম্পূর্নই অবৈজ্ঞানিক। কেউ ভাল বা কেউ খারাপ ব্রেইন নিয়ে জন্মায় না।

গত কুড়ি বছরে প্রচুর গবেষনা হয়েছে এই নিয়ে- যত এম আর আই স্টাডি হয়েছে বাচ্চাদের মাথা নিয়ে- তাতে কোথাও কেউ প্রমান করতে পারে নি, মেধাবী ছাত্রদের মাথা আলাদা।

তাহলে দুজন ছাত্রের পার্ফম্যান্স আলাদা কেন হয়? কেউ অঙ্ক সহজে করে ফেলছে, কেউ পারছে না। কেন এমন হয়? ব্রেইন সবার সমান হলেও, ব্রেনের খুব ক্ষুদ্র অংশই আমরা কাজে লাগাচ্ছি। অঙ্ক বা চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়াতে গেলে, আরো বেশী করে আমাদের নিউরনগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। নিউরোসায়েন্টিস্টরা যেটা দেখেছেন ব্রেনের ম্যাগনেটিক রেজোনান্স স্টাডি থেকে, মানুষ যখন ভুল করে, সেই ভুল থেকে যে শিক্ষা পায়, সেটা সব থেকে সলিড। ইনফ্যাক্ট, এক ছাত্র যখন বোঝে এটা ভুল করছি, সেটা সব থেকে বেশী ব্রেইন সেলকে সচল করে। অথচ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা এমন, একজন শিশু ভুল করলে তাকে ধমকানো হয়। তাকে বলা হয় তার দ্বারা অঙ্ক হবে না। এর ফলে সে আরো সহজ অঙ্ক করতে যায় যাতে ভুল না হয়- এবং আস্তে আস্তে সে সেই সাবজেক্টে পিছিয়ে পড়ে। অথচ এপ্রোচটা হওয়া উচিত ছিল উলটো। তাকে আরো কঠিন সমস্যা দাও। আরো ভুল করতে দাও। ভুলের মাধ্যমে শিখতে দাও। অর্থাৎ একটা সহজ অঙ্ক ঠিক করে যতটা শেখা যায়, তার থেকে বহুগুন শেখা সম্ভব একটা কঠিন অঙ্ক ভুল করে । অথচ ছোটবেলা থেকেই আমরা একজন শিশুকে অঙ্ক বা বানান ভুল করার জন্য অপরাধী

বানাচ্ছি। ফলে সে ভয়ের চোটে আরও সহজ অঙ্ক করতে চাইবে-বা আরো সহজ বাক্য লিখতে চাইবে। শব্দ বা নাম্বার কোনটা নিয়েই সাহস করে নতুন কিছু করার চেষ্টা করবে না। এখানেই তার শিক্ষার সব থেকে বেশী ক্ষতি করা হচ্ছে।

মুশকিল হচ্ছে শিশুশিক্ষা নিয়ে যেসব আধুনিক মেডিক্যাল পরীক্ষানিরীক্ষা হচ্ছে, তার কোনকিছুই শিক্ষাক্ষেত্রে আপ্লাই করার কোন স্কোপ নেই। ভারতের কথা ছেড়ে দিলাম, আমেরিকাতেও নেই। নিদেন পক্ষে শিক্ষক এবং সমাজ এইটুকু অন্তত করতে পারেন- ছাত্রদের সাহস দিন ভুল করার জন্য। কঠিন অঙ্ক করার জন্য। বলুন কঠিন অঙ্ক করতে গিয়ে ভুল করাটা ভাল। কিন্তু সাহস যোগান যে তারাও পারে। ছাত্রদের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরুক তারাও পারে। কখনো যেন তারা না ভাবে, তারা মাথা ভাল না- ফলে এসব কঠিন অঙ্ক তার জন্য না। “

এতদিন শিক্ষা নিয়ে এতকিছু ভাবার দরকার হয় নি। কারন ৯৯% চাকরিতে মাথা খাটাতে হত না। কিন্তু দিনকাল বদলাচ্ছে। যেসব চাকরিতে মাথা খাটানোর দরকার নেই- সেসব কম্পিউটার করে দিচ্ছে-সেসব চাকরি আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। ফলে সেই সব চাকরিই টিকবে যেখানে মাথা খাটানোটাই কাজ। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে সেই বার্তা পৌঁছাচ্ছে না।

আপনারা আপনাদের ছেলেমেয়েদের সমস্যা নিয়ে আমাকে লিখতে থাকুন। আমি ছাত্রছাত্রীদের মানসিক সমস্যাগুলো নিয়ে একটা বড় লেখা শীঘ্রই দিচ্ছি। কিন্তু যারা তাদের সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত, সমস্যায় আছেন- তারা আগে এই সিরিজের পর্ব ৮ এবং ৯ পড়ে নিন। তাহলে বাকি পর্বগুলির সুবিধা হবে। এবং হ্যাঁ অবশ্যই কমেন্টে বা ইনবক্সে আমাকে আপনার সন্তানের সমস্যা নিয়ে মেসেজ করতে পারেন। তবে অবশ্যই প্লিজ সিরিজটা ১-১৩ পর্যন্ত পড়ুন। আপনার অনেক প্রশ্নের উত্তর পাবেন। আর আগামী পর্বগুলো পাওয়ার জন্য প্রোফাইলে ফলো ক্লিক করে যান। নইলে, আগামী পর্বগুলো মিস করে যাবেন- সেখানে পড়াশোনা নিয়ে আরো গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে আলোচনা করব।

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১৩

জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে কি ভাল রেজাল্ট করতেই হবে?

এটা রেজাল্টের মরশুম। কারুর ছেলে ৭০% তো কারুর মেয়ে ৯৫%। মাধ্যমিক, আইএসসি, সিবিএসি-সব বোর্ডের রেজাল্ট গত দুই সপ্তাহে আপনারা পেয়ে গেছেন। যাদের ছেলেমেয়েরা ৯০%+ পেয়েছে, তাদের উচ্ছ্বাসিত হবার কারন নেই। আবার যাদের ছেলেমেয়েরা ৬০-৭০% পেয়েছে, তাদের ও মুশড়ে থাকার কারন নেই। স্কুলের এইসব রেজাল্ট জীবিকার ক্ষেত্রে ১০% ও কাজে আসবে না। আর জীবনে সাফল্যের ক্ষেত্রে ১% ও না। নরেন্দ্রপুরে ১-২০ এর মধ্যে র‍্যাঙ্ক করা প্রচুর ছেলেরা পড়তে আসে। পরে প্রায় সবাই হারিয়ে যায়। দেখুন আমি বলছি না রেজাল্টের একদম কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু এখানে দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে চাইছি।

এক, তাহলে যারা বাজে রেজাল্ট করেছে, কম % পেয়েছে, তাদের ভবিষ্যত নেই? নাকি তাদের ভবিষ্যত ভাল রেজাল্ট করা ছাত্রছাত্রীদের থেকে খারাপ? এক্ষেত্রে আমার উত্তর হচ্ছে, যারা কম % পেয়েছে, তারা যদি স্ট্র্যাটেজি নিয়ে ঠিক সাবজেক্ট সিলেক্ট করে, ঠিক ঠাক কোম্পানীতে হাতে কলমে ইন্টার্নশিপ নেয়, তাদের ভবিষ্যত যারা ভাল % পেয়েছে, তাদের থেকেও উজ্জ্বল হতে পারে। এবং এক্সাক্টলি তাই হয়। আমি প্রচুর উদাহরন নিজে দেখছি।

কেন? কারন গত দু বছরে আমেরিকা এবং ভারতের সব থেকে বড় আই টি কোম্পানীগুলি [মাইক্রোসফট, আই বি এম, টিসিএস, ইনফোসিস ইত্যাদি] তাদের জব ইন্টারভিউ বা রিক্রুটমেন্ট পদ্ধতি ওপেন টু অল করে দিয়েছে। বেসিক্যালি, তাদের নিজস্ব পরীক্ষা এবং ইন্টার্নশিপ সিস্টেম আছে। সেই পরীক্ষাতে যারা ক্র্যাক করতে পারবে, তারাই চান্স পাবে। তারা কারুর ডিগ্রি সার্টিফিকেট, মার্কস এসব দেখছেই না। বেসিক্যালি আজকাল আরো কোন কর্পরেট মার্কস, সার্টিফিকেট, ডিগ্রি দেখে না। দেখে, কাজ শিখেছে কি না। ইন্টার্নশিপ আছে কি না [জীবন এবং জীবিকা পর্বের ৬ নাম্বার এবং ২, ৩ নাম্বার লেখাটি প্লিজ দেখে নিন]।

দেখুন, আজ থেকে ৩০-৪০ বছর আগে দুনিয়া আলাদা ছিল। সেটা ছিল সরকারি চাকরির সময়। সেখানে ভাল মার্কস, ভাল রেজাল্ট এসবের দরকার ছিল। সরকারি স্কুলে, সরকারি চাকরিতে ঢুকতে ওসব লাগত। এখন যা অবস্থা সরকার কি করে শিক্ষকদের, সরকারি কর্মচারিদের মাইনে দেবে তাই জানে না। তাও অধিকাংশ স্থলে, সরকারি চাকরি আগের থেকে অর্ধেক হয়ে গেছে। ভোটের মডেল বদলে গেছে। এখন সরকারি চাকরি না, যে সরকার যত ভোটারদের দান খয়রাতি করবে, সে ভোটে জিতবে। ফলে সরকারি চাকরির সংখ্যা তারা বকলমে কমাচ্ছে। এটা গোটা পৃথিবীর ট্রেন্ড। বঙ্গ ব্যতিক্রম নয়। আর সব থেকে বড়

কথা, সরকারি চাকরি মাত্র ১% ছেলেমেয়েদের জীবিকার সংস্থান করে। সেখানে আই টি করে প্রায় ৬%। প্রাইভেট সেক্টর ১৪%।

দুই, যারা ভাল মার্কস পেয়েছে, তাদের ভবিষ্যত কি উজ্জ্বল? ভাল মার্কস কি প্রমান করে তারা মেধাবী? এক্ষেত্রে আমার উত্তর হল, সবাই সমান বুদ্ধি নিয়েই জন্মায়। কিন্তু পরিবেশ, বাবা-মায়ের ভাল মেন্টরিং, গাইডেন্স এসবের ওপর নির্ভর করে ছেলে-মেয়েটির মানসিক বিকাশ কেমন হবে, সেলফ ড্রাইভ কেমন। আমি এই নিয়ে পর্ব-৯ তে লিখেছি। মেধা নিয়ে কেউ জন্মায় না। বাবা-মা-পরিবেশ-চাহিদা, তাদের মেধাবী করে তোলে। কিছু প্রশ্ন মুখস্থ করে এসে পরীক্ষায় বমি করার ক্ষমতাকে মেধা বলে না। বর্তমানে সব কর্পরেটে চাহিদা একটাই-কারা সেলফ লার্নার, কারা দ্রুত নিজেদের ভুল থেকে শেখে, কারা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে সক্ষম। এর সাথে ভারতের কোন শিক্ষা ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নেই। যার জন্য, ভারতে নতুন শিক্ষানীতি আসতে চলেছে, যাতে এই পরিবর্তিত বিশ্বে ভারতীয় শিশুরা ঠিক ঠাক শিক্ষা পায়। কিন্তু ওই যে ১৪% প্রাইভেট সেক্টর যেখানে ছেলেমেয়েটিকে চাকরি পেতে হবে, সেখানে কিন্তু মার্কসের গুরুত্ব নেই। তারা দেখে, সে স্কিল্ড কি না। কাজ ভাল শিখেছে কি না। কতটা ইন্টার্নশিপ করেছে।

আমি আমেরিকা এবং ভারতে -দুটো দেশেই সংস্থা চালাচ্ছি। সেই সূত্রে প্রচুর সিভি প্রতিদিন আসে। আমেরিকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের রিসার্চ সেন্টারে গোটা বিশ্ব থেকে প্রতিসপ্তাহে ২০-৩০ টা রেজুমে আসে- সবাই তাদের দেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পুটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্সে মাস্টার্স ব্যাচেলর করেছে। আমরা কেউ মার্কসের দিকে তাকাই না। দেখি ছেলে বা মেয়েটির রিসার্চ বা ওয়ার্ক এপ্টিচুড কি আছে- হাতে কলমে কাজ করার কি কি অভিজ্ঞতা আছে।

বরং লিডারশিপ স্কিল, অন্যকে সাহায্য করার প্রবনতা, পড়াশোনার একটা সাবজেক্টকে ভালোবাসা, নিজেকে সব সময় ভাল কাজে নিয়োজিত করার জন্য ইচ্ছা, মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতা ইত্যাদি বিষয়গুলো যা নিয়ে অভিভাবকরা একদম সময় দেন না, সেগুলোই জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য সবার আগে দরকার। এসব নিয়েই লিখছি, জীবন এবং জীবিকা সিরিজ। আমার অভিজ্ঞতা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক রিসার্চ যা বলে, তাই লিখছি।

আমাকে অনেকেই ইনবক্স করছেন। যারা চেনেন তারা হোয়াটসআপ করছেন নিজের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করার জন্য। আমি সব সময় বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ক্যারিয়ার, পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা পছন্দ করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে হাতে সময় নেই। ফলে আপনারা যদি আমার ইনবক্সে বা কমেন্টে আপনার প্রশ্নটি লিখে যান, আমার ভাল হয়- জীবন এবং জীবিকার আগামী পর্বগুলোতে তা আলোচনা করব। অনেক ক্ষেত্রেই আপনাদের প্রশ্নের উত্তর জীবন এবং জীবিকার ১ থেকে ১০ পর্বের মধ্যেই আছে। আমার টাইম লাইনে এখন শুধু- এই জীবন এবং জীবিকা সিরিজটাই রেখেছি-যাতে এই সিরিজের সবকটা লেখা একসাথে পান। আপনারা আমার টাইম লাইনে জীবন এবং জীবিকার সিরিজের ১৩ টা লেখাই পাবেন

যেখানে আপনাদের ছেলেমেয়েদের ক্যারিয়ার নিয়ে অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর না পেলে, কমেন্ট বক্স বা ইনবক্সে জিজ্ঞেস করুন। আগামী পর্বে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর সেই উত্তরগুলো পেতে গেলে, প্রোফাইল লাইক বাটনে ক্লিক করে যান, যাতে আগামী পর্বের ফিডগুলো আপনার টাইম লাইনে আসে।

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১৪

সায়েন্স না আর্টস? কর্মাস নিয়ে পড়ে কি অপার্চুনিটি? মেডিক্যাল লাইনে গেলে কি হবে?

বিপ্লব পাল, ২৩ শে মে, ২০২৩

(১)

গত ২ দিনে চিন্তিত অভিভাবকেরা (৮০% ক্ষেত্রে মায়েরা) প্রায় দুহাজারের বেশী কমেন্ট বা ইনবক্স করেছেন। যার উত্তর কিন্তু আমার সিরিজের পর্ব ১-১০ এর মধ্যেই ছিল। কমন প্রশ্ন গুলো-

-ছেলে বা মেয়ে এই স্ট্রিম নিয়ে ঢুকেছে-ফিউচার কি? [পর্ব -১ দেখুন]

- মনে রাখতে পারছে না, ভুলে যাচ্ছে [পর্ব ৮]

- পড়াশোনাতে মন নেই [পর্ব ৯]

- সায়েন্স এবং কোর ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভবিষ্যত [পর্ব ৫]

- আই টি, সফটওয়্যারের ভবিষ্যত (২,৩,৪,৬)

[সব লেখা প্রোফাইলে ক্লিক করলেই ওয়ালে পাবেন]

হিউম্যানিটিস বা আর্টসে কি ভবিষ্যত, কমার্সে কি ভবিষ্যত তা নিয়ে এখনো আলোচনা করি নি। সেটা এই পর্বে করব। মেডিক্যাল লাইন বিশাল। তাই নিয়ে আলোচনা হবে একটা পুরো পর্বে। কর্মাস বা বিজনেস লাইনও সুবিশাল, তাই সেই আলোচনাও হবে আরেক পর্বে। অনেক ক্ষেত্রেই এই সব ফিল্ডে ভবিষ্যত কি তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি যোগ্যব্যক্তি না। সুতরাং আমার চিন্তা এবং লেখায় ভুল হতে পারে। ধরিয়ে দেবেন। আমি শুধু যা দেখছি, যা বুঝছি, সেটাই লিখছি। নিজের অভিজ্ঞতা এবং রিসার্চ ডেটা যা বলছে, তাই নিয়েই লিখব।

যারা আগামী পর্বগুলি পড়তে চান, প্রোফাইল ফলো করুন। কারন নইলে আপনার ফিডে আগামী পর্বগুলি পৌঁছাবে না।

আরেকটি বিশেষ অনুরোধ। আপনারা অনেকেই জানিয়েছেন, আমার এই সিরিজ থেকে নতুন করে ভাবা এবং নতুন করে শুরু করার অনপ্রেরণা পাচ্ছেন। সেটা ভাল। আপনি ভাবছেন নতুন ভাবে, নতুন পৃথিবীর জন্য। কিন্তু আপনার আশেপাশে শিক্ষক, অভিভাবক সমাজ আগের পৃথিবীতেই রয়ে গেছে। কমেন্টেই

বুঝতে পারছেন শিক্ষকরা বদলাবেন না। আপনি যতই আমার লেখায় প্রভাবিত হয়ে আধুনিক চিন্তাভাবনা করুন- আপনাকে, আপনার সন্তানকে কার্যক্ষেত্রে সেই আদি অচল সিস্টেমের মধ্যে দিয়েই চলতে হবে। সেই জন্য আমার অনুরোধ, শুধু আপনি উচ্চচিন্তা করলে হবে না, আপনাকে অন্যদের ও বোঝাতে হবে। আমার লেখাগুলি নিয়ে অন্যদের হোয়াটসাপে পড়ান। ফেসবুকে শেয়ার করুন। পারিবারিক পরিসরে আলোচনা করুন। তর্ক বিতর্ক আলোচনা চলুক। ফেসবুক দেখাচ্ছে আমার ব্লগ গুলি খুব বেশী হলে ২-৩ লাখ লোকে পড়ছে। তা বঙ্গের অভিভাবক এবং ছাত্র সমাজের ১% ও না। আপনারা যারা ভুলগুলো বুঝতে পারছেন, আপনাদের সন্তানদের ভাল চান- তারা এইগুলি নিয়ে আলোচনা করুন। বিতর্ক হোক। কিন্তু লেখাগুলি নিজেদের পরিসরে ছড়িয়ে দিন, যাতে সার্বিক ভাবে চেতনার বিকাশ হয়। তাতে সবার কাজটা সহজ হবে।)

(২)

হিউম্যানিটি নিয়ে পড়াশোনা করলে ভবিষ্যত কি, সেই আলোচনা শুরুর আগে এটা অন্তত জানা যাক- যারা ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান, মেডিক্যাল লাইনে যাচ্ছেন, বা কর্মাস/বিজনেস লাইনে যাচ্ছেন- যে লাইনেই যান- হিউম্যানিটি সাবজেক্ট গুলো কলেজে/ইউনিভার্সিটিতে ইলেক্টিভ হিসাবে নিন। আগে ভারতে সেই সুযোগ ছিল না, আমেরিকাতে ছিল। এখন কিন্তু নতুন শিক্ষা পলিসিতে সেটা আল্যাও করছে। যত বেশী করে সম্ভব হিউম্যানিটি সাবজেক্ট গুলো ইলেক্টিভ রাখুন। অধিকাংশ অভিভাবক মনে করে হিউম্যানিটি সাবজেক্ট নিয়ে কোর্স নেওয়া পয়সা নষ্ট। মারাত্মক ভুল ধারনা। আপনি যে স্ট্রিমেই যান না কেন-বিজ্ঞান/ ইঞ্জিনিয়ারিং/ কর্পরেট/ বিজনেস/ কর্মাস- সেখানে উন্নতি করতে গেলে, সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে গেলে হিউম্যানিটিজের তিনটে স্কিল মাস্ট-

১ কমিউনিকেশন- বিশেষত ইংলিশ লেখা এবং বলা। শুধু পার্ফেক্ট বললেই বা লিখলেই হবে না- বাক্যের গঠন, শব্দের নির্বাচন এমন সুন্দর হতে হবে, যাতে লোকে পড়তে বাধ্য হয়। ভাল ইংরেজি কমিনিউকেশনে জোর দিতেই হবে। তবে হ্যাঁ, তার জন্য ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ে কোন লাভ নেই। ওটা করতে গেলে আবার বলছি, ইউটিউবে ইংরেজির প্রচুর কোর্স আছে- সেগুলো নিজে নিজেই করতে পারেন। ইংরেজি নিউজ চ্যানেল, ইংরেজি লাইফস্টাই চ্যানেল, এগুলো শুনতে থাকুন। যখন ঘুমাতে যাবেন, এই চ্যানেলগুলি গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যান। হাঁটা, চলার সময় শুনুন। ইংরেজি শুনে আগে কানকে তৈরী করুন। কান তৈরী হলে, হাত এবং মুখ ও তৈরী হবে। আপনি ইংরেজি বাংলা সিনেমা সিরিয়াল দেখবেন, আর ইংরেজিতে অভ্যস্থ হবেন- তা হবে না। ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্য-রাজনীতি নিয়ে ইউটিউবে অসংখ্য ভাল ইংরেজি চ্যানেল আছে। বিশেষ করে উইল ডুরান্টের ইতিহাস এবং দর্শনের অডিও সিরিজ আছে। অসম্ভব ভাল ইংরেজি, দ্যা বেস্ট। এগুলি অবসর সময়ে, বিশেষত শোয়ার আগে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যান। কান তৈরী হবে। আজকাল ইংরেজিতে লেখাও সহজ। ভাল

ইংরেজিতে লিখতে চ্যাট জিপিটি বা জিমেলেরা অটো এসিস্টের সাহায্য নিন। এরা আপনার দুর্বল ইংরেজি লিখন, সবল করে দেবে। কি করে? সেসব ভিডিও ইউটিউবেই পেয়ে যাবেন।

#২ ফিলোসফি বা দর্শন- যদি আপনার কলেজে ফিলোসফির একটা কোর্স নেওয়ার সুযোগ থাকে নিয়ে নিন। নইলে ইউটিউবে ফিলোসফির ওপর অসংখ্য সিরিজ আছে- সব থেকে সহজটা হচ্ছে ক্রাশ কোর্স অন ফিলোসফি। কেন দর্শন গুরত্বপূর্ন? স্ট্রাকচার অব থিঙ্কিং। আপনাকে চিন্তা করতে শেখাবে- চিন্তার গঠন শেখাবে। কেন তা গুরুত্বপূর্ন? এই যে অভিভাবক হিসাবে আমাকে প্রশ্ন করছে ছেলে কোন স্ট্রিমে পড়বে, আমার উত্তর হবে আমি জানি না। কারন আপনি কি চাইছেন সেটাই আমি জানি না। আপনি কি চান ছেলে প্রচুর টাকা রোজগার করুক? নাকি শান্তির জীবন পাক? না কি সুস্থ থাকুক? নাকি আপনাকে শেষ বয়সে দেখুক? না কি সব কিছু একসাথে চাইছেন? এই যে আমাদের চাওয়া পাওয়া গুলো- তা প্রেমই হোক বা পড়াশোনা বা জীবিকা- এগুলো অধিকাংশ লোকের কাছেই পরিস্কার না। আর এটা পেশাদারি ক্ষেত্রে আরো প্রভাব ফেলে। অধিকাংশ কর্মীই দেখেছি পরিস্কার চিন্তা করতে পারে না। কারন দর্শনে ট্রেনিং নেই। ফলে তারা উপরে উঠতে পারে না।

#৩ সাইকোলজি- মানুষের মনকে জানা। কেন পড়বেন? কেন না আপনার, আপনার ছেলেমেয়ের উন্নতি নির্ভর করছে, তাকে তার পিয়ারস-অর্থাৎ তার বস, তার কাস্টমার/ছাত্র, কলীগ এরা কতটা ভালোবাসে- কতটা লিডার হিসাবে মেনে নেয়, তার ওপর । এটা তারাই সফল ভাবে পারে, যারা অন্যদের বুঝতে পারে। এই ব্যাপারে মেয়েদের বিশাল জন্মগত এডভ্যান্টেজ। এইজন্যে মেয়েরা ম্যানেজার হিসাবে বেশী সফল। কিন্তু আমরা মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে আসতে দিতেই চাই না। দিলেও ওই হিউম্যানিটি সাবজেক্ট পড়িয়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইহা মেয়েদের ট্যালেন্টের সম্পূর্ন অপচয়। মেয়েদের কর্মাস/বিজনেস, সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ান। তারা ম্যানেজমেন্টে ছেলেদের থেকে আরো ভাল করার ক্ষমতা রাখে। কারন মেয়েদের তিনটে স্কিল ছেলেদের থেকে ভাল (ব্রেনের গঠনের জন্য)- যার সবকটাই ম্যানেজমেন্টে লাগে-

- অন্যদের মন বোঝার ক্ষমতা
- মাল্টিটাস্কিং-অর্থাৎ একসাথে অনেকগুলি কাজ করার দক্ষতা
- কমিউনিকেশন স্কিল বা যোগাযোগের দক্ষতা, প্রেজেন্টেশনের দক্ষতা

অন্যদিকে ম্যানেজমেন্টে মেয়েদের অসুবিধা হয়- অবজেক্টিভ চিন্তা বা খুব পরিস্কার করে চাওয়ার ক্ষেত্রে। সেগুলি কিন্তু কোর্স নিয়ে কাটিয়ে ওঠা যায়- কারন সব কিছুই ফ্রেমওয়ার্কে বা সিস্টেমে ফেলে এই দুর্বলতা কাটানো যায়। কিন্তু এর বদলে যেটা বাঙালী সমাজে প্রবাহমান- মেয়ে অঙ্কে কাঁচা তাই ইংরেজি অর্নাসে দিয়ে দিলাম। যার বিরুদ্ধে আমি পর্ব- ১২তে লিখেছি। ইংরেজি অর্নাস নিয়ে পড়লে ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল না। আমি এই অপ্রিয় সত্য কথাটা না লিখলে, মেয়েদের জন্মগত প্রতিভার অপচয় চলতেই থাকবে।

যেখানে একজন মেয়ে মাসে ২ থেকে ৩ লাখ টাকা রোজগার করতে পারত ম্যানেজমেন্টে সেখানে সে কনটেন্ট রাইটার বা প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা হিসাবে ১০-২০ হাজার রোজগার করতে হিমসিম খাবে। সরকারি স্কুলের চাকরি এখন বিশ বাঁও জলে। হাইকোর্ট বনাম সুপ্রীম কোর্টের পিংপং খেলা কখন বন্ধ হবে কেউ জানে না। তার ওপর নিশ্চয় ভবিষ্যত ছাড়বেন না। ইংরেজি অর্নাস বা এম এ নিয়ে পড়ে মোটামুটি এই সব সেক্টরে এমপ্লয়মেন্ট আছে-

শিক্ষকতার চাকরি- সরকারি হলে ভাল। না হলে বেসরকারি স্কুল মাইনে খুব কম। কোন মানে হয় না সেই ক্যারিয়ারে যাওয়ার।

কনটেন্ট রাইটিং। এস ই ও বা ওয়েবসাইটের জন্য এই ফিল্ডে চাহিদা বাড়ছিল- কিন্তু চ্যাট জিপিটি আসার পর, এখন সবাই চ্যাট জিপিটিকে দিয়েই লেখাচ্ছে। স্কোপ কমে গেছে। মাইনে আগে থেকেই কম ছিল।

আই এ এস বা অন্য সরকারি চাকরি। তার জন্য ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে লাভ কি?

আইন বা ল। এখানে যারা সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আসবে, তাদের সুবিধা আছে। ক্রিমিনাল বা আই পি আইনের ক্ষেত্রে। সুতরাং এক্ষেত্রেও ইংরেজি অনার্স সুবিধা দেবে তা না। তবে অন্য ফিল্ডে যাওয়ার থেকে ইংরেজি থেকে ল তে যাওয়া ভাল। কারন এখানে এটলিস্ট ঠিক ঠাক উপায় করার স্কোপ আছে।

মাস কমিউনিকেশন বা জার্নালিজম। একদম যাবেন না। চাকরির নিশ্চয়তা নেই। টিভি চ্যানেল আজ চলে, কাল বন্ধ। মাইনে খুব খারাপ এবং অনিশ্চিত। কয়েকজন হাইপেইড জার্নালিস্ট আছেন। তারা ব্যতিক্রম। নিয়ম না। ওর থেকে আইন নিয়ে পড়া ভাল।

মার্কেটিং কমিউনিকেশন। ব্রান্ডিং। এখানে মাইনে বেশ ভাল। ওঠার সুযোগ বেশী। কিন্তু এখানে ইংরেজি পড়ার এডভ্যান্টেজ নেই। যারা গল্প লেখে, বা ক্রিয়েটিভ, এডভ্যান্টেজ তাদের।

বিদেশে গবেষনার সুযোগ আছে। কিন্তু খুব কম ফেলোশিপ। তারপরে বিদেশে চাকরি প্রায় অসম্ভব। যেখানে আমেরিকাতে ইংরেজি নিয়ে পড়ে এত বেকার, তারা নিশ্চয় ভারতে ইংরেজি নিয়ে পড়া গ্রাজুয়েটকে চাকরি দেবে না।

এই হচ্ছে মোটামুটি ইংরেজি অনার্সের গল্প।

যাইহোক আমার জীবন এবং জীবিকা সিরিজের সব কটা পর্ব পড়ে, তবেই প্রশ্ন করুন (সব পর্ব আমার প্রোফাইলেই আছে) । সেটা কেউ করছে না। মানে দেখছি অভিভাবকরাও সেই শর্টকাটে বিশ্বাসী। তারা নিজেরাই শিখতে চাইছেন না তো তাদের সন্তান কেন শিখতে চাইবে?

জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১৫

উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট- এবার কোন স্ট্রিমে? কোন কলেজে?

বিপ্লব পাল, ২৪শে মে

আমি জানি এই দুদিন অভিভাবকরা তৎপর ফর্ম ফিলাপ করতে। ফর্ম তুলতে। তারপর প্রশ্ন আসবে কোথায় কোন স্ট্রিমে কোন কলেজে পড়ব। এই পর্বে নতুন কিছু লিখছি না। শুধু পর্ব ১-১৪ তে আপনাদের সেসব প্রশ্ন পেয়েছি, তার সামারী দিচ্ছি।

#১ পিউর সায়েন্সে কি ফিউচার? পর্ব- ৫ পড়ুন। যদিও আমি এর পরে ফিজিক্স, ম্যাথ, স্ট্যাট, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, জিও সায়েন্সের ক্যারিয়ার নিয়ে প্রতিটা পর্বে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করব। প্রোফাইল ফলো করতে থাকুন।

২ কম্পিউটার, সফটওয়্যার নিয়ে পড়েত ইচ্ছুক- পর্ব ২,৩,৪,৬

৩ কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হলে ভাল হয়? - পর্ব ২,৩,৪,৬

আমার উত্তর- কোন কলেজের মানই ভাল না। কলেজে যা পড়ানো হয় তা দিয়ে ক্যারিয়ার তৈরী হবে না। গুগুলের স্টান্ডার্ড কোডিং টেস্ট বা জ্যাম পাশ করার ক্ষমতা এইসব কলেজের ১% ছাত্রছাত্রীদের ও নেই। এগুলি আমি দেখেছি এবং আমার কাছে রেজাল্টের ডেটাও আছে। কোম্পানীতে ইন্টার্নশিপই আসল। পর্ব ৬ তে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

৪ ইংরেজি অনার্স, হিউম্যানিটির ছাত্রছাত্রীদের কি স্কোপ আছে? পর্ব ১৪ পড়ুন।

#৫ কমার্সের ছাত্রছাত্রীদের স্কোপ কি? এটা নিয়ে এখনো লিখি নি। পরে এক পর্বে ডিটেলেস এ লিখব। কর্মাস থেকে ফিনটেক, একাউন্টিং, লিগ্যাল অনেক কিছুতেই যাওয়া যায়। ব্যবসা বাড়তেই থাকবে, ফলে এদের চাহিদাও বাড়বে। কিন্তু সমস্যা এই যে ছোট ছোট ব্যবসা আজকাল সাস সিস্টেমে হচ্ছে। শুধু বড় ব্যবসার ক্ষেত্রেই পেশাদার একাউন্টান্ট লাগে, আর ট্যাক্স ফাইল করতে লাগে। ইম্পোর্ট এক্সপোর্টে লাগে। অনেকেই এম বি এ তে যেতে পারে। তাতে অবশ্য লাভ নেই। ওর থেকে একাউন্টিং, বিজনেস, কোম্পানীর ল এক্সপার্ট হওয়া ভাল পেশা। কমার্স নিয়ে পড়ে কমার্সেই থাকতে হবে এমন মানে নেই।

আইন নিয়ে পড়ে কোম্পানী আইনজ্ঞ বা কর্পরেট লইয়ার হতে পারে। ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট এক্সপার্ট হতে পারে। এইসব লাইনে ইনকাম বেশী, বিশুদ্ধ একাউন্টিং থেকে। কোডিং শিখে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ও যেতে পারে। স্যাপ বা ওরাকল শিখে ই আর পি সিস্টেম এনালিস্ট বা এইসব একাউন্টিং প্যাকেজের এক্সপার্ট হতে পারে, যাতে ভাল চাকরি। অনেক ভাল ইনকাম। শুধু এম বি এ টা এড়িয়ে যাওয়া ভাল। খুব ভাল জায়গায় থেকে না করলে, এম বি এ ডিগ্রিটা সব দেশেই স্ক্যাম।

#৬ মেডিক্যাল লাইন- ডাক্তার, নার্স, ডায়াগোনস্টিক টেকনিশিয়ান, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট, ফার্মাসিস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি- দেখুন ভারতের জিডিপি যত বাড়ছে, লোকের হাতে বাড়তি ইনকাম আসছে- তার অধিকাংশ চলে যাচ্ছে মেডিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে। ফলে এই লাইনে এখন ভারতে বুম। হাসপাতাল গুলো প্রচুর লাভ করে, তাই এদের চাকরি স্টেবল। অভিজ্ঞতা বাড়লে মাইনে ও ভাল। এন্ট্রি লেভেলে হয়ত মাইনে কম। এই নিয়ে পরের পর্বে ডিটেলসে লিখব। কিন্তু মেডিক্যাল লাইনের যেকোন জব স্টেবল এবং অভিজ্ঞতা বাড়লে মাইনেও বাড়বে। ইংরেজিতে অর্নাস করে প্রাইভেট স্কুলে ২০ হাজার টাকার মাইনের চাকরির থেকে, নার্সের চাকরি অনেক অনেক ভাল। অভিজ্ঞ সার্টিফায়েড নার্সদের ভাল মাইনে।

#৭ এই মন্তব্যও পেয়েছি; ছেলেকে কোন রকমে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়িয়েছি। আর পড়ানোর ক্ষমতা নেই। কি করলে ও দ্রুত মাসে ৩০-৪০ হাজার টাকার চাকরি পেতে পারে? অবশ্যই পারে। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েও ৩-৪ বছরের মধ্যে ৩০-৪০ হাজার মাইনের চাকরি পেতে পারে। একটু জিদ থাকা দরকার। উপায়টা খুব সোজা। কলকাতায় [বা যেকোন শহরেই প্রচুর] ছোট ছোট সফটওয়্যার কোম্পানী আছে- এরা মোবাইল অ্যাপ, ওয়েব সাইট এইসব বানায়। এইসব ছোট কোম্পানীগুলি প্রচুর ইন্টার্ন নেয়। বেসিক পাইথন বা এইচটিএমল- যা আজকাল সবাই জানে- ওইটুকু শেখা থাকলেই হয়। কিন্তু এখানেই কাজ শেখার স্কোপ আছে। এইসব ছোট ছোট কোম্পানীগুলিতে ৬ মাস বা এক বছর ইন্টার্নশিপে কাজ করে, মোবাইল অ্যাপ ইত্যাদি বানানোর কাজ শিখে নিতে হবে। তারপর যে কোম্পানীতে যাবে, সেখানে কাজ জানে বলে হয়ত মাসে ১০-১৫ হাজার মাইনে দেবে। এই ভাবে এক কোম্পানী থেকে অন্য কোম্পানী বদলাতে থাকলে, কাজ শিখতে শিখতে ৪-৫ বছর বাদে ৩০-৪০ হাজার মাইনের চাকরিতে ঢুকতে পারবে। পাশাপাশি কোন একটা ডিগ্রি করে নিলেই হল। পড়াশোনা আমি কখনোই ডিসকন্টিনিউ করতে বলব না। হাজার দারিদ্রতা থাকলেও। কাজের পাশাপাশি পড়াশোনা, এডাভান্সড ডিগ্রি চলুক। পড়াশোনা করে ওপরে উঠতে থাকতেই হবে। থামলে চলবে না। মানুষ পরিশ্রম করেই বড় হয়। তাই কলেজে পড়ার পাশাপাশি, ইন্টার্নশিপ- চাকরি করতে সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছি। কারন সেক্ষেত্রে ৪ বছর বাদে- সে দেখবে, তার ডিগ্রিধারী বন্ধুরা বেকার। কিন্তু সে ভাল মাইনেতে চাকরি করছে। ইনফ্যাক্ট ১০ বছর বাদে সে হয়ত বছরে ১২ লাখ মাইনের প্যাকেজ পাবে, যেখানে তার ডিগ্রিধারী বন্ধুরা বছরে তিন লাখ পেতে হিমসিম খাবে। এই জন্য আমি সবাইকে পড়াশোনার পাশাপাশি পার্ট টাইম চাকরি করার উপদেশ দিই। প্রচুর অনলাইন জব এখন ডিজিটাল মার্কেটিং, মোবাইল এপ, ওয়েব ডিজাইন ইত্যাদিতে। ধনী দরিদ্র সবার এটাই করা উচিত।

যারা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ইঞ্জিনিয়ারিং এ আছে- তারাও তাদের মতন করে নানান কোম্পানীতে ইন্টার্নশিপ খুঁজুক।

চাকরির মার্কেটে হাতে কলমে কাজ শেখার বিকল্প নেই। সেটা এই কলেজে পড়তে পড়তেই করতে হবে। অনেকেই আমার আগের পর্বে ইংরেজি অর্নাসের ভবিষ্যত নিয়ে লেখাটিতে হতাশ- বিশেষত যাদের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি নিয়ে পড়ছে।

কিন্তু দেখুন-জীবিকা মানে কি? জীবিকার প্রথম কথাই হল, আপনার নিজের এবং পরিবারের জন্য একটা ইনকাম দরকার। কলকাতায় এখন যা কস্ট অব লিভিং, চিকিৎসার খরচ, যাতায়াতের খরচ, কেউ যদি মাসে ৫০ হাজারের কম ইনকাম করে, তার সংসার চলবে? অবশ্যই শুরুতেই কেউ চাকরিতে ওই টাকা দেবে না। কিন্তু সে যখন বিয়ে করতে যাবে, ধরুন চাকরিতে ঢোকার ৫ বছর বাদে- তখন যদি কেউ ৫০,০০০ হাজারের কম ইনকাম করে, তার চলবে? আপনারাই এই প্রশ্নটা করুন। অনেকেই বলছেন, আসলে আমার মেয়ের ইংরেজি নিয়ে পড়তে খুব ভালোবাসে। খুব ভালোকথা। আমার ও বাংলায় উপন্যাস লিখতে ভাল লাগে। যেসব কাজ করি তার থেকে অনেক ভাল লাগে। কিন্তু লিখি না, কারন ওই করে পেট চলবে না। জীবিকাকে অবশ্যই ভালবাসতে হবে, কিন্তু সেই জীবিকা যদি নুন্যতম স্যালারি না দেয়, তাকে জীবিকা বলা যায় না। আমি তো বলব কলকাতায় মার্কেটের যা অবস্থা, কেউ যদি মাসে ১ লাখ টাকা উপার্জন না করে, মধ্যবিত্তের জীবন কাটানোও মুশকিল। আপনি বলবেন কলকাতায় ওই মাইনের চাকরি কই? আপনাদের অবগতির জন্য বলি কলকাতায় এখন অনেক আই টি কোম্পানী- সেখানে ভাল প্যাকেজের প্রচুর পোষ্ট ফাঁকা। অনেক প্রবাসী বাঙালী কলকাতায় কোম্পানী খুলে ব্যাঙ্গালোরে পালাতে বাধ্য হয়েছে। ভাল স্কিল্ড কোডার/সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কলকাতায় খুব বেশী নেই। খুব লো স্কিল্ড কোডিং জবে কলকাতা চলে [অবশ্যই কিছু ব্যতিক্রম আছে] ।

তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? কলকাতায় একদিকে যেমন উচু প্যাকেজের ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া যাচ্ছে না- সেখানে প্রাইভেট স্কুলের ২০ হাজার টাকার মাইনের চাকরির জন্য শয়ে শয়ে এপ্লিক্যান্ট। কেন এমন হচ্ছে? কারন অধিকাংশ অভিভাবকই অন্ধকারে। তাদের কোন আইডিয়াই নেই, জব মার্কেট এবং ক্যারিয়ার নিয়ে। তারা সন্তানদের ঠিক ঠাক গাইড করতে পারছেন না। শিক্ষা ব্যবসায়ীদের স্ক্যামের শিকার হচ্ছেন। [অধিকাংশ উত্তর আসলে জীবন ও জীবিকা পর্ব ১-১৪ এর মধ্যেই আছে। আমার ওয়ালে এক এক করে পড়ে নিলেই হল। কিন্তু অধিকাংশ অভিভাবকের পড়ার ধৈর্য্য নেই। ফলে আমার পক্ষেও সম্ভব না তাদের সাহায্য করা। আগামী পর্বগুলি পেতে প্রোফাইল ফলো করুন।

জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১৬

মধ্যম মেধা, নিম্ন মেধার ছেলেমেয়েরা কি করবে? তাদের নিয়ে কিছু বলুন?

বিপ্লব পাল, ২৬ শে মে, ২০২৩

ফেসবুক, আনন্দবাজার খুললেই মেধাতালিকা। মুদির দোকানের ফর্দর মতন। নিজে নরেন্দ্রপুর, আই.আই.টি খড়গপুরে পড়েছি। ওই তালিকায় যারা থাকত, সেই ধরনের ছেলেদের মেধার সাথে আমি বিলক্ষন পরিচিত। দীর্ঘদিন, তাই কিছু লিখি নি। শুধু হাঁসছি। কারন মেধা দিয়ে খুব বেশী কিছু হয় না জীবনে।

অন্যদিকে আমার ফেসবুকে ভরে যাচ্ছে রিকোয়েস্টে- দাদা আমার ছেলে বা মেয়েটা অতটা মেধাবী না। আপনি সাধারন ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু বলুন। একজন লিখেই দিলেন- আমি উত্তরবঙ্গের গ্রামে থাকি। আপনি শুধু কলকাতার মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্যেই লিখছেন। আমাদের গ্রামের সাধারন ছেলেমেয়েরা কি করতে পারে তাই নিয়ে বলুন। কি বিপদ। আমি নিজেও কলকাতার অনেক দূরে বাংলার গ্রামেই বড় হয়েছি। তখন তো ইন্টারনেটও ছিল না।

মেধার হিন্যমন্যতা, অর্থের হিন্যমন্যতার এই মহামারী, কোভিড-১৯ এর মহামারীর থেকেও বিপজ্জ্বনক। নিম্নমেধা, মধ্যমমেধা- ছেলেটার মাথা নেই, ওর পড়াশোনা হবে না- এত ভুল চিন্তা আসে কোত্থেকে?

এগুলি তৈরী করে যারা শিক্ষা ব্যবসায় আছে- তারা। যাতে ছেলেটিকে আপনি টিউশনিতে পাঠান। যাতে ছেলেটিকে আপনি প্রাইভেট স্কুল বা কলেজে পাঠান। তারা আসলে আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে-আপনার ছেলে বা মেয়ে সফল হবে না- তাদের কাছে না পাঠালে সে নিজে নিজে শেখার ক্ষমতা রাখে না। আপনি যদি বিশ্বাস করেন আপনার ছেলে বা মেয়ে নিজে পড়াশোনা করলে সব থেকে ভাল শিখবে- আপনি কি শিক্ষা ব্যবসায়ীদের কাছে পাঠাবেন? আমি ১১ পর্বেই লিখেছিলাম, সেলফ লার্নিং ছাড়া এযুগে শেখা অচল। অথচ আপনি আপনার ছেলেমেয়েকে ৭-৯ টা টিউশনি দিচ্ছেন। তারপর লাখ লাখ টাকা খরচ করে প্রাইভেট কলেজে পড়ালেন। ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করল। তারপরে কি? হয় এখনো প্লেসমেন্ট পায় নি, না হলে প্লেসমেন্ট হয়েছে, কিন্তু তিন বছর ধরে সেই ২০ হাজার টাকার মাইনেতে বসে আছে! তখন সেখান থেকে ছাড়িয়ে আবার ১ লাখ টাকা খরচ করে তাকে এম.বি.এ পড়াচ্ছেন। তারপরে? সেখানে দেখা গেল- এম.বি.এ করে সেলসে গেল। সেখানে সপ্তাহে ৮০ ঘন্টা খেটে- ছমাস বাদে মানসিক অবসাদে ভুগে ছেলে ঘরে বসে আছে।

আমি কোন গল্প বলছি না। আমি চোখের সামনে এসব কেস দেখছি। সেইজন্যেই কলম তুলে নিয়েছি। ভুক্তভোগী ছেলেমেয়েগুলো, তাদের বাবা-মায়েরা এসব কথা কাউকে বলতে পারে না। জানে তাতে

তাদের দুর্ভাগ্যে, অন্যরা মজা লুটবে। প্রতিবেশী বলবে, ও ছেলেটা তো খুব মিডিওকার ছিল- আগেই বলেছিলাম ওকে ইঞ্জিনিয়ারিং না দিতে। তা বাবামায়ের চাঁদ ধরার শখ। এখন বোঝ। কি সমাজ আমাদের।

যে মাছ বা সব্জির ব্যবসা করে, সেও আজকাল মাসে ৫০ হাজার টাকা আনে। আপনি কি এতটাকা খরচ করে, এত টিচার দিয়ে এই চেয়েছিলেন? কিন্তু আপনি মেনে নিয়েছেন। কারন আপনাকে বোঝানো হয়েছে- আপনার ছেলে তো মিডিওকার, তার মেধা নেই, তো কি করবে? এইভাবেই জীবন ঘষ্টাবে। আর আপনিও তাদের কথা বিশ্বাস করে, আরো টাকা খরচ করে, আরো শিক্ষক দিয়ে, ভুলভাল কলেজের পকেট ভরে ছেলের আরো সর্বনাশ করবেন। আপনি স্ক্যামের শিকার। একজন মাছ ব্যবসায়ী আপনাকে পচা মাছ বেচতে পারে? পারে না। কারন আপনি জানেন ভাল মাছ কি। কিন্তু ছেলেটার ভাল কিসে হবে সেটা জানেন না বলে জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ন কেনাবেচার সিদ্ধান্তে ভুল করলেন।

[প্রফাইল ফলো করতে থাকুন-আমি আরো ডিটেলেসে লিখব কিভাবে শিক্ষা ব্যবসার খপ্পরে এসে আপনার ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ হচ্ছে]

মেধা সম্মন্ধে ৬ টি সত্য কথা আগে জানুন। মেধা বা আই কিউ অবশ্যই সবার আলাদা। কিন্তু-

#১ কেউ বেশী বা কম মেধা নিয়ে জন্মায় না। ডি এন এর গঠনের সামান্য তারতম্যে মাথার গঠন বা শরীরের গঠনে কেউ কেউ সামান্য এডভান্টেজ নিয়ে জন্মায়। কিন্তু সেটা খেলোয়ারদের জন্য সত্য। মাথা বা মনের ক্ষেত্রে পুরোটাই একোয়ার্ড বা অর্জিত। ধরুন, অমর্ত সেন, আশুতোষ সেনের গৃহে না জন্মে, এক রিক্সোওয়ালার গৃহে জন্মালেন। কি হত? খুব বেশী-খুবই বেশী লিপ ফরোয়ার্ড হলে, এদ্দিন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতা করে অবসর নিতেন! একটা ছেলেমেয়েকে ২ বছর বয়স থেকে কিভাবে বড় করছেন, তার ওপর নির্ভর করবে ছেলে বা মেয়েটি কেমন মেধাবী হবে। এর মধ্যে অনেক কিছু আছে-শরীরচর্চা এবং মনের চর্চা-আঁকা, কবিতা, কঠিন অঙ্ককে সহজ করার ক্ষমতা- মোদ্দা কথা নিউরনের কন্ডিশনিং [এই নিয়ে ৯ নবম পর্বে লিখেছি] । যা একটা শিশুর ক্ষেত্রে দুবছর বয়স থেকে শুরু হয়। সুতরাং কেউ জন্ম থেকে মেধাগত ভাবে পঙ্গু না।

#২ সাফল্যের সাথে মেধার সম্পর্ক আছে, কিন্তু ক্ষীন। সফল হতে সবার থেকে যেটা বেশী লাগে- সেটা হচ্ছে সফল হওয়ার জন্য খিদে। আপনার ছেলে বা মেয়ে যদি অসফল হয় তার কারন মেধা না। তার কারন নিচের এই ছটি হ্যাবিট না গড়ে ওঠা। আপনি যদি আজ গরীব বা নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনের জন্য অখুশি- জানবেন আপনার ব্যর্থতার পেছনেও এই ছটি হ্যাবিটের অভাব- মেধার অভাব বা আপনি কোন গৃহে জন্মেছেন -তারজন্য আপনি গরীব নন-

- নিজের সাফল্য, ব্যর্থতার দায় নিজে নেওয়া- অজুহাত না দেওয়া। নিজেকেই দোষ দেওয়া শিখতে হবে- ভুল, ব্যর্থতা কেন এল চিন্তা করতে হবে- তার মধ্যে থেকে নিজের ভুলটা ঠিক করতে হবে। অন্যর দোষ, স্কুলের দোষ, মাস্টারের দোষ, কঠিন পেপারের দোষ দিলে হবে না।

- অর্গানাইজ; প্রতিদিন সে কি করবে- সেটা সকালে মাথায় যেন থাকে এবং সেই লিস্টটা সেই দিনের মধ্যেই শেষ করা, নিজের কর্মকান্ড, পড়াশোনা, টাইমলি প্ল্যান করা, প্রতিদিন।

- একশন; সারাদিনের যা প্ল্যানিং, সেটাকে এক্সিকিউট করা নিখুঁত ভাবে। এফর্ট দিয়ে। পরিশ্রম করতে হবে, প্ল্যানিং অনুযায়ী। ভুলভাল পরিশ্রম করে লাভ নেই।

- এক্সসিলেন্স বা উৎকর্ষতার জন্য সর্বদা চেষ্টা- এইটা সবার আগে দরকার। যারা অলিম্পিকের গোল্ডমেডালিস্ট বা বিখ্যাত ক্রীড়াবিদদের ওপর গবেষনা করেছেন- তারা দেখেছেন একই জিনিস পৃথিবীর সব থেকে বড় কৃতবিদ্যদের জন্যও সত্য। যদি ভূগোল পড়া উদ্দেশ্য হয়- তাহলে, এক্সিলেন্সের মানে হল, সে সব বই, সব রিসোর্স, সব ইউটিউব খুলে- নিজের সামারী বানিয়েছে। তার নিজের মধ্যে চেষ্টা থাকবে, ওই চ্যাপ্টারটা সবার থেকে ভাল শিখব। মোটেও চেষ্টা থাকবে না, মাস্টার মশাই এর নোট মুখস্থ করে, উত্তর মুখস্থ করে বমি করে, নাম্বার পেলেই হল! ওই এটিচুড তৈরী হলে, তার ভবিষ্যত ঘষ্টাবে।

- পারসুয়েশন বা ক্রমাগত লেগে থাকা। একটা কঠিন অঙ্ক হচ্ছে না। অনেক ভাবে চেষ্টা করতে হবে। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? লেগে থাক। অনেক রিসোর্স, অনেক ভিডিও অনেক বই দেখ। যতক্ষন না শেখা সম্পূর্ন না হচ্ছে, যতক্ষন তা না হচ্ছে। এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ন ট্রেইট সাফল্যের জন্য। হাল ছাড়লে হবে না।

- ক্রমাগত জ্ঞান অর্জন- শুধু পড়াশোনার জন্য না। স্কুলের বইতে কিছু নেই। তার বাইরে যে বিরাট জগত, ইতিহাস, দর্শন, মনোবিদ্যা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় রাজনীতি- তা অবশ্যই পড়তে হবে। নইলে বুঝতেই পারবে না এই জগতটা কিভাবে চলছে। সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সেখান থেকেই আসবে। এই যে আমি এত গুলো পেশার মাইনে থেকে ভবিষ্যত এত কিছু জানি। কেন? আমার তো এটা ক্যারিয়ার না! আমার ছেলের ও না! কিন্তু

- কলকাতায় আমার চারটে কোম্পানী আছে। সেখানে লোক নিতে হয়। সব ডিসিপ্লিনের ছেলেমেয়েরা কাজে ঢোকে। মানব সম্পদই সেখানে আসল। একাডেমিক্সের খুব ভাল রেজাল্ট করা ছেলেমেয়েদের ও দেখছি সেখানে হাল খারাপ। কেন এমন হচ্ছে-সেটা অনুসন্ধান করতে গিয়েই আমি এত কিছু জেনেছি।

৩ আপনার ছেলেমেয়ে যে কাজেই যান না কেন- তা ফিটার, ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ডাক্তার, অধ্যাপক- সব কাজেই মেধা লাগে। একজন যাদবপুরে ডেটা সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ছে- তাই তার মেধা লাগবে, আরেকজন আই.টি.আই থেকে ডিপ্লোমা করছে ওয়েল্ডার হওয়ার জন্য- তাই তার মেধা লাগবে না- এসব ধারনা ছাড়তে হবে। ওয়েল্ডিং এর কাজ খুব শক্ত। আমেরিকাতে ভাল ওয়েল্ডারদের বিরাট ডিমান্ড। তারা কিন্তু টেকনিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার না। ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বিগুন ইনকাম করে। ভারতেও ভাল ওয়েল্ডারদের মাইনে ৫০-৮০ হাজার টাকা। কারন সে কাজেও উৎকর্ষতা লাগে। আমার কলকাতার বাড়িতে যে প্লাম্বিং বা জলের লাইনের কাজ করে- সেই মিস্ত্রিও মাস গেলে ৪০ হাজার রোজগার করে। সেও তার কাজ খুব ভাল জানে।

ধরুন, এই পর্বের শুরুটা আমি এইভাবে করতে পারতাম। যারা মেধাবী না- তাদের জন্য কত লাইন। হোটেল ম্যানেজমেন্ট, আই.টি.আই ডিপ্লোমা, ফিটার, কলের মিস্ত্রি, জলের মিস্ত্রি, প্যারা মেডিক্যাল, নার্সিং -ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এসব বোগাস কথাবার্ত্তা। সাফল্য পেতে গেলে প্রত্যেককেই তার নিজের লাইনে উৎকর্ষতা অর্জন করতে হবে। আর সেটা করতে গেলে, ওই যে ছটা হ্যাবিট বল্লাম, ওই ছটি ফলো করতেই হবে। মেধা না- জীবনে সাফল্য পেতে গেলে ওই ছটি হ্যাবিটই আসল। এগুলি আমার আবিস্কার না। সমাজ বিজ্ঞানীরা সফল মানুষদের ওপর গবেষনা করে এইসব সিদ্ধান্তে এসেছেন।

একটা গল্প বলি। করিমপুরে আমার বাড়িতে একজন ছুতোর মিস্ত্রি ছিল। নাম সত্য মিস্ত্রি। ওই অঞ্চলে তখন তার কাজের খুব খ্যাতি। ওই আশির দশকে বাড়ির ফার্নিচার কাঠ কিনে, মিস্ত্রিকে দিয়ে বানানো হত। উনি আমার বাড়ির জন্য এমন সব কাঁঠাল কাঠের চেয়ার খাট বানিয়েছিলেন, আমার ধারনা দুশো বছর চলে যাবে। এত নিখুঁত ছিল তার কাজ। ভদ্রলোক ক্লাস ফোরের বেশী পড়েন নি। কিন্তু জ্যমিতির হিসাব করতেন নিঁখুত ভাবে- নইলে এত সুঠাম কাঠামোর নির্ভুল ফার্নিচার বানানো সম্ভব হত না। অথচ অন্য মিস্ত্রিদের করা চেয়ার টেবিল, পাঁচ বছর বয়স থেকেই নড়বর করা শুরু করত। সত্য মিস্ত্রি সেই যুগে অন্যদের থেকে তিনগুন বেশী চার্জ করতেন। সময় নিতেন ও দ্বিগুন। আমার মনে আছে, সেই সময় তিনি হাইস্কুলের মাস্টারমশাইদের থেকে বেশী ইনকাম করতেন! তিনি ক্লাস ফোর অব্দি পড়েছেন, তাই তার মেধা নেই? সব মেধা যারা মেধাতালিকার ফর্দে নাম তুলেছে?

আমেরিকাতে আমাদের এক অন্যতম ইনভেস্টর- হাইস্কুল পাশ। যারা ৮০টি পেটেন্ট এবং ৭ টি ইন্ডাস্ট্রি। তিনি আমেরিকার ম্যানুফাকচারিং এর হল অব ফেমে আছেন।

পৃথিবীর সর্বকালের সেরা আবিষ্কারক থমাস আলফা এডিশন দারিদ্রের জন্য স্কুলেই পড়েন নি- কেমিস্ট্রি ল্যাবের ঝাড়ুদার হিসাবে কাজ শিখেছেন- ঝাড়ুদার থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট।

আমেরিকাতে স্টিল ইন্ডাস্ট্রির জনক এন্ড্রু কার্নেগী ক্লাস এইটে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হন- কারন পারিবারিক দারিদ্র।

পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির জনক রকাফেলার, ক্লাস ফাইভে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হন। কারন তার বাবা, মাকে ছেড়ে অন্য মেয়ের সাথে পালিয়েছিল!

হ্যাঁ, এদের মধ্যে কমন ফ্যাক্টর কি জানেন? ওই ছটি হ্যাবিট ছিল। বিশেষত পড়াশোনা করার। কার্নেগীর বয়স তখন ১৪। রাত আটটার সময় কাজ শেষে ট্রেনে বাড়ি ফিরতেন। সমবয়সীরা স্কুলে যাচ্ছে। উনি ওই খিদে পেটেই পাড়ার লাইব্রেরীতে ছুটতেন, বই তুলতেন, পড়তেন। শিখতেন নিজে নিজেই। মাইক্রোসফটের সি ই ও, সত্য নাদেলা আই.আই.টিতে চান্স পান নি। রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পড়েছেন। তাহলে উনি সবার থেকে এগোলেন কি করে? তার থেকে তো অনেক বেশী মেধাবীরা আই.আই.টি থেকে পাশ করেছে। কারন তার শেখার উদোম ইচ্ছা। উনি কখনোই ভাবেন না সব শিখে বসে আছি। সব সময় বলছেন, আমি শিখছি। তোমরা আমাকে শেখাও। গুগুলের সি ই ও সুন্দর পিচাই আমাদের এক বছরের সিনিয়ার। হোষ্টেলে আমার পাশের রুমে, তার সব থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকত। সেই সূত্রে পিচাইকে অনেক কাছ দেখার সুযোগ হয়েছে ছাত্রজীবনে। পিচাইএর র‍্যাঙ্ক ছিল ১২০০-১৩০০ এর কাছাকাছি। আই.আই.টিতেও তাকে কেউ চিনত না। কারন তার ব্যাচে তার থেকে অনেক অনেক বেশী মেধাবী ছেলেরা ছিল। কিন্তু পিচাই এর অসম্ভব এক ভালগুন- সব সময় গভীর চিন্তা করে, অত্যন্ত বিনয়ী। সব জেনে বসে আছি, সেই দাম্ভিকতা-যে ভাইরাল রোগ আপনি বাংলার ডাক্তার, শিক্ষক, মুখ্যমন্ত্রী থেকে সবার মধ্যে দেখবেন- তা ছিল না।

আপনি আপনার দুরবস্থা, আপনার ছেলের দুরাবস্থার জন্য যত খুশি রাজনীতি, বাঙালী বাবা-মায়ের দোষ দিতেই পারেন। কিন্তু আপনার ভাগ্য বদলাবে না। আপনি বা আপনার সন্তানের ভাগ্য সেদিনই বদলাবে, যেদিন ওই ছটি হ্যাবিট শিখবে। আর ওই ছটি হ্যাবিটে থাকলে, আপনার ছেলে ফিটারই হোক বা কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট- সে সবার সেরাই হবে।

আমি আবার লিখছি। অধিকাংশ অভিভাবক আমাকে পর্ব ১- থেকে ১৪না পড়েই প্রশ্ন করছেন। যার উত্তর আমি আগেই দিয়েছি লেখাতে। এর মানে কি? অভিভাবকরা নিজেরাই পরিশ্রমী না। নিজেদেরই শেখার ইচ্ছা নেই। অথচ এদের ইচ্ছে, তাদের সন্তানেরা শিখবে? লাইফে সাইন করবে। তাই কখনো হয়? আগে অভিভাবক হিসাবে আপনি ওই ছটি হ্যাবিট রপ্ত করুন। আপনার ছেলেও করবে। তাতে আপনারও ভাল, ছেলেরও ভাল। আপনি টিভি সিরিয়াল দেখবেন, আপনার নিজের পড়াশোনার অভ্যেস নেই- আর আপনার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করবে সেটা মুশকিল। আপনি আপনার ছেলেমেয়ের সাথে একসাথে নিউজপেপার পড়ুন। একসাথে আন্তর্জাতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করুন। সে এমনিতেই পড়বে।

আগামী পর্বগুলোর জন্য প্রোফাইল ফলো করুন। আমি সব সাবজেক্টের প্রসপেক্ট নিয়েই লিখব। আমি এগুলো লিখতে পারছি- কারন ব্যবসার জন্য আমি ভারতে বছরে ৫-৬ বার আসি। কলকাতায় আমার কোম্পানি, ফ্যাক্টরি আছে। প্রচুর পেশাদার লোকেদের সাথে দেখা হয়। তাদের কাছ থেকে শিখি।

আপনাদের কাছ থেকেও শিখছি। প্রশ্ন করতে থাকুন। কিন্তু দরিদ্র, গ্রামে থাকি, মিডিওকার এসব অজুহাত দেবেন না। আমার কাছে এসব যারা বলছে, আসলে তাদের ওই ছটি হ্যাবিট নেই। ছেলেমেয়েকে তোর দ্বারা হবে না, তোর মাথা নেই, তুই ওর মত মেধাবী না- এসব না বলে, তাকে ওই ছটি হ্যাবিটের রুটিনে আনুন। আর স্বপ্ন দেখান- ওই ছটি হ্যাবিট অভ্যেস করতে পারলে, সেও একদিন নিজের ফিল্ডে বিশ্বজয় করবে। যদি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ যায়, সে নিজেই বিরাট স্টার্টাপ খুলবে। সে যদি ফিটার বা কলের মিস্ত্রি হয়- যেন বাংলার সেরা কলের মিস্ত্রি হয়! কিন্তু ওই প্রাইভেট স্কুলের ১০ হাজার টাকার মাস্টারমশাইএর চাকরির জন্য ১০ জনের সাথে কুস্তি করতে হলে- জানবেন শিক্ষাব্যবসায়ীদের স্ক্যামে বিশ্বাস করে আপনি ঠকেছেন।

“জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১৭

কোন জীবিকা/চাকরি/লাইনে নিরাপত্তা আছে? কিভাবে ঠিক করবেন কোন লাইন ভাল?

বিপ্লব পাল, ২৬শে মে, ২০২৩

(১)

এর উত্তর সহজ, ভারতবর্ষের সরকারি চাকরি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে দুটো।

- কেন্দ্রীয় এবং সরকারি চাকরির সংখ্যা কমছে। কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ছে। এই ট্রেন্ড চলতেই থাকবে। কেন্দ্রে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন। বর্তমানে, কেন্দ্রে মোট কর্মীর সংখ্যা ৩৩ লাখ। এর মধ্যে মিলিটারি ১৫ লাখ। রেলে ১০ লাখ। রেলে বেসরকারিকরন চলছে। অটোমেশন হচ্ছে। সেখানে চাকরির সংখ্যা আগামী ১০ বছরে কমে ৩-৪ লাখে চলে আসবে। মিলিটারির ক্ষেত্রেও তাই হবে। আগামী দিনে সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ হবে না। ইঞ্জিনিয়ার লাগবে। গেমার লাগবে। রোবট ড্রোন এরা যুদ্ধ করবে। সুতরাং সেই ১৫ লাখ কমে গিয়ে ৫-৬ লাখে চলে আসতে পারে। অর্থাৎ ভারতের জন সংখ্যার ৩০০০ জনের ১ জন হয়ত কেন্দ্রীয় চাকরি পেতে পারে আগামী দিনে। বর্তমানে তা ৫০০ জনে ১ জন।

- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টোটাল পদের সংখ্যা ৭ লাখ। বর্তমানে কর্মরত ৩ লাখ। এর বড় অংশ স্কুল শিক্ষক, পুলিশ এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা। যদি বেস্ট কেস ধরে নিই, যে এই সংখ্যা আর কমবে না- তাহলে ও দাঁড়াচ্ছে প্রতি ২০০০ জনে ১ জন এই চাকরি পেতে পারে। বাস্তব এটাই যে রাজ্য সরকারি চাকরি দ্রুত হারেই কমবে। কারন সরকারকে ভোটে জিততে দান খয়রাতি, ইউ বি আই মডেলে জনগনকে সরাসরি টাকা দিতে হবে [যেমন লক্ষ্মীর ভান্ডার ইত্যাদি] । এসব করতে গিয়ে রাজকোষে যে চাপ আসবে সেটা খুব বেশী দিন ধার করে চালাতে পারবে না। ফলে সহজতম উপায় সরকারি চাকরি কমানো। যেটা সব সরকারই করছে। যে পার্টিই জিতে আসুক, এই ট্রেন্ডই থাকবে। অর্থাৎ রাজ্য সরকারি চাকরি ২০০০ এ ১ জন পেতে পারে। এরপর স্ক্যাম, হাইকোর্ট মামলা সব আছে।

ভরসা করবেন?

তাহলে সামনে নিরাপদ চাকরির বিকল্প কি? সেটাই এই পর্বের আলোচনা।

(২)

আমি প্রতিদিন ১০০০ থেকে ২০০০ প্রশ্ন পাচ্ছি। মোস্টলি কোন লাইন নিয়ে পড়াশোনা করব! এর ৯০% উত্তর আমার আগের পর্বগুলিতেই আছে। ফেসবুকের ওয়ালে গিয়ে পড়তে অসুবিধে হলে, আমার ব্লগ থেকে পড়ে নিলেই হল। ব্লগ লিংক আমার প্রোফাইলেই আছে।

আপনার ছেলে বা মেয়ে কোন লাইনে পড়বে, এর উত্তর আপনার ছেলে বা মেয়েকেই খুঁজে নিতে হবে। জীবন একটা জার্নি, ডেস্টিনেশন না। আপনি কি জানতেন আপনার জীবনের ভবিষ্যত? জীবনের প্রশ্নগুলির কোন সহজ উত্তর, মেইড ইজি নেই। যারা তা দেওয়ার চেষ্টা করে তারা হয় ব্যবসায়ী নইলে মূর্খ। জীবনের উত্তর অভিজ্ঞতা, ভুল থেকে শিখে খুঁজে নিতে হয়।

আমি শুধু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি, যাতে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়। আপনারা আমার এই সিরিজটা ১-১৬ পড়ুন। পড়ে আপনার ভিত্তি তৈরী করুন। আরো গুগুল করে জানুন। সমৃদ্ধ হয়ে, নিজে সিদ্ধান্ত নিন। নিয়ে আমাকে লিখুন যে আমি এই কারনে এই সিদ্ধান্ত নিতে চাই। তবেই আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। এই জীবন এবং জীবিকা সিরিজ না পড়লে, ছেলে কোন লাইন নিয়ে পড়বে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জ্ঞান বা ভিত্তি আপনার তৈরী হবে না। আপনি শিক্ষা ব্যবসায়ী স্ক্যামারদের ক্ষপ্পরে পরে ছেলের ভবিষ্যত নষ্ট করবেন। হাঙরেরা আপনাকে গেলার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে।

আমার প্রোফাইল ফলো করতে থাকুন। আস্তে আস্তে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। আমি এখন শুধু আপনাদের ভিত্তি তৈরী করছি। ইনফর্মেশন গুগুল করলেও পাবেন। আগে নিজের জ্ঞানের ভিত শক্ত করুন। আমি সাহায্য করব, গাইডিং ম্যাটেলিয়াল দেব। কিন্তু শিখতে আপনাকেই হবে। সেলফ লার্নিং ছাড়া এযুগে আরো কোন লার্নিং নেই। আপনারা নিজে শিখুন আগে। তবেই বাচ্চাদের গাইড করতে পারবেন।

(৩)

আপনার ছেলে বা মেয়েকে কোন লাইনে দেবেন?

আপনাকে এই ৭ টা দিক নিয়ে ভাবতে হবে।

- চাকরির নিরাপত্তা। অনেক লাইনে হয়ত চাকরির নিরাপত্তা নেই কিন্তু জীবিকার নিরাপত্তা আছে, যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং। এখানে কোম্পানী বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কোন স্কিল্ড বা অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের চাকরির অভাব হয় না। সেলসেও এক কথা সত্য। চাকরির নিরাপত্তা নেই, কিন্তু স্কিলের আছে। অনেকেই আমাকে এনিমেশন বা গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। খুব ভাল লাইন। নতুন চাকরির সংখ্যা বাড়ছে। এখানেও তাই। চাকরির নিরাপত্তা নেই। স্কিলের আছে।

- ইনকাম বা স্যালারি- এটা খুবই গুরুত্বপূর্ন। যেমন সেদিন লিখলাম যারা কলকাতায় থাকতে ইচ্ছুক, মাসে ৫০,০০০ টাকার কম ইনকামকে আমি জীবিকার মধ্যেই ধরব না। কারন আপনার বাবা একবার হাসপাতালে গেলেই পকেট থেকে ২-৩ লাখ বেড়িয়ে যাবে। শহরতলিতে তা ৪০,০০০ হতে পারে। যারা প্রাইভেট স্কুল বা কলেজের শিক্ষক- তাদের নিরাপত্তা বা জব সিকিউরিটি আছে, কিন্তু স্যালারি নেই [যারা সরকারি স্কেল পান না] । অনেকেই আমাকে মাস কমিউনিকেশন বা জার্নালিজম নিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন। এই পেশাতে নিরাপত্তাও নেই। স্যালারিও নেই। সেই জন্যেই যারা জিজ্ঞেস করেছেন, আমি না বলে দিয়েছি।
- স্যালারি গ্রোথ বা ক্যারিয়ার গ্রোথ- যেমন ধরুন সফটওয়্যারের চাকরি। প্রথম বছরে বিনা পয়সার ইন্টার্ন, দ্বিতীয় বছরে ১০ হাজার করে, দশম বর্ষে একটি ছেলের মাসিক স্যালারি ১ লাখ টাকায় অনায়াসে পৌছে যায়। সেখানে প্রাইভেট স্কুল কলেজে যারা শিক্ষকতা করছে তাদের মাইনে সেই মাসিক ২০,০০০ টাকাতেই পড়ে থাকবে। স্কুল চেঞ্জ করলে ৩০,০০০ হবে বড়জোর। আবার মেডিক্যাল লাইনের চাকরি গুলিতে মাইনে এবং নিরাপত্তা দুটোই আছে। কিন্তু গ্রোথ স্লো।

এই তিনটেই মুখ্য। এর সাথে আরো চারটে জিনিস দেখা উচিত

- চাকরিটি যে শহরে হবে, সেখানে শিক্ষার হাল, থাকার অবস্থা কেমন । কারন সেখানেই আপনার নাতি নাতনিরা বড় হবে।
- চাকরিটিতে নিরন্তর শেখার স্কোপ আছে কি না- অর্থাৎ নতুন নতুন স্কিল শিখতে পারছেন কি না। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ন। সাধারনত যে চাকরিতে গ্রোথ আছে, সেখানে শেখার স্কোপ ও বেশী। আমি এই ক্রাইটেরিয়ার ওপর সব থেকে বেশী গুরুত্ব দিতে অনুরোধ করব।
- চাকরিটি ভাল লাগছে কি না।
- চাকরিটি শরীর এবং মনের দিক দিয়ে নিরাপদ কি না। যেমন সেলসের চাকরি অনেকের স্যুট করে না। প্রচুর চাপ না নিতে পারলে অনেকেই মানসিক দিক দিয়ে ভেঙে পড়ে।

(৩)

মোটামুটি ভাবে ভদ্রস্থ চাকরির লাইনগুলো আমি, এই ভাবে ভেঙেছি-

স্কিলের নিরাপত্তা, ভাল মাইনে, এবং ভাল গ্রোথ

ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স, কর্মাস, গ্রাফিক্স ডিজাইন, এনিমেশন, বিজনেস গ্রাজুয়েট এই পর্যায়ে। এই ক্যারিয়ারের সমস্যা হল, ভাল কলেজের অভাব। আপনাকে বল্লাম ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এ ঢোকাতে- আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দিয়ে দিলেন। টাকা দিলেন। ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাবে। কিন্তু চাকরি পাবে না। কারন কিছুই শেখেনি। পর্ব ২ থেকে ৬ পড়ুন।

ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরির অভাব নেই। ভাল ইঞ্জিনিয়ারের খুব অভাব। কারন ইঞ্জিনিয়ারিং শুধু চাকরিতেই শেখা যায়। কলেজে শেখা যায় না। আমি এই নিয়ে আমার পর্ব ২-৬ এ আলোচনা করেছি। আর এসব মোটেও উচ্চমেধার ছেলেমেয়েদের জন্য না। আজকাল অধিকাংশ ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে ডিপ্লোমা করার পর তিন বছরের বিটেক করে। এসব লাইনে যারা আসে প্রায় সবাই মাধ্যমিকে ৫০%, উচ্চমাধ্যমিকে ৪০% পাওয়া পোলাপান। আমি এসব নিয়ে পর্ব ২-৬ লিখেছি। অথচ অজস্র কমেন্ট পাচ্ছি- সাধারন ছেলেদের জন্য কিছু বলুন! মাধ্যমিকে ৫০% এর নীচে কেও পায় নাকি?

চাকরির নিরাপত্তা, স্লো গ্রোথ, মধ্যম/ভাল মাইনে

মেডিক্যাল লাইনের সব চাকরিগুলি এর মধ্যে যাবে। সরকারি চাকরিও তাই। মেডিক্যাল লাইন নিয়ে পরে লিখব।

স্কিলের নিরাপত্তা, স্লো গ্রোথ, মধ্যম মাইনে

আই.টি.আই পাশ করা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। ডিপ্লোমা প্লাম্বার, ফিটার, ওয়েল্ডার, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার। এখান থেকে পাশ করে সেলসে কাজ করতে পারে। চাকরির অভাব নেই। কনটেন্ট রাইটিংও আমি এই পর্যায়ে ফেলব। মাইনে ভদ্র। স্কিলের নিরাপত্তা আছে। গ্রোথ স্লো, কিন্তু আছে।

চাকরি বলে দাবী করা হয়, কিন্তু যা আদৌ চাকরি বা জীবিকার পর্যায়ে ফেলা যায় না

মাস কমিউনিকেশন [জার্নালিজম], প্রাইভেট স্কুল কলেজের শিক্ষকতা [যারা সরকারি স্কেল পান না] । কারন মাইনে খুব কম। আর জার্নালিজমে নিরাপত্তাও নেই।

আমার একটা গল্প মনে এল। আমার অনেক বন্ধুরই প্রাইভেট স্কুল কলেজ আছে। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম- আচ্ছা কারা মোটে ১০-২০ হাজার টাকার স্যালারিতে স্কুলে শিক্ষকতা করছে? ওই টাকায় যারা চাকরি করে তারা আদৌ কি কিছু পড়াতে সক্ষম? ও হাসতে হাসতে বলল, এদের অধিকাংশই বিবাহিত মহিলা। স্বামী ভাল চাকরিতে আছেন। চাকরি এদের কাছে একটা স্টাটাস- কারন আজকাল কেওই গৃহবধূ থাকতে চায় না। ওই স্টাটাসটা ভাল দেখায় না। কারন চাকরিতে শুধু মাইনে না, ইনভল্ভমেন্টও বটে। তবে কাউকে যদি সংসার টানতে হয়, তাহলে অবশ্যই ওই মাইনেতে কেও শিক্ষকতার চাকরি করবে না। আমি মানছি প্রাইভেট স্কুলেও হয়ত ভাল শিক্ষিকা আছেন। যাদের স্বামীরা ভাল চাকরি করে বলে, তাদের মাইনে নিয়ে ভাবতে হয় না। ফলে তাদের অসুবিধে নেই।

আগামী পর্বগুলোর জন্য প্রোফাইল ফলো করতে থাকুন। বন্ধুদের, ছাত্রছাত্রীদের লেখাগুলো পড়ান।

একজনের চেতনার উন্মেশ হলে হবে না। সবার চোখ খুললে- তবেই আমরা সবাই নিরাপদ। সেইজন্যে লেখাগুলো শেয়ার করতে থাকুন। যাতে সবার চোখকান খোলে। সবার চোখকান খুললে শিক্ষা ব্যবসায়ীরা আপনাদের স্ক্যাম করতে পারবে না। আপনি একা শুধু স্রোতের বিরুদ্ধে গেলে, উড়ে যাবেন। সেইজন্যে

সবার মধ্যে এই নতুন আধুনিক চেতনার উন্মেশ হোক যে- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রাজনীতির জন্য পৃথিবী বদলাচ্ছে- নতুন পৃথিবীতে আসলে সুযোগ আরো অনেক অনেক বেশী। কিন্তু এখানে সেলফ লার্নিং ই শেষ কথা। আর সেটা করতে গেলে স্কুল লাইফে ৮ টা টিউশনি পড়ে লাভ নেই। উল্টে ক্ষতি আছে। পেশাদার সাবজেক্ট ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে শিখতে হয়। সবার চোখ তখনি খুলবে, যখন এই লেখাগুলো শেয়ার করবেন। নিজে এসব নিয়ে লিখবেন বা আলোচনা করবেন। আর আমি কোন সদ্গুরু, পীরবাবা বা বাবা রামদেব নই যে আমার কাছে সব সমস্যার ঐশ্বরিক সমাধান আছে। আমি এক্সপার্ট নই, জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে একজন শিক্ষার্থী। প্রতিটা ক্ষনেই শিখে চলেছি। দীর্ঘ পেশাদার জীবনে অনেক দেখেছি, অনেক শিখেছি। আবার আপনাদের সমস্যা শুনেও শিখছি। আমি যা লিখছি, তা আমার জানার ভিত্তিতে লিখছি, তা ভুল হতেই পারে। আপনারা চ্যালেঞ্জ করুন। তর্ক বিতর্কের ভিত্তিতেই সত্য সামনে আসে।

প্রোফাইল ফলো করতে থাকুন।

“জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ১৮

লাইন না লার্নিং? আগামী দিনের ক্যারিয়ারে কোনটা গুরুত্বপূর্ন?

বিপ্লব পাল, ২৭শে মে, ২০২৩

আজকের জীবন ও জীবিকা লাইভ সেশন থেকে আমি যা শিখলাম-

আজ গুগুল মিটে প্রায় ২০জন প্রশ্ন করেছেন তাদের ক্যারিয়ার নিয়ে, পিতামাতা-ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে। তাদের প্রশ্ন থেকে আমি যা বুঝলাম-

১ আমার এই জীবন ও জীবিকা সিরিজ লিখে খুব একটা লাভ হচ্ছে না। অভিভাবকরা হয় পড়ছে না, নইলে পড়ে বুঝছে না। কারন আমার এই সিরিজের মূল বক্তব্যই হচ্ছে ক্যারিয়ার গড়তে মূল উপাদন হচ্ছে, সেলফ লার্নিং, ইন্টার্নশিপ, ৬ টি অভ্যেস [যা আমি পর্ব -১৬ তে বিস্তারিত লিখেছি], সুস্বাস্থ্য [দেহ এবং মনের -পর্ব ৮], স্যোশালাইজেশন স্কিল এবং সেলফ ড্রাইভ [পর্ব ৯] ।

কি নিয়ে, কোন লাইন নিয়ে পড়াশোনা করবে তা গৌন। আজ যে সব লাইনে চাকরি আছে ১৫ বছর বাদে নাও থাকতে পারে। সেই জন্যে সবার থেকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত লার্নিং স্কিলের ওপর। কি শিখছে তা গৌন। কিভাবে শিখছে সেটাই মুখ্য। কারন আমরা যে পৃথিবীতে প্রবেশ করেছি, তাতে ওটা আর নেই যে একজন কেমিস্ট্রিতে এম.এস.সি পাশ করে সারা জীবন শিক্ষকতা করে কাটিয়ে দিল। আর নতুন কিছু শেখার দরকার হল না জীবনে। এ আই এর যুগে সব পেশা নতুন ভাবে তৈরী হবে। সবাইকে প্রতি দুবছর অন্তর অন্তর মেজর আপডেট করতে হবে। সুতরাং আগামী দিনের জন্য, লাইন না, লার্নিং গুরুত্বপূর্ন। কারন সবাইকে ক্রমাগত নতুন প্রযুক্তি শিখে যেতে হবে।

২ স্কুল এবং কলেজ, বেসিক ফাউন্ডেশন তৈরী করার জায়গা। মাইক্রোস্পেশালাইজেশনের চিন্তা তখনই আসা উচিত, যখন ফাউন্ডেশনাল সাবজেক্টে কিছুটা দক্ষতা এসেছে। আমি উদাহরন দিচ্ছি। একজন প্রশ্ন করলেন, তার ছেলে বা মেয়ে কার্ডিওভাস্কুলার টেকনিশিয়ান বা ওই জাতীয় কোন কোর্সে ইন্টারেস্টেড। আরেকজন বাবা চান, তার ছেলে ব্যঙ্কের ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্টে আসুক। ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ছে অথচ অনেক বাবা মা চাইছেন তাদের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এ আই বা ডেটা সায়েন্স নিয়ে পড়ুক। এবার দেখুন মেডিক্যাল লাইনে যেকোন কোর্সের ভিত্তি ফিজিওলজি এবং বায়োকেমিস্ট্রি। সে ডাক্তার, নার্স, ফার্মা যেদিকেই যাক। এখন এসব লাইন বাদ দিয়ে, যদি কেও পরবর্তী জীবনে মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানের লাইনগুলি- যেমন রেডিওলজি, ল্যাব টেকনিশিয়ান ইত্যাদির দিকে যায়, কলেজ লেভেলে ফিজিক্স, বায়োকেমিস্ট্রি ফিজিওলজি এসব সাবজেক্ট থাকলে অনেক সুবিধাই হবে। বেসিক স্ট্রং

থাকলে, সে মেডিকেল লাইনের যেকোন স্পেশালাইজেশনেই ভাল কাজ করতে পারবে। যারা ক্রেডিট রিস্ক বা এ আই নিয়ে পড়তে চাইছে, তাদের সব কিছুর ফাউন্ডেশন সংখ্যাতত্ত্ব এবং গণিত। স্ট্যাটে মাস্টার ডিগ্রি করে, এসব দিকের যেকোন লাইনে কাজ পেতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? অভিভাবকরা ছাত্রছাত্রীদের গণিত এবং সংখ্যাতত্ত্বের ভিত শক্ত করার দিকে নজর দিচ্ছেন না। অথচ লাখ লাখ টাকার ডেটা সায়েন্সে এ আই এর কোর্স নিয়ে ভাবছেন। তাতে কি লাভ? ওগুলো আরেকটা স্ক্যাম। অঙ্ক, স্ট্যাট ভাল না শিখে, কেউ এ আই বা ডেটা সায়েন্সের ক্যারিয়ারে বেশী কিছু করতে পারবে না। বেসিকে নজর দিন আগে। বেসিক্যালি মেডিক্যাল লাইনই বলুন, আইন ই বলুন, আর কর্মাস অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং- এগুলি ফলিত সাবজেক্ট। ফাউন্ডেশনাল সাবজেক্ট হচ্ছে এপ্লায়েড ম্যাথ / স্ট্যাট ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, এলালাইটিক/লজিক (যা এলগোরিদমে লাগে, আইন শিক্ষায় লাগে), ইংরেজি-কমিউনিকেশন এগুলির শক্ত ভিত্তি থাকলে, যেকোন লাইন শেখা জলভাত।

৩ একজন জানতে চেয়েছেন, তার স্কুলে পড়া মেয়ে, ফরেন্সিক সাইকোলজি নিয়ে পড়তে চাইছে। আজ লাইভে আরেকজন জানালেন, তার সন্তান ইন্টারন্যাশানাল রিলেশনশিপ নিয়ে পড়তে চাইছে। আচ্ছা, আপনাদের কি একবার ও মনে হচ্ছে না, এগুলো পাগলামির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে? স্কুলে যারা পড়ছে তারা এখনো বিজ্ঞানের বেসিক শেখে নি। তারা সাইকোলজিরই কি বুঝবে- ফরেন্সিক অনেক দূর! তারা কি জানে ইন্টারন্যাশানাল রিলেশনে কি পড়ানো হয়? পলিটিক্যাল সায়েন্সের সেই বেস কেউ স্কুলে তৈরী করতে পারে? পলিটিক্যাল সায়েন্সের ভাল বেস ছাড়া এসব কেউ বোঝে? ওদের আগে অঙ্ক ইংরেজি বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি বেসিক সাবজেক্টের ভিত্তি গুলো পোক্ত করুক! বেসিক স্ট্রং হলে, আর একটু বুঝলে, তারাই খুঁজে নেবে তাদের জন্য কি ভাল।

৪ আজ লাইভে একটি মেয়ে পরামর্শ চাইল- এম.বি.এতে ভর্তি হবে নাকি এম.এস.সি তে । এদিকে সে নিজেই জানে না এম.বি.এ তে লোকে কি শেখে, কি ধরনের চাকরি করে। তার বিজনেসে এপ্টিচুড আছে কি না। বিজনেস লাইনের চাপ তার সহ্য হবে কি না। সে তো কোনদিন একপিস কিছু বেচেও নি যা বুঝলাম। এম.বি.এ করে ভাল চাকরি লোকে তখন পায়- যখন তার জব এক্সপেরিয়েন্স আছে, ব্যবসা করার এটিচুড আছে। মেয়েটি ব্যতিক্রম না। ইঞ্জিনিয়ারিং এ গ্রামের ছেলেপুলেরা এইভাবে ভর্তি হচ্ছে। মানে করানো হচ্ছে। গ্রামে শহরে ছড়িয়ে গেছে কলেজের এজেন্টরা। এরা টার্গেট করছে যাদের কয়েক বিঘা জমি আছে। বলছে দুকাঠা বেচেদিন, ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবে- প্রচুর মাইনের চাকরি করবে। গ্রামের দিকের লোকেদের কোন আইডিয়া নেই। ছেলেটিরও কোন আইডিয়া নেই ইঞ্জিনিয়ারিং কি বস্তু। এবার সে ডিগ্রি নিয়ে বেকার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেড়োবে। তারপরে এম.বি.এর সেলসের লোকেরা এসে বলছে- না না বিটেকে কিস্যু হবে না। আরেক কাঠা বিক্রি করুন। এম.বি.এ লাগবে। ছেলেটির বাবা তাও দিচ্ছে। তারপরে হয়ত একটা ১০ হাজার টাকার সেলসের জব পাচ্ছে। দুদিন বাদে সেই কাজের চাপ না নিতে পেরে বাড়িতে এসে বেকার বসে থাকছে বা সরকারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই ছেলেটি যদি এগ্রিকালচার নিয়ে

পড়ত- সাবজেক্ট টা ভাল বুঝত। সেখানে সাইন করত। এখন সে তার বাবার জমিতেও কাজ করতে পারবে না। সে যে ক্যারিয়ারে ভাল করতে পারত, সেটা না শিখল, না ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর কাজে আসছে। স্ক্যামারদের খপ্পরে এসে তার বাবা কয়েক কাঠা জমি বেচে ছেলেকে বিকালঙ্গ করলেন আর কি! এটাই চলছে এখন বাংলায়।

আমি আরেকটা ঘটনা বলি। দুমাস আগে একটি ছেলে আমার সাথে যোগাযোগ করে। ছেলেটি বাইজুর অপারেশনে কাজ করত। বাইজু ৫০% ছাঁটাই করেছে। তার ও চাকরি গেছে। ছেলেটির বয়স ৩০। আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমার স্কিল কি? তার কোন স্কিলই নেই। সে বাইজুতে ছিল ম্যানেজার। বিভিন্ন ডিভিশনের লোকেদের সাথে কোঅর্ডিনেট করত। বলে আমি এম বি এ করেছি! বিটেক করেছি! প্রথমে স্ক্যামারদের খপ্পরে এসে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে। ভাল চাকরি পায় নি। যেহেতু কিছুই শেখে নি। ফলে ভাল চাকরি পেতে, দ্বিতীয়বার স্ক্যামারদের খপ্পরে এসে এম বি এ করেছে। এ দিকে কোন স্কিলই শেখে নি। এটাই চলছে। চারিদিকে এজেন্টরা বসে আছে। তারা অভিভাবকদের কানে তুলে দিচ্ছে, এই লাইন ভাল, এখানে ভবিষ্যত। সেটা হয়ত ঠিকই। অভিভাবকরাও দেখছেন সরকারি চাকরি স্ক্যামের চক্করে বিশ বাঁও জলে। ফলে, তারাও আতঙ্কিত হয়ে স্ক্যামারদের টাকা দিচ্ছেন।

ছেলেটি প্রথমে খুব গর্বের সাথে আমাকে বলেছিল, স্যার আমার বিটেক এমবিএ আছে। মানে তার এখনো ধারনা ওই সার্টিফিকেটগুলো থাকলে, তাকে প্রচুর সন্মান দেওয়া হবে। মানীগুনি উচ্চমেধার ভাবা হবে। সমাজ যেভাবে শিখিয়েছে আর কি। কিন্তু যখন আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, তোমার স্কিল কি? এবং সে কিছুই বলতে পারল না সে জীবনে কি শিখেছে- একটু বাদে কেঁদে ফেলল। বাবা সঞ্চয় ভেঙে ছেলেকে পড়িয়েছেন। এখন বাবার ক্যান্সার। কোথায় ছেলেটি বাবাকে সাহায্য করবে। তার বদলে বিটেক এম বি এ করে রিটায়ার্ড বাবা্র পেনশনের টাকায় বেঁচে আছে।

আমি তাকে বল্লাম আবার নতুন করে শেখ। এবার সলিড একটা কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখ। কিন্তু আর কাউকে টাকা দিও না। ইউটিউব থেকে নিজে শেখ। শিখে ইন্টার্নশিপ নিয়ে আবার প্রথম থেকে শুরু কর। জানি পেইনফুল। ৬ টা বছর নষ্ট হল। কিন্তু কোন কিছুই লেট না। আবার শুরু কর। এবার ভুল থেকে শিখে, ঠিক ভাবে কর। ভুল জীবনে হয়। কিন্তু সেই ভুল থেকে শিখে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন বাজারে চাকরির অবস্থা বাজে না। ইনফ্যক্ট এত ভাল চাকরির অবস্থা কোন কালে দেখি নি। কিন্তু কোন চাকরি? যেখানে ছেলেমেয়েটির কোডিং, সিস্টেম জ্ঞান একদম পরিস্কার হবে- তাকে সেলফ লার্নার হতে হবে। বেসিক ফাউন্ডেশন ভাল, এমন ছাত্র কর্পরেট পাচ্ছে না। যেগুলি খুব ভাল মাইনের চাকরি। সেখানে লোকই পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং আগে থেকেই এইসব মাইক্রোস্পেশালাইজেশন নিয়ে ভাববেন না। আগে তাদের লার্নিং স্কিল বাড়ান। ভাল অভ্যেস [৬ টি হ্যাবিট পর্ব-১৬] শেখান। বেসিক ফাউন্ডেশন শক্ত হোক। তাদের ভাল চাকরি, ভাল ক্যারিয়ার, ভাল গ্রোথের কোন অভাব নেই। অহেতুক ক্যারিয়ার নিয়ে আতঙ্কিত

হবেন না। যাদের বেসিক ভাল, চাকরি তাদের খুঁজে নেবে। আর সেটা না থাকলে, চিরকাল চাকরি খুঁজতে হবে।

আগামী পর্ব এবং আগের পর্ব পড়তে আমার প্রোফাইল ফলো করুন। আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু প্রশ্ন করতে থাকুন। আমাদের একটা হোয়াটসাপ গ্রুপ করা হয়েছে। সেখানে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে। হোয়াটসাপের গ্রুপের লিং কমেন্টে দিচ্ছি। আর লেখাগুলো সর্বত্র শেয়ার করুন। যাতে ছাত্রছাত্রীরা স্ক্যামারদের খপ্পরে পরে জীবনে সর্বনাশ না ডেকে আনে।

“জীবন ও জীবিকা" ভূমিকা পর্ব: ১৯

কেন জীবন এবং জীবিকা নিয়ে বাংলায় লেখা শুরু করলাম

বিপ্লব পাল, ৩১ শে মে, ২০২৩

(১)

সবকিছুরই শুরু থাকে, কারন থাকে। আমার এই জীবন ও জীবিকা সিরিজ শুরু করার পেছনেও দীর্ঘ ইতিহাস। গত দুই সপ্তাহে বিপুল সাড়া পেয়েছি। কোন কোন পর্ব ৫ লাখের ও বেশী লোকে পড়েছেন [ফেসবুকে যা দেখাচ্ছে] । প্রায় ২ লাখের বেশী লাইক, কমেন্ট এসেছে- শেয়ার হয়েছে ৯০০০ এর বেশী। প্রায় ৫০০০ এর বেশী অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রী, তাদের প্রশ্ন আমার কাছে রেখেছেন। আমি আমার সীমিত সময়ে হয়ত কয়েকশো প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি- তাও হোয়াটসাপ গ্রুপে।

একদিকে আমি খুশি যে এত লোকে পড়েছেন। অন্যদিকে আতঙ্কিত যে এগুলি পড়েও কিস্যু পরিবর্তন হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। আমি অধিকাংশ প্রশ্ন পাচ্ছি- মেয়ে কিভাবে বোর্ড এক্সামে ভাল মার্কস পাবে, বড় হয়ে এই হতে চাইছে, নইলে ওই হতে চাইছে। সমস্যা এই যে এই চাওয়া পাওয়াগুলো অভিভাবকদের থাকাটাই স্বাভাবিক। আপদ এই যে উনারা বুঝতে পাচ্ছেন না এই চাওয়া পাওয়ার চাপে এনারা অসংখ্য টিউশনি দিচ্ছেন, নাম্বারের পেছনে ছুটছেন- কম্পিটিটিভ পরীক্ষাতে ছেলে মেয়েদের বসাচ্ছেন- কিন্তু একবার ও দেখছেন না ছেলেটি বা মেয়েটির লার্নিং প্রসেস এ কি সমস্যা- সেটি শক্ত করার দরকার আছে কি না। অধিকাংশ প্রশ্নই, ছেলে বা মেয়ে এই পরীক্ষাতে পায় নি বা ওই পরীক্ষায় পায় নি- এবার তাহলে কি হবে? আগে এটা বুঝুন, এই ক্ষেত্রে সবার আগে এটা বুঝতে হবে আপনার ছেলে বা মেয়ে আগে ভাল লার্নার হয়ে উঠুক- তবে না সে সর্বত্র ভাল করবে। সে যদি দুর্বল লার্নার হয়, যেখানেই দিন, সে খুব ভাল কিছু করে উঠতে পারবে না। যদি আপনার ছেলে বা মেয়ে নিট বা আই আই টি মেইন্সে না পায়, তাহলে তার লার্নিং পদ্ধতি ঠিক করতে হবে আগে। কিন্তু সেটা না করে এনারা কোথায় কিসব কোর্স পাওয়া যায়, তার পেছনে ছুটছেন। চাকরি সব স্ট্রিমেই আছে। কিন্তু সেলফ লার্নিং এর মাধ্যমে না শিখলে, কেউ নেবে না। পশ্চিম বঙ্গের ছেলেমেয়েদের স্টান্ডার্ডের কতটা অবনতি আমি দেখছি।

(২)

অবনতি কি না আমি বলতে পারব না- তবে যেভাবে ছেলেপিলেরা আসছে, তাতে এটা বলতে পারি, যে তাদের শিক্ষাদীক্ষা মোটেও আধুনিক চাহিদার সাথে মিলছে না। আগের দিনের মতন মাস্টার ডিগ্রি পাশ করে, সরকারি পরীক্ষার যুগ আর নেই। সব কোম্পানীতেই স্কিলের চাহিদা- ডিগ্রি আর মার্কসের কোন

চাহিদা নেই। আর স্কিল দ্রুত নিজেকে শিখতে হয়। কারন সফটওয়্যার শিল্পে প্রতি দুই বছর নতুন নতুন জিনিস আসে। সবাই প্রতিদিন শেখে। এই জন্য এখানে মাইনেও বেশী। অনেক অনেক বেশী। [এসব বিস্তারিত জানতে আমার সিরিজের পর্ব ১ থেকে ৬ পড়ুন]

(৩)

এবার আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখি।

২০১২ সালে প্রথম খুব ছোট একটা ইউনিট আমি কলকাতায় খুলেছিলাম। জ্রেয়াস টেকনোলজি নাম দিয়ে। তখন ইলেকট্রনিক্সের কাজ করাতাম। ২০১৪ সালে আমি ইনভেস্টমেন্ট পেলাম, ইউনিট বড় করার জন্য। অনেকটাই বড় হয়। ২০১৪ সালে যেখানে মাত্র ৮জন ছিল, ২০১৬ সালের মধ্যে এটি ৭০ জনের কোম্পানীতে পরিনত হয়। ২০১৭ সালে এটির মূল অংশ প্রফেসি বা মেসিনসেন্স নামে পরিচিত হয়ে, আলাদা করা হয়- যা ২০১৮ সালে মেসিনসেন্স মাইক্রোসফট্রের গ্লোবাল স্কেল আপ প্রোগ্রামে প্রথম ১০ টি কোম্পানীর মধ্যে জায়গা করে নেয়। কলকাতা থেকে, আমরাই প্রথম ওই প্রোগ্রামে সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের বিশাল সমস্যা হচ্ছিল কলকাতায় স্কিল্ড ইঞ্জিনিয়ার পেতে। কলকাতায় অভিজ্ঞ কাউকে পাওয়া যায় না। এই ধরনের প্রোফাইল সবাই ব্যাঙ্গালোর, পুনেতে। ফলে বলতে গেলে ৯০% খুব ভাল ইন্টার্ন হায়ার করে, তাদের ট্রেইন্ড করে কাজ চালাতে হয়। যেমন ডেটা সায়েন্সের জন্য আমি প্রেসিডেন্সির ২০১৬ সালের ব্যাচের স্ট্যাটের প্রায় সবাইকেই হায়ার করেছিলাম [একজন বাদে]। ওদের ফাইনাল ইয়ারেই ইন্টার্ন হিসাবে হায়ার করে, কোম্পানীর কাজের সাথে যুক্ত করা হয়। ব্যাঙ্গালোর থেকে মেন্টর ছিল। ফলে ওরা যখন ২০১৬ সালে কাজে যোগ দেয়, খুব ভাল কাজ করছিল।

আমার সফটওয়্যার টিম প্রথমে ছিল জয়পুরে। ২০১৯ সালে আমরা ঠিক করি সব কিছু কলকাতায় এক ছাতার তলায় না করলে অসুবিধে। কারন আই টির কাজে ইলেক্ট্রনিক্স এবং সফটওয়্যার টিম একসাথে কাজ না করলে মুশকিল।

আমার দুর্ভাগ্যের শুরুও সেখান থেকে। এই গল্পের শুরু ও এখান থেকে। আমি ভাবলাম, যেহেতু কলকাতায় ক্লাউড বা মিডলোয়ারের অভিজ্ঞ লোক নেই, আগের মডেলে ভাল ইন্টার্ন হায়ার করে তাদের ট্রেইন্ড করা যাক। সেই অনুযায়ী প্রায় ৪০ টা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ২০০০ ছেলেমেয়ের পরীক্ষা নেওয়া হল। মাত্র ৬ জন ৪০% এর বেশী পেল। তাদের মধ্যে তিনজনকে নেওয়া হল ইন্টার্ন হিসাবে। কিন্তু এদের রাখা গেল না। কারন এদের সবাই খুব বড় ব্রান্ডে চাকরি পেল। স্যালারি বেশী অফার করলেও কেউ কলকাতার ছোট কোম্পানীতে থাকে না। কারন ব্যাঙ্গালোরে ইকোসিস্টেম, ভাল-কোম্পানী, বড় ব্রান্ড।

এরপর জ্রেয়াস, যেটা এখন আরেকটা আলাদা কোম্পানী আলাদা অফিস, সেখানেও ক্যাম্পাস থেকে ইন্টার্ন নিতে গিয়ে একই অভিজ্ঞতা। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে ভাল কোডার তৈরী হচ্ছে না। হচ্ছে হাতে গোনা কজন। তাদের সবাই ব্যাঙ্গালোর পুনে তে চলে যাচ্ছে। টিসিএস ইনফোসিসের ক্যাম্পাসে যারা

পাচ্ছে- তাদের অধিকাংশ কাজই ডেভেলপারের না- নন কোডিং কাজ। যেখানে একটু ভাল ইংরেজি জানলে আর কোন একটা সফটওয়্যারে ট্রেনিং নিলেই হয়। তাছাড়া ওগুলো কম মাইনের চাকরি। সুতরাং সেইসব ক্ষেত্রে কোডিং বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কম জেনেও লোকে চাকরি পেতে পারে।

কলকাতায় যাদের ভাল সিস্টেম- সফটওয়্যার কোম্পানী আছে, তাদের অনেক সিইওই আমার বন্ধু- আমার ফেসবুক প্রোফাইলেই অনেকে আছেন। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি করে কলকাতায় ছোট বা মাঝারি সাইজের কোম্পানী চালাচ্ছেন? কারন ঠিক ঠাক টেলেন্টেড রিসোর্স পাওয়া যাচ্ছে না। যাদের দিয়ে এডভান্সড প্রোডাক্টে কাজ হয়। সবার উত্তর এক

- ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না

- আর সেই জন্য, কলকাতা ছেড়ে অনেক ছোট ভাল কোম্পানীই চলে গেছে পুনে, সুরাট, ইন্দোরে

এই সিইওদের মধ্যে অনেকেই আছেন, বাংলাকে ভালোবেসে কলকাতায় হাজার রাজনীতি এবং নেগেটিভের মধ্যেও কোম্পানী চালাচ্ছেন বিদেশ থেকে। তারা বাংলার মাটি ছাড়বেন না। তাদেরকে স্যালুট। আমি তাদেরকে বল্লাম আমরা সবাই মিলে যদি এমন একটা সংস্থা করি- যেখানে একটা কোডিং ক্লাব করব, সেখানে বাংলার ছেলেদের কোডিং এর পরীক্ষা এবং চর্চার মাধ্যমে ওদের উন্নত করব- তাহলে সবার লাভ হবে। সেখানে ছেলেমেয়েদের টাকা লাগবে না। কারন, কোডিং ক্লাবে কেউ ভাল করলে, তাদেরকে নিয়ে নেওয়া যাবে এবং সেই প্লেসমেন্ট ফিতে ক্লাব চলবে। সবাই বলল, উত্তম প্রস্তাব। এগিয়ে যাও। ইনভেস্ট করলাম। অন্য আরেকটি কোম্পানী [সুদীপদার ই বি আই ডবলু] ও ইনভেস্ট করল যাতে কলকাতায় কোডিং ট্যালেন্ট তৈরী করা যায়। ক্রাকিং আই টি জব সংস্থার নাম। এখানে কোডিং পরীক্ষা দেওয়া যায়। কোম্পানীগুলি তাদের ইন্টার্ন পজিশনের জন্য পোষ্টিং ও দেয়। বেসিক্যালি এটা টেস্ট প্ল্যাটফর্ম, ইন্টার্ন নেওয়ার জন্য।

প্রথমে গুগুলের কোডিং জ্যাম স্টান্ডার্ডে টেস্ট সেট করা হল। দেখা গেল কেউ কিছু পারছে না। বুঝলাম এটা আই টি কুলির দেশ। এখানে অনেক নীচু থেকে শুরু করতে হবে। অত উঁচু আশা রাখলে চলবে না। পরে পরীক্ষা আরো সহজ করা হল। তাও সেই একি হাল।

তখন ভাবলাম এদের ট্রেনিং দেওয়া যাক। প্রথমে লোক্যাল প্রফেসর দের দিয়ে প্রশ্ন গুলোর সমাধান করাতাম। দেখলাম, স্থানীয় যারা পড়াচ্ছে, তাদের কোডিং স্কিলে সমস্যা আছে। সেটা হতে পারে। কারন ভাল কোডাররা সবাই ইন্ডাস্ট্রিতে। তারা কেউ কম পয়সার শিক্ষকতার কাজে আসে না। স্যালারি রেশিও ১: ১০ সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে। ফলে মেরীল্যান্ড থেকে যোসেফ পিবাস বলে একজনকে হায়ার করলাম। এই ছেলেটি মেরিল্যান্ড কলেজ পার্কের কম্পিউটার সায়েন্সের গ্রাজুয়েট [কলেজ পার্কের র‍্যাঙ্ক প্রথম ২০ এর মধ্যে, আই আই টির ওপরে]। গুগুল জ্যাম ভাল জানে এবং একজন পেশাদার কোডার । ভাললাম, এ ক্লাস নিক। যোসেফকে দিয়ে প্রায় ১২ টা ক্লাস করানোর পরে [ইউটিউবে ক্লাস গুলো দিলাম] দেখা গেল,

কেউ ওই ক্লাস শুনছে না। আমি নিজেও ছেলেমেয়েদের ক্যারিয়ার গাইড ওয়েবিনার করেছি ছটা। এসব কিছুই ছিল ফ্রি। কারন কোডার তৈরী হলে, কোডিং ক্লাব লাভ করত। দেখা গেল ছেলেপুলের শেখার ইন্টারেস্টই নেই। ১০০০-২০০০ ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে কোডিং ক্লাবে- কিন্তু ৪ জনও ২৫% ক্লিয়ার করতে পারছে না। বেসিক্যালি কারুর কোন ইচ্ছাই নেই। সবাই ওই টিসিএস মডেলের ক্যাম্পাসিং চাইছে। আমি হোষ্টেলে শুয়ে বিড়ি গাঁজা টেনে কাটিয়ে দেব। আর ক্যাম্পাসিং এর দিন টাই শুট পরে আসলেই টিসিএস তুলে নিয়ে যাবে! এই হচ্ছে এদের এক্সপেক্টেশন।

কোডিং শিখতে হবে? সেটা কি?

এদিকে তিনমাস চালিয়ে বোঝাগেল ২০০০ ছেলেপুলে এল বটে, কিন্তু ১ টি পাতে দেওয়া যাবে না। ফলে ক্লাব চালিয়ে লাভ নেই। অথচ এই ক্লাব নিয়ে কলকাতার অনেক আই টি কোম্পানী আশায় ছিল, এখান থেকে ভাল কোডার বেড়বে। ভাল ট্রেনার ছিল, কেউ নিতেই পারল না। প্রায় ১৫ টি কোম্পানী আমাকে ৫০০ এর বেশী ইন্টার্নের জন্য বলেছিল। আমি দেখলাম, একটিই দিতে পারছি না- ৫০০ কোত্থেকে দেব। যারা ক্লাবে আসছে কোন বেসই নেই।

এই ব্যর্থতার পর, আমি নানান স্কুল শিক্ষকের সাথে কথা বলি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের সাথে দেখাও করি, অবস্থা বোঝার জন্য। ব্যাপারটা কি? যেটা বুঝেছি-

১) এই সব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যারা পড়ছে- তাদের অভিভাবক বা ছেলেমেয়েদের ক্যারিয়ার কি বস্তু সেই আইডিয়াটুকুই নেই। সব প্রায় নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির। আই টি আই থেকে বিটেকে এসেছে। কেউ জমি বেচে, কেউ ধার নিয়ে। বাংলার আপার ক্লাস ফ্যামিলির ছেলেপুলেরা সরকারি কলেজে না পেলে, ইকো, স্ট্র্যাট, ফিজিক্স, ফার্মা, নার্সিং এসব লাইনে যাচ্ছে। এদের প্রেফারেন্স স্কুলের চাকরি নইলে মেডিক্যাল লাইন। খুব কম সংখ্যায় প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আসছে। কারন এদেরও বিশ্বাস উঠে গেছে। এইটুকু ঠিক।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বাংলায় স্কুলের চাকরি কিলো দরে বিক্রি হয়ে গেছে। এখন যারা এম এস সি পাশ করেছে, তারাও সফটওয়্যার ট্রেনিং নিয়ে সেই আইটিতেই ঢুকছে। যেহেতু স্কুলে কি হবে আর কেউ ভরসা রাখতে পারছে না। এখন এটাই যদি হয়, তাহলে বি এস সি থেকেই সফটওয়্যার শিখে সেটাই করতে পারত। জীবনে ৫ বছর এগিয়ে যেত।

২) কিন্তু এই যে বিপুল ৫০-৮০ হাজার ছাত্রছাত্রী প্রাইভেটে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে- এদেরই বা কি হবে? ২০২১-২২ সালে ক্যাম্পাসিং ভাল হয়েছিল। টিসিএস ইনফি প্রচুর লোক নিয়েছিল। কিন্তু তাদের অনেকেই এখনো জয়েনিং লেটার পায় নি [পর্ব ২-৬ দেখুন, প্রচুর লেখা এবং নিউজ রেফারেন্স দিয়েছি] । এবার ক্যাম্পাসিং খুব বাজে হয়েছে। এর পরের বছর আরো বাজে হবে। কারন আমেরিকান মার্কেটে মন্দা। আর চ্যাট জিপিটির জন্য অনেক কম লোক লাগবে। যাদের লাগবে তাদের চোস্ত সিস্টেমে জ্ঞান থাকতে হবে।

সেই ট্রেনিং তো কেউ দিচ্ছে না। ক্লাসে পড়ানো হচ্ছে। ছেলেপুলেরা পাশ করছে। কিচ্ছু শিখছে না। অনেকে বলছেন কোর ইঞ্জিনিয়ারিং। লোকের আইডিয়াই নেই। ভারতের কোন ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টে ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ার প্রায় নেয় না। যারা ওই মোহে প্ল্যান্টের কাজ নিয়েছেন- দেখেছেন, ৫ বছরে স্যালারি প্রায় বাড়ে নি। অনেকেই অন্য লাইনে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

৩) সফটওয়্যারের বাইরেও আমাদের বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্সের ল্যাব আছে। সেখানে বায়োসেন্সারে কাজ হয়। সেখানেও দেখছি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বাংলাতে সেই ৫০ বছরের পুরাতন ট্রাডিশনেই পড়ানো হচ্ছে। ফলে একাডেমিক্সে সমস্যা হবে না- কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর এনডিতে এদের মানিয়ে নিতে বেশ সমস্যা হয়। এবং সমস্যার মূল কারন, ফেলিওর কে আনালাইজ করতে না পারার ব্যর্থতা। যেটা বর্তমানে সফটওয়্যার থেকে কেমিস্ট্রি- সর্বত্র দরকার । কিন্তু স্কুল কলেজে ওই ভাবে পড়ানো হয় না। ফলে ছেলেমেয়েরাই বা নতুন পদ্ধতিতে শিখবে কি করে? তারা তো ১০০/১০০ পেতে অভ্যস্ত।

মোদ্দা ব্যপারটা কি? পৃথিবী বদলাচ্ছে দ্রুত। আমরাই তাল মেলাতে পারছি না। অভিভাবকরা মেলাবেন কি করে?

যত দিন যাচ্ছে তত, দেখা যাচ্ছে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি থেকে সফটওয়্যার- সর্বত্রই আর এন ডিতে লোক লাগছে বেশী। এসব কাজে যথেষ্ট মেধা লাগে। আর তার থেকে বেশী লাগে ব্যর্থতা থেকে দ্রুত শেখার শিক্ষা। আগের দিনের ওই মুখস্থ করে, টিউশনি লাগিয়ে পরীক্ষাতে ১০০/১০০ এখন কেউ পাত্তাই দেবে না। কারন রিসার্চ এন্ড ডেভেলেপমেন্টে ওটার দরকার নেই, দরকার তাদের- যারা ব্যর্থতা থেকে দ্রুত শিক্ষা নিয়ে নতুন দিশা দেখতে পায়। বিজ্ঞানের আবিস্কার ওই পথেই হয়।

ফলে আমি দেখলাম, কোটি কোটি অভিভাবক অন্ধকারে। এদেরকে যে যেমন পারছে, লোভনীয় কোর্স দেখিয়ে মুর্গী করছে। আর সবাই এ আই ডেটা সায়েন্স করছে- কিন্তু কেউ স্ট্যাট ম্যাথ শিখতে চাইছে না। তা এদেরকে কে ইন্টার্নশিপ দেবে? আমাদের ডেটা সায়েন্সের ইন্টার্নের পরীক্ষায় ১০০% স্ট্যাটের বেসিক প্রশ্ন থাকে। বাকীদেরও তাই হওয়া উচিত। কারন মেসিন লার্নিং লাইব্রেরী কোড চালাতে একটা ক্লাস ফাইভের ছেলেও পারে। কিন্তু অভিভাবকরা কি আর সেসব জানবে? তারা লাখ টাকার কোর্স দেখে, ডেটা সায়েন্সে চাকরির চাকচিক্য দেখে, সেইখানেই টাকা দেবে। তাদের কোন আইডিয়াই নেই ডেটা সায়েন্স খায় না মাথায় দেয়! ফলে এই লেখাটা, এই সিরিজটা আমাকে লিখতেই হত। কাজের দুনিয়া এবং সেখানে শিক্ষার চাহিদাটা যে সম্পূর্ন বদলে গেছে- সেই বার্ত্তাটা অভিভাবকদের কাছে পৌছে দিতেই হবে।

ইউটিউবে অঙ্ক ইংরেজি কোডিং শেখার অসম্ভব ভাল রিসোর্স আছে। বাংলার কোন শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব না ওর থেকে ভাল শেখানো বা ওই লেভেলের ১০% শেখানো। আমি সেগুলো রেগুলার দিচ্ছিও আমার পোষ্টে। আমার প্রোফাইল ফলো করতে থাকুন। আরো রিসোর্স পাবেন।

মনে রাখুন, এই পরিবর্তিত দুনিয়াতে সফল হওয়ার চার মন্ত্র

- ইউ টিউব থেকে সেলফ লার্নিং-যেকোন সাবজেক্টে।
- সেই স্কিলের, মেন্টর পাওয়া- যিনি একজন প্রাক্টিসিং পেশাদার লোক [শিক্ষক নন]
- ইন্টার্নশিপ।
- কঠিন প্রবলেম, এলগোরিজম ইত্যাদি করে ব্যার্থতা থেকে শেখা- লার্নিং ফ্রম ফেলিওর।

শনিবারের গুগুল মিটে যোগ দিন। আর ডিটেলস দিন বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। এসবকিছুই আমার রিসেন্ট ফেসবুক পোষ্টেই আছে। খুঁজে নিন। নিজেরা সেলফ লার্নিং প্রাক্টিস করুন আগে। সেলফ লার্নিং এর প্রথম স্টেপ নিজে নিজে রিসোর্স খোঁজা।

আর আমার জীবন এবং জীবিকা সিরিজ পড়ার পর কোন প্রশ্ন থাকলে, হোয়াটসাপে গ্রুপে জয়েন করুন । সেখানে ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে উত্তর পেয়ে যাবেন। হোয়াটসাপ গ্রুপের নাম্বারও এই ফেসবুকেই পেয়ে যাবেন, কমেন্টেই পেয়ে যাবেন। অন্যান্য পোষ্টের থ্রেডেই আছে।

পোষ্ট এবং প্রোফাইল ফলো করতে থাকুন। আগামী পর্বে [২০] আলোচনা করব কি করে আপনার সন্তান তুখোড় লার্নার হয়ে উঠতে পারে। কারন সেটা সবার আগে দরকার। তার আগে কোন লাইনে পড়বে ভেবে লাভ নেই। আপনারা তাদের টিউশনিতে পাঠিয়ে অলরেডী তাদের লার্নিং স্কিলের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। আগে সেটা ঠিক করা যাক।

লেখাটি প্লিজ শেয়ার করুন। কারন বাকী অভিভাবকরাও জানুক বাস্তব অবস্থা কি। শুধু আপনি আলোকিতহলেই হবে না। বাকীরা পেছনে থাকলে, তারাও আপনাকে পেছনে টানবে।

যোসেফের কোডিং ক্লাবের ক্লাস- কি করে কোডিং ইন্টারভিউ ক্রাক করতে হয় [প্লে লিস্ট]

https://www.youtube.com/watch?v=cVsdOMykBtI...

আই টি/ কম্পুটার/ ইলেকট্রনিক্সের ছেলেমেয়েদের জন্য আমার ক্যারিয়ার গাইড [প্লে লিস্ট]

https://www.youtube.com/watch?v=CZN6Zv-9jk0

“জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২০

অঙ্কে ১০০/১০০ নাকি উঁচু ক্লাসের অঙ্ক? কোনটা লার্নিং এবং ক্যারিয়ারের জন্য ভাল?

বিপ্লব পাল, ১ জুন, ২০২৩

(১)

হোয়াটসাপ গ্রুপে এবং ফেসবুকে, যেসব মেসেজ পাচ্ছি, তার একটা বড় অংশ এরকম :

-স্যার ম্যাথে কি করে ভাল মার্কস পাব টিপস দিন!

-কোন ভিডিও থাকলে দিন, যাতে মেয়ে বিজ্ঞানে ভাল মার্কস পায়!

এদের ছেলেমেয়েরা সবাই স্কুলে পড়ে।

এবার যাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল সাঙ্গ। নিট পায় নি। আই আই টি এডভান্ডসড, মেইন্স পায় নি। জয়েন্টে র‍্যাঙ্ক নীচে। তাদের হাজার প্রশ্ন- আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে পড়ে কি ফিউচার? বিসিএ করে কি ফিউচার? যেন এসব লোভনীয় স্ট্রিমে লাখ টাকা দিয়ে পড়ালেই ছেলের ভবিষ্যত গোলবাড়ির কষা মাংসের মতন বিকোবে।

এই দুই গ্রুপের বাবা-মায়েরা বিচ্ছিন্ন না। এরা ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়ের পেছনে আটজন টিউটর লাগিয়েছেন। টিউটররা রেঁধে খাইয়ে বোর্ডে ৯০%+ করে দিয়েছে। কিন্তু লার্নিং এবং সেলফ লার্নিং যেহেতু দুর্বল থেকে গেছে, আই আই টি পায় নি। নিট পায় নি। জয়েন্টে র‍্যাঙ্ক খারাপ।

এই দুই গ্রুপ আলাদা না। স্কুলের প্রথম গ্রুপটাই, দুবছর বাদে দ্বিতীয়গ্রুপ হয়ে যাবে। কেন জানেন? যারা ওইভাবে টিউটর বেঁধে মার্কস তোলাচ্ছেন, তারা ছেলেমেয়েদের লার্নিং স্কিল দুর্বল করে দিচ্ছেন। তাদের পক্ষে একটু শক্ত প্রশ্ন আসলেই, শক্ত কিছু শিখতে হলেই অসুবিধা হবে। শুধু যে তারা জয়েন্ট নিটে ধেরাবে তাই না। ব্যাচেলর ডিগ্রি থেকে যেকোন স্কিল ভিত্তিক, লাইন ভিত্তিক, স্ট্রিম ভিত্তিক শিক্ষাতেও বাজে করবে। কারন তাদের লার্নিং এর ভিতটাকেই টিউশনি দিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অথচ আজকের দিনে চাকরির বাজারে, পেশাতে, লার্নিং স্কিলটাই আসল। এই নিয়ে পর্ব ১৮-১৯, ১০ এ

আলোচনা করেছি। এই পর্বে আরো গভীরে যাব। কিভাবে লার্নিং আরো ভাল করা যায়। এবং আগামী দুই পর্বেও এই নিয়ে আলোচনা চলবে। প্রফাইল ফলো করতে থাকুন। শনিবার ৫-৩০ শে গুগুল মিটে সন্তান সহ জয়েন করুন।

(২)

দেখুন, ভারতে ক্লাস-১০ পর্যন্ত সিলেবাস অত্যন্ত সহজ। কোটি কোটি ছাত্রের কথা ভেবে লেখা সিলেবাস। ড্রাইভারের ছেলের জন্য যে সিলেবাস, তার মালিকের ছেলের জন্যও একই সিলেবাস। মোটেও মেধাবী, হাই লার্নিং স্কিলের ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে এই সিলেবাস লেখা হয় নি। সিলেবাস যে বোর্ডেরই হোক না কেন।

অন্যদিকে আপনার পুত্র বা কন্যা যখন নিট বা আই আই টি দিতে যাবে, তখন সেইসব পরীক্ষা কিন্তু আবার অত্যন্ত হাই লার্নিং স্কিলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। হঠাৎ করে ১০ গুন বেশী লার্নিং স্কিলের দরকার। কি করে পিক আপ করবে ছাত্রছাত্রীরা? অধিকাংশই করতে পারে না। ফলে লেখার শুরুতে, আমার বর্নিত প্রথম গ্রুপ, দ্বিতীয় গ্রুপে পরিনত হয়।

(৩)

আপনি যখন একজন ক্লাস ফাইভের এর বাচ্চাকে আটটা টিউশনি দিয়ে অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাসে ১০০/১০০ আনার চেষ্টা করছেন তখন বাচ্চাটার কি কি ক্ষতি করছেন? এ লিস্ট বিশাল লম্বা। শুধু চারটে পয়েন্টেই সীমাবদ্ধ থাকছি

প্রথম, বিশাল ক্ষতি- টিউটর দিয়ে তার সেলফ লার্নিং নষ্ট করে দিচ্ছেন। কারন সে না খুঁজেই জিস্টটা পেয়ে গেল টিউটরের কাছ থেকে। সামারি পেয়ে গেল। অথচ ফেইনম্যান মেথড অব লার্নিং এ, অনেক এদিক ওদিকে ঘেঁটে- ওই সামারি করাটাই কিন্তু লার্নিং এর গুরুত্বপূর্ন একটা ধাপ।

দ্বিতীয়, টাইম ম্যানেজমেন্ট, রুটিন। আমি আগের দিন বলেছিলাম, ক্লাস ১০ পর্যন্ত শিশুদের বিকাশের জন্য, আইডিয়াল রুটিন হওয়া উচিত। দেখুন আপনাদের ক্লাস ১০ পর্যন্ত যা সিলেবাস, তাতে একজন বাচ্চার যদি দিনে ২ঘন্টার বেশী সময় লাগে, তাহলে জানবেন, সে ভাল লার্নার না এবং তার লার্নিং উন্নত করতে হবে। সুতরাং স্কুলের বাইরে যে আরো ৮ ঘন্টা পাচ্ছে- কিভাবে কাটানো উচিত? আমার মতে সেই ভাগটা এমন হওয়া উচিত

- ২ ঘন্টা স্কুলের সাবজেক্ট
- ২ ঘন্টা শরীরচর্চা এবং খেলা- ফিল্ড গেমে যাওয়া সব থেকে ভাল
- ১ ঘন্টা কোডিং শেখা, গেমিং এর মাধ্যমে

- ১ ঘন্টা আঁকা, গান, আবৃত্তি, নাটকে দেওয়া
- ১ ঘন্টা উঁচু ক্লাসের অঙ্ক শেখা, নিজের মাইন্ডকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য
- ১ ঘন্টা ইংরেজি শেখা- স্কুলের বাইরে- সিলেবাসের বাইরে। আমি প্রচুর রিসোর্স দিয়েছি আগের পোষ্টে।

আরো ভাল ইংরেজি শেখা ভীষন ক্রিটিক্যাল হয়ে যাবে। কারন এখন কম্পিউটার ইংরেজি সরাসরি বোঝা শিখে গেছে। কোডারদের বদলে ভবিষ্যতে যারা ভাল ইংরেজি জানে তাদের দরকার হবে বেশী এবং ভাল ইংরেজির শিক্ষক নেই।

অর্থাৎ দুঘন্টার বেশী, বোর্ডের সিলেবাসে দেওয়া যাবে না। কারন আরো ২ ঘন্টা বার করতে হবে, উঁচু ক্লাসের অঙ্ক আর ইংরেজি শেখার জন্য। বাকী ৪ ঘন্টা শরীর চর্চা/গান/নাটক /কোডিং এ দিতে হবে। বর্তমানে যা অবস্থা, একজন ছাত্র সমস্ত সময়টা টিউশনি পড়ছে। তাহলে সে অন্যান্য যেসব লার্নিং স্কিল- যা গান থেকে আসে, আঁকা থেকে আসে, নাটক থেকে আসে, কোডিং থেকে আসে- সেসব শিখবে কখন? জীবনে মার্কসে গুরুত্ব নেই, কিন্তু আঁকা শেখার আছে, নাটক শেখার আছে। কারন সেখান থেকেই শিখবে প্রেসেন্টেশন স্কিল। যা চাকরিতে মাস্ট। আর কোডিং শেখা তো সরাসরি জবের সাথে জড়িত। আর উঁচু ক্লাসের অঙ্ক না শিখলে, সে নিজের লার্নিং কে উন্নত করতে পারবে না। কারন সে তার ব্রেইনকে চ্যালেঞ্জ করছে না। ফলে ভবিষ্যতের জেইই, আই আই টি, নিটে বাজে করবে বা পাবে না। আপনারা কি বুঝতে পারছেন, টিউটরের কাছে দিয়ে কি ক্ষতিটা করছেন?

তৃতীয়, গুরুত্বপূর্ন জিনিস- লার্নিং ফ্রম ফেলিওর। ওটা তো কঠিন অঙ্ক, কঠিন বিজ্ঞানের প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা না করলে হবে না। কঠিন প্রবলেম এটেম্পট নিতে হবে। এটা নিয়ে পর্ব -১২ তেই লিখেছি। কেউ অঙ্ক সহজে করে ফেলছে, কেউ পারছে না। কেন এমন হয়? ব্রেইন সবার সমান হলেও, ব্রেনের খুব ক্ষুদ্র অংশই আমরা কাজে লাগাচ্ছি। অঙ্ক বা চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়াতে গেলে, আরো বেশী করে আমাদের নিউরনগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। নিউরোসায়েন্টিস্টরা যেটা দেখেছেন ব্রেনের ম্যাগনেটিক রেজোনান্স স্টাডি থেকে- মানুষ যখন ভুল করে, সেই ভুল থেকে যে শিক্ষা পায়, সেটা সব থেকে সলিড। ইনফ্যাক্ট, এক ছাত্র যখন বোঝে এটা ভুল করছি- সেটা সব থেকে বেশী ব্রেইন সেলকে সচল করে। অথচ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা এমন, একজন শিশু ভুল করলে তাকে ধমকানো হয়। তাকে বলা হয় তার দ্বারা অঙ্ক হবে না। এর ফলে সে আরো সহজ অঙ্ক করতে যায় যাতে ভুল না হয়-এবং আস্তে আস্তে সে সেই সাবজেক্টে পিছিয়ে পড়ে। অথচ এপ্রোচটা হওয়া উচিত ছিল উলটো। তাকে আরো কঠিন সমস্যা দাও। আরো ভুল করতে দাও। ভুলের মাধ্যমে শিখতে দাও। অর্থাৎ একটা সহজ অঙ্ক ঠিক করে যতটা শেখা যায়, তার থেকে বহুগুন শেখা সম্ভব একটা কঠিন অঙ্ক ভুল করে। অথচ ছোটবেলা থেকেই আমরা একজন শিশুকে অঙ্ক বা বানান ভুল করার জন্য অপরাধী বানাচ্ছি। ফলে সে ভয়ের চোটে আরও সহজ অঙ্ক করতে

চাইবে বা আরো সহজ বাক্য লিখতে চাইবে। শব্দ বা নাম্বার কোনটা নিয়েই সাহস করে নতুন কিছু করার চেষ্টা করবে না। এখানেই তার শিক্ষার সব থেকে বেশী ক্ষতি করা হচ্ছে। তাছাড়া সফল হওয়ার যে ৬ টা অভ্যেস বিজ্ঞানীরা বলেছেন [পর্ব ১৬ পড়ুন] -তার একটা হচ্ছে লেগে থাকার অভ্যেস- সমস্যার সাথে লেগে থাকুন। সমাধান আসবেই। ১০০/১০০ পেতে গেলে একই অঙ্ক বারবার করতে হয়। সেখানে লার্নিং ফ্রম ফেলিওর এবং সমাধান নিয়ে লেগে থাকা অভ্যেস তৈরী হয় না। যা জীবনে সফল হওয়ার জন্য সব থেকে বেশী দরকার।

ডোপামিন রিওয়ার্ড- যা একটি ছেলে বা মেয়েকে সাবজেক্টকে ভালবাসতে শেখায়, সেটাও ওই টিউটর ভিত্তিক ১০০/১০০ করতে গিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। কারন একই জিনিস ঘষ্টাতে কার ভাল লাগে? বরং নতুন কিছু করা- ব্রেনের এক্সসারসাইজ করা, আমরা সবাই ভালোবাসি। সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ছেলেমেয়েকে বোর্ডের সহজ সিলেবাসে ১০০% পাওয়াতে গিয়ে আপনি তাদের দুর্বল লার্নার বানিয়ে দিচ্ছেন। তারা +১২ কম্পিটিটিভ এক্সামে ঠোক্কর খাচ্ছে। কলেজেও খাবে। আমার হোয়াটসাপ গ্রুপ, ফেসবুক এই ধরনের ছেলেমেয়ের অভিভাবকদের মেসেজে ভরে গেছে। তারা এখনো বুঝতে পারছেন না, তাদের ভুলটা কোথায়। তাদের ধারনা, লাখ লাখ টাকার লোভনীয় কোর্স কিনে, তারা ছেলের ক্যারিয়ার মেকআপ করে দেবেন। হবে না, স্যার। লার্নিং স্কিল না বাড়ালে কিস্যু হবে না।

আমি যে ৮ ঘন্টার রুটিনটা দিলাম, পর্ব-৮ যেভাবে মনের ফোকাস বাড়াতে বলেছি, পর্ব-৯ তে যেভাবে পড়াশোনার জন্য মোটিভেশন বাড়াতে বলেছি এবং পর্ব-১৬ তে যে ৬ টি অভ্যেসের কথা লিখেছি- সেই পথে গেলে কিন্তু আপনার ছেলেমেয়েরা এডভান্সড লার্নার হবেই। একজন এডাভান্সড লার্নার সব ফিল্ডেই সফল হবে, সর্বত্রই চাকরি পাবে।

পর্ব-৮/৯/১০/১৬ তে যেসব টিপস দিয়েছি, সেগুলো ফলো করলে দেখবেন ছেলে মেয়ের ফোকাস এবং মোটিভেশন দুটোই বাড়ছে। ফলে সে ২ ঘন্টা পড়ে, নিজে পড়ে বোর্ডের সিলেবাস উদ্ধার করে দিচ্ছে। এই দুই ঘন্টাই বোর্ডের সিলেবাস ম্যানেজ করতে না পারলে, সে এডভান্সড লার্নার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে উঠতে পারবে না।

এর পরের পর্বে, ফেইনম্যান্স মেথড অব লার্নিং, আপসাইড ডাউন এবং এক্টিভ বনাম প্যাসিভ লার্নিং নিয়ে আলোচনা করব। প্রোফাইল ফলো করতে থাকুন। লার্নিং নিয়ে গুগুল মিট হবে শনিবার ৫:৩০ এবং রবিবার ৫:৩০ বিকেলে। সন্তান সহ আসুন। সব ডিটেলেস আমার আগের পোষ্টেই আছে।

চতুর্থ, আজ হোয়াটসাপে আমাকে এক ছাত্র লিখেছে [পাবলিক গ্রুপেই লিখেছে, সবাই দেখেছে]- স্যার আমাকে কেউ চাকরিতে নিচ্ছে না, কারন ইন্টারভিউতে প্রোজেক্ট দেখাতে পারছি না। আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন? ইন্টার্নশিপ, পার্ট টাইম কাজ কর নি কেন ছাত্র অবস্থায়- তাহলে তো দেখতে পারতে! সে লিখেছে, স্যার বাবা-মা চাপ দিচ্ছিল বিটেকে মার্কস ভাল রাখার জন্য। সেই জন্য পড়াশোনার দিকে মন

দিয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, কেউ আর মার্কস দেখে না। সবাই প্রোজেক্ট দেখতে চাইছে, স্কিল টেস্ট করছে।

এটা আমার জন্য নতুন কিছু না। আমি ইউনিভার্সিটিতে প্রতিদিন ৫-১০ টা রেজুমে পায়। যারা ভারত থেকে আমেরিকাতে পড়তে এসেছে। সামারে ল্যাবে পার্ট টাইম কাজের জন্য এপ্লাই করেছে। এরা প্রথমেই লেখে আমি ৯৯% পেয়েছি বোর্ডে, বিটেকে ৯৫%। দুর্ভাগ্যজনক এই যে, এগুলি আজকাল আর কেউ দেখে না। যেহেতু কাজের জন্য আমি স্পেসিফিক কিছু স্কিল খুঁজছি, আমাকে দেখতে হয় ছেলেটি কি প্রজেক্ট করেছে এবং সেই প্রজেক্টে ওই স্কিলে সে কাজ করেছে কি না। এছাড়া আর কিস্যু দেখি না। ইঞ্জিনিয়ারিং এর যেকোন কাজের ক্ষেত্রে এইভাবেই হায়ারিং হয়। রিসেন্টলি ইউনিভার্সিটি সেন্টারে একজনকে সামার জবের জন্য হায়ার করলাম-ছেলেটি +১২ এ গুজরাট বোর্ডে ৬৫%। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ছিল। তারপরে ডিগ্রি করেছে। করে আমেরিকাতে মাস্টার্স করতে এসেছে। কারন দেখলাম ছেলেটি ডিপ্লোমা করে, ৩ বছর ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্সে হ্যান্ডসঅন কাজ করেছে। বেসিক স্কিলগুলো ঠিক আছে। আমাদের ঠিক ওটিই দরকার ছিল।

এদিকে শয়ে শয়ে সিবিএসসি, আই এস সি বোর্ডের ৯৯% ওয়ালাদের রেজুমে যারা নাকি ভারতের নামীদামি কলেজ থেকে পাশ করেছে- তাদেরগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হয়! কারন স্কিল ম্যাচ করছে না। কোম্পানীতে হায়ারিং এর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম সবাই ফলো করে। একটা কোম্পানীর এই স্পেসিফিক স্কিল দরকার। সেই স্কিলে সে কাজ করেছে না করে নি। সে সেই স্কিল জানে কি না। চাকরিতে সমস্ত হায়ারিং এর ভিত্তি স্কিল।

প্রফাইল ফলো করতে থাকুন। আগের ১৯ টা পর্ব পড়ুন। অনেক কিছুই সেখানে জানতে পারবেন, আগে নিজেকে আধুনিক যুগের জন্য শিক্ষিত করুন, তারপরে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের জন্য সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রোফাইল ফলো করতে থাকুন। আগের পর্বগুলো টানা পড়ে ফেলে, আপনার সন্তান কে নিয়ে, আমাকে প্রশ্ন করুন। আর যদি মনে হয়, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বা সিস্টেমের জন্য আপনার সন্তানের, আপনার, আপনার ভাইপো ভাইজির ভবিষ্যত ধ্বংস হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই ব্যপক হারে লেখাটি শেয়ার করুন। কারন আপনি আমি একা এই শ্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারব না। জনমত একত্রিত হলেই তবেই এই নির্বোধ সিস্টেমকে আটকানো সম্ভব। আমি তো ঘন্টার পর ঘন্টা এটার পেছনে দিচ্ছি-যেখানে আমার ছেলেমেয়ে, আমি নিজে আমেরিকাতে! আপনাদের ছেলেমেয়ের স্বার্থেই লিখছি। এতে আমার ছেলেমেয়ের কোন লাভ নেই। বরং ওরা আমার কাছ থেকে কম সময় পাচ্ছে! আমার অনুরোধ, আপনারা যদি ৫ মিনিট খরচ করে লেখাগুলো ছড়িয়ে দেন- তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। আশা করা যায়, আপনার শিশুটির জন্যও এক ভাল ভবিষ্যতকে আমরা দেখতে পাব। কিন্তু আপনার নীরবতা- নিষ্ক্রিয়তা আরো ক্ষতিকর। আপনারাও সোচ্চার হোন এই লেখা ছড়িয়ে দিয়ে-এসব নিয়ে সর্বত্র আলোচনা করুন,

আত্মবীক্ষন করুন। ইনফ্যাক্ট আমি এটাও খুব ডিটেলস এ লিখব, কিভাবে বাংলার সমস্ত অভিভাবক এত ভেঁড়ার পালে পরিনত হল- যেখানে পৃথিবী শুদ্ধ সবাই জানে স্কুল লেভেলে টিউশনি ছাত্রদের জন্য ক্ষতিকর। কোন উন্নত বিশ্বে এই টিউশনি কালচার নেই।

আগামী পর্বগুলোর জন্য প্রোফাইল ফলো করতে থাকুন।

“জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২১

ক্যারিয়ার নিয়ে অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের ভুল ধারনা তথ্যতালিকা-

বিপ্লব পাল, জুন ৩, ২০২৩

আমি প্রতিদিন প্রায় ১০০০+ প্রশ্ন পাচ্ছি। সব কিছুর উত্তর দেওয়া সম্ভব না। ৯৫% উত্তর আমার জীবন এবং জীবিকার ১ থেকে ২০ টা পর্বেই আছে। অধিকাংশ অভিভাবক পড়ছেন না। ফলে একই প্রশ্ন বারে বারে পাচ্ছি। আমি এই জন্য একটা তালিকা তৈরী করছি, FAQ > Frequently asked questions

কেন আমি, কোডিং এ গুরুত্ব দিচ্ছি, কেন কোর ইঞ্জিনিয়ারিং এ দিচ্ছি না-

ভুল ধারনা। আমি কোডিং, ইংরেজি এবং অঙ্ক শেখায় গুরুত্ব দিচ্ছি। এই তিনটি ক্ষেত্রেই প্রচুর ইউটিউব রিসোর্স দিয়েছি। কোডিং, অঙ্ক এবং ইংরেজি- তিনটেই ল্যাঙ্গোয়েজ বা ভাষা। ইংরেজি মানুষের ভাষা, অঙ্ক বিজ্ঞানের [কমার্স / বিজনেস] ভাষা, কোডিং কম্পিউটারের ভাষা। এ আই এর দৌলতে হয়ত এর মধ্যে ভবিষ্যতে ইংরেজিই টিকে থাকবে, বাকী দুটো উঠে যাবে। আপাতত তো এই তিনটেই শিখতে হবে।

কেন গুরুত্ব? কারন বর্তমান পৃথিবীর চাকরি স্কিল ভিত্তিক। আর প্রায় প্রতিটা স্কিল শিখতেই এই তিনটির ১ টি, ২ টি বা ৩ টি লাগবে। যারা এই ৩ টিতেই দক্ষ হবে, সব থেকে বেশী ইনকাম হবে তাদেরই। কারন তারা সব থেকে বেশী মাইনের স্কিলগুলোই দক্ষতা অর্জন করবেন।

> কোর ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল লাইনে, কর্মাসে গেলে তো কোডিং লাগবে না।

আবার ভুল ধারনা। ইঞ্জিনিয়ারিং কি সেটাই এরা বোঝে না। আজকাল সব যন্ত্রেরই "মাথা" আছে এবং তারজন্য সব যন্ত্রই চলে সফটওয়্যারে। যে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কোডিং এর দরকার নেই, তার জন্য কেউ ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করবে না। ডিপ্লোমা দিয়েই কাজ চালাবে। আর যদি করেও মাইনে হবে সামান্য। ডিপ্লোমাদের সমান। কোর ইঞ্জিনিয়ারিং করতে গেলে কোডিং শিখতে হবে না- এসব রোম্যান্টিক বাঙালীর নির্বুদ্ধিতা।

কর্মাসের সব থেকে ভাল প্লেসমেন্ট হয় স্যাপ এবং ওরাকল সফটওয়্যারে।

কর্মাস সম্পূর্ন ভাবেই আজ সফটওয়্যারর ড্রিভেন। কর্মাসে ইংরেজি, অঙ্ক এবং সফটওয়্যার জ্ঞান- ১,২,৩- তিনটিই লাগবে। এইজন্য কর্মাসে ক্যারিয়ার ভাল। মাইনেও ভাল হচ্ছে। মেডিকাল লাইন ও সম্পূর্ন সফটওয়্যার ড্রিভেন হতে চলেছে আগামী দিনে। আস্তে আস্তে হচ্ছে, কারন এথিক্যাল সমস্যা, ডাক্তারদের লবির বিরোধিতা এসব আছেই। কিন্তু কেউ আটকাতে পারবে না।

> হিউম্যানিটির সাবজেক্টে কি কোন ক্যারিয়ার নেই? ছেলে বা মেয়ে ইতিহাসে ইন্টারেস্টেড, ইংরেজিতে ইন্টারেস্টেড।

আমি পর্ব ১২, ১৩, ১৪ তে ভাল করে ব্যখ্যা করেছি। সরকারি স্কুলের চাকরির বাইরে এদের জন্য কোন ভাল চাকরি নেই। বেসরকারি স্কুলের চাকরিতে যে মাইনে দেয়, তাতে কারুর সংসার চলবে না। তার মানে এই না, জীবনে দরকার নেই। আমি পর্ব ১৪ তে ভাল করে ব্যখ্যা করেছি- দর্শন, মনোবিজ্ঞান এবং ইংরেজি কমিউনিকেশন- কেন খুব ভাল করে শিখতে হবে। কোন রোম্যান্টিক ললিপপ খাওয়ানোর জন্য আমি লিখছি না। যা বাস্তব সত্য, সেটাই লিখছি। আমার থ্রেডের কমেন্ট বক্স দেখুন। দেখুন বাংলা ইংরেজি ইতিহাসে এম এ করে তারা আজ নির্মাল্যর কাছে পাইথন কোডিং শিখতে চাইছে। চারিদিকে তাকিয়ে বাস্তবটা বুঝুন। জার্নালিজম, মাসকমে আর কোন জীবিকা নেই- কারন এডভার্টাইজমেন্ট সোশ্যাল মিডিয়াতে চলে গেছে।

> ছেলে ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফিকে ক্যারিয়ার করতে চায়! ছেলে ভেটেনারী ডাক্তার হতে চায়, কারন পশুপাখী ভালবাসে।

এসবই ভাল চিন্তা। কিন্তু প্রফেশন এবং প্যাশন আলাদা। দুটো এক হলে ভাল। কিন্তু প্যাশন যদি ভদ্র জীবিকা বা ভদ্র আর্নিং না দিতে পারে, সেটা প্যাশন থাকাই ভাল। পেশা এবং প্যাশন আলাদা হলে ক্ষতি নেই।

> ছেলে বা মেয়ে নিটে পায় নি। জয়েন্টে বাজে র‍্যাঙ্ক করেছে। কোন লাইন নিয়ে পড়বে-

এর উত্তর আমি পর্ব ২০/১৯/১৮ তেই দিয়েছি। আগে ছেলে বা মেয়ের লার্নিং স্কিল ঠিক করুন। ইকনোমিক্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি- ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং এর থেকে কঠিন সাবজেক্ট। লার্নিং স্কিল ভাল হলে, ভবিষ্যত সর্বত্র ভাল। লার্নিং স্কিল বাজে হলে, টাকা দিয়ে দামী কোর্স কিনে লাভ নেই।

> আমি ব্যবসা বা সেলফ এম্পয়মেন্ট নিয়ে লিখছি না কেন

লিখব। আমি নিজেই আন্তারপ্রেনার। কিন্তু এ এমন এক প্রজন্ম যারা চাকরিরই যোগ্য না। তারা ব্যবসা কি করবে। তা ১০০ গুন কঠিন।

[লেখাটি ভাল লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন- এবং প্রোফাইল ফলো করতে থাকুন]

“জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২২

মায়ের হাতেই শিশুর ভবিষ্যত- বাচ্চাদের ব্রেনের ডেভেলেপমেন্টে মায়ের ভূমিকা

বিপ্লব পাল, ৯ ই জুন, ২০২৩

[১]

পর্ব-২০ তে লিখেছিলাম, এই পর্বে ফেইনম্যান মেথড অব লার্নিং নিয়ে আলোচনা করব। যা খুব গুরুত্বপূর্ন শেখার জন্য। কিন্তু গত দুসপ্তাহ বাচ্চাদের সাথে কাজ করে বুঝতে পারছি- শিখবে কে? অধিকাংশ বাচ্চাদের ব্রেইনের ডেভেলেপমেন্ট আটকে গেছে। নিউরাল কানেকশনের অবস্থা ভাল না। কারন খেলাধুলা, ক্রিয়েটিভ এক্টিভিটি নেই। শুধু স্কুলের ইউজলেস এসাইনমেন্ট ৭-৯ টা টিউটরের কাছে পড়ে মানুষের ব্রেইনকে গাধার ব্রেইন বানাচ্ছে। সুতরাং এই পর্বে আমার আলোচনা কি করে একজন শিশু মেধাবী না হয়ে মাঝারি বা পিছিয়ে থাকার কাতারে চলে যায়। তার জন্য আমাদের বুঝতে হবে, একদম মাতৃগর্ভ থেকে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত একজন মানুষের ব্রেইন কি করে ডেভেলেপ করে। কি কি কারনে, একজন ছাত্রছাত্রী পিছিয়ে পড়ে। এবং তার সমাধান কি?

আমি আগেই বলেছি, কেউ মেধাবী হয়ে জন্মায় না। অভিভাবকদের নির্বোধ অশিক্ষিত অভিভাবকত্ব বা পেরেন্টিং একজন শিশুকে পিছিয়ে দেয়। আবার যদি অভিভাবক, বিশেষত মা যদি বুদ্ধিমান শিক্ষিত হয়- একজন শিশু লার্নিং কার্ভে এগিয়ে যায়। এগুলি মনগড়া তথ্য না। যা বলছি- তা হার্ভাড চাইল্ড ডেভেলেপমেন্ট সেন্টার এবং বর্তমানের রিসার্চের ভিত্তিতেই লিখছি। তার আগে আমাদের একটু বিজ্ঞান শিখতে হবে। মনের বিজ্ঞান খুব কঠিন- আমি যতটা পারছি সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করছি।

আপনারা আগের পর্বগুলি, এই প্রোফাইলের গত তিন সপ্তাহের পোষ্টিং এ পাবেন। আমার টাইম লাইনের পোষ্টগুলো ফলো করে যান। এবং এই ধরনের কনটেন্ট পেতে, আমার প্রোফাইল ফলো করুন এবং বন্ধুদের সাথে তথ্যগুলি শেয়ার করুন। কারন আপনার শিশু বুদ্ধিমান এবং বন্ধুর শিশু বুদ্ধু থাকলে, তা আপনার জন্যও ভাল না। আপনার শিশুটি আপনার বন্ধুর ছেলেমেয়ের সাথেই খেলবে। তাই সবার সার্বিক উন্নতি দরকার।

বেসিক্যালি মাতৃগর্ভে বাচ্চাদের ব্রেইন তৈরী হয় ৪ মাস বয়স থেকে। ৭ মাস থেকে তারা মায়ের কথা শুনতে থাকে। একজন বাচ্চা যখন জন্মাচ্ছে, তার ব্রেইনের সাথে একজন ২০ বছর বয়স্ক যুবকের ব্রেইনের মূল পার্থক্য কি?

একজন বাচ্চা যখন জন্মাচ্ছে তখন, তার ব্রেইন মানে ১০০ কোটি ব্রেইন সেল নিউরন। কিন্তু সেগুলো একে অন্যের সাথে যুক্ত না- কথা বলে না। আমরা বলব বাচ্চাদের নিউরন গুলোর ওয়ারিং হয় নি। এইবার বাচ্চাদের এই ওয়ারিং ব্যাপারটা মানে যেখানে তার এই নিউরনগুলো একে অন্যর সাথে যুক্ত হবে, তা হয় মূলত ৭ মাস থেকে তিন বছর বয়সে। প্রথম ১০০০ দিন, কারুর লার্নিং এবিলিটি ভাল মানে তার নিউরনের ওয়ারিং অর্থাৎ এই কানেকশনগুলো খুব ভাল হয়েছে।

আরো দুটো জিনিস হয় এই সময়। দুটি নিউরন শুধু জুরলেই হবে না- এদের কানেকশনের স্পিড ও দ্রুত হওয়া দরকার। এটি হয় Myelin নামে এক মেমব্রেনের ডেলেভেলমেন্টে- যা এক্সন অর্থাৎ দুটো নিউরনের কানেকশনকে ঘিরে থাকে। কানেকশন ডেভেলপ করলে মাইলিনও এমনিতেই ডেভেলপ করে।

আরেকটা তথ্য- অনেক নিউরনের মৃত্যু হয়। কারন বাচ্চারা তা ব্যবহার করতে পারছে না বা ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে না। এটি যত কম হয়, তত ব্রেইন ভাল হবে। আমেরিকাতে ৪২ টি ফ্যামিলির ওপর এক দীর্ঘকালীন স্টাডি হয়। যেখানে তারা ৪২ টি ফ্যামিলিতে শিশুদের মনের ডেভেলেপমেন্ট দেখেন। দেখেন মানে তাদের দীর্ঘকালীন আই কিউ এবং লার্নিং পারফর্মান্স দেখা হয়। এই ৪২ টি ফ্যামিলির সোসিও ইকনমিক স্টাটাস ছিল আলাদা। এনারা যে রেজাল্ট পান- তাতে দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের এই প্রথম তিন বছরে ওপর নির্ভর করছে, তাদের বাকী জীবন এবং সাফল্য! আর এটা মোটেও কে গরীব কে বড়লোক তার ওপর নির্ভর করছে না। অনেক গরীব ফ্যামিলির ছেলেমেয়েরাও ভাল করছে যদি তার মা সক্রিয় থাকে। মুশকিল হয় অধিকাংশ গরীব ফ্যামিলিতে মায়েদের দীর্ঘসময় ঘরের এবং বাইরের কাজ করতে হয়। তারপরে শিক্ষার অভাবে তারা এমনিতে কম শব্দ জানে। ফলে তারা বাচ্চাদের সাথে না সময় দিতে পারছে, না শব্দ শেখাতে পারছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা একটা নতুন টার্ম তৈরী করে বলছেন- ল্যাঙ্গোয়েজ নিউট্রিয়েন্ট। বাংলা হবে ভাষাখাদ্য।

ওই ব্রেনের ওয়ারিং কি করে হয়? বাচ্চাটার সাথে মা, বাবা, ন্যানিরা যখন কথা বলে। এই কথা এবং ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন থেকে বাচ্চাটি শব্দ শিখছে। বাচ্চাদের এই ব্রেনের ওয়ারিং এ সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ন হচ্ছে একজন মা [যেহেতু মায়েরাই সব থেকে বেশী সময় কাটায়] - কতগুলি শব্দ ব্যবহার করছে। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ন তথ্য দিই। ইংরেজি শব্দ ভান্ডারে সব মিলিয়ে ৬০,০০০ শব্দ আছে। ১৭০,০০০ শব্দ, নানান ডায়ালেক্ট স্ল্যাং ইত্যাদি মিলিয়ে। সমস্যা এই যে একজন শিক্ষিত মা যেখানে ২০,০০০ শব্দ জানেন, সেখানে যেসব মায়েরা শিক্ষিত না, বা অল্প শিক্ষিত তাদের শব্দ ভান্ডার হয়ত ৩০০০-৬০০০ শব্দের মধ্যে লিমিটেড। এখানে বিরাট পার্থক্য হয়। দেখা যাচ্ছে, যাদের মায়েরা উচ্চশিক্ষিত এবং বাচ্চাদের সময় দিচ্ছেন- সেইসব বাচ্চারা তিন বছর বাদে প্রায় ১০০০ শব্দ শিখেছে। অনেক বাক্য বলছে। অর্থাৎ ব্রেইনের ওয়ারিং ভাল হয়েছে। যেসব বাচ্চারা প্রচুর কথা বলে, তাদের

ব্রেইনের ওয়ারিং ভাল। যাদের মায়েরা সময় দেয় নি ঠিক ঠাক- ক্রেশে বা ন্যানির কাছে পাঠিয়েছে- সেইসব বাচ্চারা ৫০০ শব্দের কম শিখেছে [৩ বছরে]। বাক্যও বেশী বলতে পারছে না।

এইবার যারা এই প্রথম তিন বছরে ১০০০ শব্দ শিখল-তারা দেখা যাচ্ছে পরবর্তীকালে পড়াশোনাতে দ্রুত এগোচ্ছে। যারা শিখল না, তারা অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে। এবং এই পার্থক্য পুরোটাই হচ্ছে একজন মা বা অনেক ক্ষেত্রেই দাদুদিদিমারা কতটা সময় তার শিশুকে দিচ্ছেন- কত নতুন নতুন শব্দ শেখাচ্ছেন, তার ওপর। শব্দর মাধ্যমেই একজন শিশুর সব থেকে গুরুত্বপূর্ন ওয়ারিং হয়। এবার কেউ বলবেন কেন- তাহলে ইউটিউবের সামনে কার্টুনে বসিয়ে দিলেই হল। অনেক শব্দ শিখবে। অনেক ছবি দেখবে। বাচ্চাদের স্ক্রীন টাইম দেওয়া ভাল না খারাপ- এই নিয়ে মতভেদ আছে। একদল বলছেন ক্ষতিকর। কারন তারা রেসপন্স করা শিখছে না- ফলে ইন্ট্রোভার্ট হয়ে যাচ্ছে। আর সেই ইন্ট্রোভার্ট থাকার জন্য ডোপামিন ও লোপ পাচ্ছে! ফলে একদম মিশতে চাইছে না। যারা মোবাইলে সময় কাটায়- তাদের স্যোশাল স্কিল কমে যায়। তারা ইন্ট্রোভার্ট হয়ে যাচ্ছে। অন্যদল বলছেন, বাচ্চাদের লিমিটেড স্ক্রিন টাইম দিতে। কারন গেম এবং ভিডিওতে তাদের অডিও এবং মটোর নেটওয়ার্ক ভাল হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ সময় মা এবং বাবাকে বাচ্চার সাথে খেলতে হবে। যাতে রেসপন্স নেটওয়ার্ক ভাল হয়। এটা না হলে ইন্ট্রোভার্ট হয়ে যাবে- মিশতে পারবে না। প্রতিটা মোবাইল ফোন এডিক্টেড বাচ্চাদের এই সমস্যা তৈরী হচ্ছে।

রেসপন্স নেটওয়ার্ক বাচ্চাদের দুটো:

ভাল লাগে বনাম ভাল লাগে না- এই নেটোয়ার্ক ওয়ারিং। এখানেই তৈরী হয় বাচ্চাদের পড়াশোনার প্রতি ভাল লাগা। যদি কবিতার ছন্দ তার ভাল লাগে, সে কবিতা পড়বে। গল্প ভাললাগলে গল্প শুনবে। অঙ্ক ইন্টারেস্টিং করে শেখাতে পারলে, সেটা শিখতে ভাল লাগবে। কিন্তু বাচ্চাদের ভাল লাগা আর না লাগার নেটওয়ার্ক বেশ স্ট্রং। একবার কিছু খারাপ লেগে গেলে, পরে সেটাকে ভাল করা মুশকিল। কারন নিউরন সেইদিকেই ট্রেইন্ড হয়ে যায়। এইজন্য বাচ্চাদের সাথে কবিতা গান গল্পের চর্চা খুব দরকার।

ডিফল্ট রিলাক্স করা- যখন সে সব কিছু ছেড়ে ঘুমাতে চাইবে, রেস্ট নিতে চাইবে। তখন ক্লান্ত হয়ে কিছুই করতে চাইবে না। ভাললাগা বা না লাগার ব্যপারটা বাচ্চারা পুরো আপনাকে শ্যাডো করবে। আপনি ওর সাথে গল্প পড়ুন- ওর তাই ভাল লাগবে। আপনি টিভি দেখবেন, হোয়াটসাপে বন্ধুদের সাথে চ্যট করবেন- আর বাচ্চাটির পড়াশোনা ভাল লেগে যাবে, একদম ম্যাজিকের মতন- তা একেবারেই সম্ভব না।

তবে এর সমস্যা হচ্ছে, আপনার বদভ্যেস এবং ভুল চিন্তাগুলিও বাচ্চারা রপ্ত করবে। এইজন্যে একজন অভিভাবক যদি ভাল লার্নার হয়, বাচ্চার শেখাটা সহজ হয়। কিছু কিছু খাদ্য ব্রেইনের ডেভেলেপমেন্টে জরুরী। মাছ, শাক, বাদাম, আপেল, আমলা ইত্যাদি। ওমেগা থ্রি [বাদাম/মাছ], এন্টি অক্সিডান্ট [ফল এবং শাক], ভিটামিন বি, আইরন এবং জিঙ্ক। এর সাথে প্রোটিন, হোল গ্রেইন [ওট, মিলেট, ব্রাউন রাইস] এবং প্রচুর জল খাওয়া। তার সাথে প্রচুর ঘুম এবং ঘাম ঝড়ানো খেলা- যাতে শরীরের হর্মনাল সাইকল গুলো

স্বাভাবিক থাকে। বাচ্চারা যেন মোটা বা ওভারওয়েইট না হয়। এন্টিওক্সিডান্ট- অর্থাৎ শাক অনেক বাচ্চা খেতে চায় না, তাছারা এতে কীটনাশক আছে। এর অলটারনেটিভ পরে লিখছি।

আমার বক্তব্য একটাই। বাচ্চাদের মাথা এবং দেহকে আগে সুস্থ এবং তাজা রাখুন। কি করে বুঝবেন তাদের ব্রেইন সুস্থ আছে? কি টেস্ট করতে হবে তারজন্য? ফোকাসড এবং ডিফিউজড মাইন্ডগেম। ঘরে করার এই টেস্টগুলি আগেই দিয়েছি- আগের পোষ্টে। বাচ্চাদের মাথা তাজা থাকলে, লার্নিং এমনিতেই পিক আপ করবে।

প্রফাইল ফলো করতে থাকুন- আপনাদের বাচ্চাদের সার্বিক ভাল কিসে হবে-তার সব তথ্য আমি আস্তে আস্তে শেয়ার করব। আপনারাও এই লেখা গুলোকে ব্যপক ভাবে শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন।

“জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২৩

দুই মনের সংলাপ, ফেইনম্যান’স মেথড অব লার্নিং

বিপ্লব পাল, ১৪ ই জুন, ২০২৩

(১)

জীবনে ক্রমাগত উন্নতি, পড়াশোনা, খেলাধূলা বা পেশা- যাইহোক না কেন, সবকিছুর মূলে দুটি জিনিস স্পষ্ট করে বোঝাই –

- কি করে ভুল হল, কেন হল। কোথায় ঠিক করতে হবে, যাতে পরের বার আর না হয়! অর্থাৎ ভুল থেকে শেখা। লার্নিং ফ্রম ফেলিওর। যেটাকে আজকের সফটওয়্যার দুনিয়ায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ন লার্নিং বলে মানা হয় [আমি এটা নিয়ে একটা এনিমেশন মুভি বানিয়েছিলাম- আপনারা দেখতে পারেন- বুঝতে পারলে বুঝবেন কেন আধুনিক দুনিয়া চলে এই নতুন লার্নিং ফ্রম ফেলিওর থেকে] https://www.youtube.com/watch?v=oD9PllSbGyQ

- সেলফ লার্নিং? আসলে সেলফ লার্নিং এর অর্থ আমরা যখন কিছু পড়ছি, কিভাবে তথ্যগুলিকে ব্রেনের মধ্যে ঢোকালে, তা আমাদের “কাজে” আসবে। কাজে আসার অর্থ- পরীক্ষা, ইন্টারভিউ, রিসার্চ যাই করুন, সেখানে সেই বিদ্যাটা সঠিক ভাবে লাগাতে পারবে। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে- গুচ্ছ খানেক পি এই এচ ডি, মাস্টারস করে যখন ছেলেপুলে কোম্পানীতে ঢোকে- তারা তাদের শেখা বিদ্যার কোন কিছুই লাগাতে পারে না। প্রচুর গোঁতানি খাওয়ার পর- দু তিন বছর বাদে, তারা কিছুটা দক্ষ হয় ।

এই উভয় ক্ষেত্রেই, সব থেকে বড় ভূমিকা আমাদের “পর্যবেক্ষক মনের” বা অবজার্ভিং মাইন্ডের। সেটা কি? আমরা ভাবি আমাদের “মন” একটাই। ভুল। আসলে আমাদের মাথার একটি আধার- যাতে একাধিক মন আছে। কিন্তু দুটি “মন” আমাদের সব সময় নিয়ন্ত্রন করে। একটি “এক্টিভ মাইন্ড” বা যে “মন” কাজ করছে। যে মন পড়ছে। যে মন খেলছে। যে মন খাচ্ছে। আমি এটাকে প্রথম মন বা ফার্স্ট মাইন্ড বলেও উল্লেখ করব অনেক জায়গায়।

আরেকটি হচ্ছে অবর্জাভিং মাইন্ড বা পর্যবেক্ষক মন- যে ওই এক্টিভ মাইন্ডকে দেখে চলেছে। এবং বলছে “বস একটু বেশী হয়ে গেল” । এটা ঠিক হল না। যেমন ধরুন এক্টিভ মাইন্ড খুব তৃপ্তি করে সিঙাড়া চপ খাচ্ছে। এদিকে অবজার্ভার মাইন্ড কিন্তু আমাকে বলছে লোভে পাপ- বেশী খাচ্ছ-ভুগবে পরে।

ধ্যান বা মেডিটেশন ব্যাপারটা কি? যেখানে ওই অবজার্ভার মাইন্ড বা পর্যবেক্ষক মন, এক্টিভ মাইন্ডকে বলছে মনটা একটি জায়গায় স্থির রাখ। অন্য চিন্তা যেন না আসে। আমি কেন দুই বা চার অঙ্কের গুন মনে মনে করাকে মেডিটেশন গেম বলেছি আগের পর্বে বা নানান ভিডিওতে? কারন দুই অংকের গুনে কাউকে ১৫ টা নাম্বার এবং ৫ টা সিকোয়েন্স ১০-২০ সেকেন্ড [চার অঙ্কের গুনে তা হবে ৪৫ নাম্বার, ৭ সিকোয়েন্স, সময় ৩০-৪০ সেকেন্ড] মনে রাখতে হচ্ছে এবং ওই সময় যদি অন্য কোন চিন্তা মনে ঢোকে, তাহলে আবার প্রথম থেকে তাকে গুন করা শুরু করতে হবে। কারন এক সেকেন্ডের জন্য ব্রেইনে অন্য চিন্তা ঢুকলেই সব গেল। এই যে ব্রেইনে অন্য চিন্তা ঢুকবে, তাকে আটকায় কে? অবজার্ভিং মাইন্ড। সুতরাং মনসংযোগ বা ফোকাসের ক্ষেত্রে এই অবজার্ভিং মাইন্ড হচ্ছে মনের সিকিউরিটি গার্ড। যা অন্য চিন্তা, যা মনসংযোগে চির ধরাবে-তা ঢুকতে দেয় না।

শুধু ফোকাস? লার্নিং এর ক্ষেত্রেও অবজার্ভিং মাইন্ডের ভূমিকা সবার আগে। সেটাই আসলে ফেইনম্যান টেকনিক ব্যবহার করে। এ নিয়ে আসছি পরে।

লার্নিং শুধু না, ইচ্ছাশক্তির ক্ষেত্রেও অবজার্ভিং মাইন্ড বা পর্যবেক্ষক মনের ভূমিকা মুখ্য। আপনার এক মন বলবে আপনি ডুবে যাচ্ছেন। অবজার্ভিং মন যদি শক্তিশালি হয়, সেই মন বলবে- আরে ওরকম কঠিন সময় সবার আসে। তুমি তোমারটা ঠিকমত করে যাও। কালকে ভালদিন আসবে। তোমাকে সফল হতেই হবে। জীবনের সফলতা এবং জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে অবজার্ভিং মাইন্ডের ভূমিকা- ভারতের ঋষিরা জানতেন খুব ভাল করে। মান্ডুক্য উপনিষদ সম্পূর্ন আমাদের নানান মন নিয়ে। আমি ওই জটিলতার মধ্যে না গিয়ে এই ব্যাপারে কবীরের এক দোহা লিখছি- যা মাত্র এক লাইনে উনি সমস্ত সারমর্ম দিয়ে গেছেন— "कहे कबीर, जो बिन सर खेवे, सो यह सुमती बखाने" কহে কবীর, যো বিন সার খেবে, সো এ সুমতি বখানে

এক কথায় বললে, সন্ত কবীর বলছেন- যে ওই "এক্টিভ মাইন্ড" কে ছেড়ে- দ্বিতীয় মাইন্ডের গাইডেন্সে চলে- সেই ব্যক্তি সুন্দর মনের অধিকারী [এর আরো অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে, সেখানে যাচ্ছি না] ।

সেইজন্য আমি মেডিটেশন গেম খেলার ওপর জোর দিচ্ছি। মেডিটেশন গেম খেললে বাচ্চারা তাদের অবজার্ভিং মাইন্ডের অস্তিত্ব আরো ভাল করে টের পাবে। কারন ওটি না এক্টিভেট করলে ওরা ৪০ সেকেন্ড ধরে ৪৫ টি নাম্বার মনে রাখতে পারবে না। এটা করতে গিয়েই ওরা ওদের দ্বিতীয় মনের অস্তিত্ব গভীর ভাবে টের পাবে- যে প্রতি মুহুর্তে ওদের সক্রিয় মনকে [এক্টিভ মাইন্ড বা প্রথম মন] অন্য চিন্তা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে একটা বাক্য পর্যন্ত ঠিকঠাক পড়তে পারছে না। এই ডিস্ট্রাকশনকেই, দ্বিতীয় মন বা পর্যবেক্ষন মন [অবজার্ভিং মাইন্ড] দিয়ে আটকাতে হবে। যাকে আমরা বলি মনসংযোগ বা ফোকাসিং। আমি আরো মেডিটেশন গেম প্রাক্টিস করাবো। আপনারা আমার প্রফাইল ফলো করতে থাকুন। বাচ্চারা

যদ্দিন না এই সেকেন্ড মাইন্ডের অস্তিত্ব নিজেদের মধ্যে ভাল করে না বুঝতে পারবে, তারা নিজের ইচ্ছায় নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

এই সেকেন্ড মাইন্ডের ডেভেলেপমেন্ট- উচ্চমেধার সফল মানুষ হওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ন ধাপ। যারা জীবনে সফল, তাদের আরেকটা বিশেষত্ব- তাদের অবজার্ভিং মাইন্ড খুব স্ট্রং। এই সেকেন্ড মাইন্ড তাদের সব সময় গাইড করছে। এক্টিভ মাইন্ড একটা অঙ্ক ভুল করলে,কাজে ভুল করলে, সেকেন্ড মাইন্ড ওদের বলে দিচ্ছে- ভুলটা কেন হল খোঁজ। সেই সেকেন্ড মাইন্ড বা অবজার্ভং মাইন্ড হচ্ছে আমাদের আসল শিক্ষক-আমাদের আসল গুরু, আমাদের আসল গাইড।

(২)

এবার আসি ফেইনম্যান লার্নিং এ। বেসিক্যালি এর দুটো মূল জিনিস। এই দুটো বুঝলেই বুঝবেন, কেন ফেইনম্যানের পদ্ধতি শেখার জন্য, বিশেষত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে-খুব গুরুত্বপূর্ন।

প্রথমটা হচ্ছে -সেই দুই মন। ফেইনম্যান বলছেন-যখন কিছু বোঝার চেষ্টা করছ, তখন যে মনটা শিখছে- সেটা হবে শিক্ষকের মন। আর অবর্জাভিং মন হবে ছাত্রর! অর্থাৎ এক্টিভ মন যা শিখছে, যা পড়ছে, যা বোঝার চেষ্টা করছে- সে এই ভেবেই পড়ুক, যে যা পড়ল- সেটা সামারি করে তার ছাত্রকে বোঝাতে হবে সংক্ষেপে। আর এই ছাত্রটা কে? সেটা হচ্ছে তার সেকেন্ড মাইন্ড- অবজার্ভিং মাইন্ড। এই ব্যাপারটির সাথে লেখকরা সব থেকে বেশী পরিচিত। তারা প্রথমে লেখেন। সেটা তাদের এক্টিভ মাইন্ড। তারপরে, তারা নিজেরাই তাদের লেখার পাঠক হন- লেখাটা ঠিক হল কিনা বোঝার জন্য।

এক্ষেত্রেও তাই। ছাত্রটি আগে নিজেকে বোঝাক। যেন সেই মাস্টারমশাই। দেখুক যে ও যা নিজেকে বোঝাচ্ছে তা নিজে বুঝতে পারছে কি না। যদি নিজে পরিস্কার বুঝতে পারে- তাহলে বুঝতে হবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে।

ফেইনম্যান লার্নিং এর দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে- ছবি এঁকে বোঝা। কেন তা এফেক্টিভ?

ভাষা আসলে কি? প্রতিটা শব্দ বা বাক্য কিন্তু কোন না কোন ছবির সাথে যুক্ত। যেমন মা বা বাড়ি বললে আপনি জানেন তার ছবিটি কি। এবার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়- শুধু শব্দ বা বাক্যের সাহায্যে শিখলে, বাচ্চাদের জন্য অতগুলো ছবি- যা ওই বাক্যগুলি নির্দেশ করছে, তা বোঝা মুশকিল। তাই সেক্ষেত্রে সরাসরি ছবি বা ডায়াগ্রাম খুব কাজের । বিজ্ঞানে এগুলোই ইনফোগ্রাফিক্স বলি। যা আমরা রিসার্চ, মার্কেটিং সব কাজেই ব্যপক ব্যবহার করি। এইজন্য আজকাল এনিমেশনের খুব চাহিদা বেড়েছে। এইজন্য ছবি এঁকে বিজ্ঞান বোঝা সব থেকে বেশী এফেক্টিভ। ব্যস এই দুটির মিশেল হচ্ছে ফেইনম্যান মেথড। আর এটি খাতায় এঁকে করা যেতে পারে। আবার সম্পূর্ন মনে মনেও করা যেতে পারে। দ্বিতীয়টি সুপার এফেক্টিভ। তবে প্রথমে খাতা থেকে শুরু করা ভাল।

জীবন ও জীবিকা সিরিজ, ফেসবুকের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ২৪ লাখ লোক পড়েছে। হাজারে হাজারে প্রশ্ন পাচ্ছি। অনেকেই তাদের সন্তানদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রশ্ন -যা অভিভাবকদের কাছ থেকে পাচ্ছি- স্যার কিভাবে মেয়েটা নিটে পাবে? আই আই টি জেইই এর জন্য কিভাবে প্রিপারেশন নেব?

পাবে, নিশ্চয় পাবে- যদি সে সুপার লার্নার হয়ে উঠতে পারে নিজের ইচ্ছায়। ওটা ৮ টিউশনি দিয়ে হবে না। তারজন্য প্রথমেই আগে আমার পুরো সিরিজটা পড়ুন। ফেসবুকে আমি যা মেডিটেশন গেম দিচ্ছি, সেগুলো খেলে ফোকাস বা মনসংযোগ বাড়াক। লার্নিং কেপেবিলিটি বাড়াক। ঘাম ঝরানো খেলা খেলুক- না হলে শরীর বা মন কোনটাই তৈরী হবে না। আমি বাচ্চাদের রুটিন পর্ব ২০ তেই দিয়েছি। শরীরচর্চা বাদ দিয়ে, ৭ টা টিউশনিয়ে দিয়ে- যেপথে চলেছেন, তাতে নিট, আই আই টি অনেক দূর, বেঙ্গল জয়েন্টেও ভাল র‍্যঙ্ক হবে না। কোন লাইনেই ভাল করবে না। কারন তাদের লার্নিং স্কিল নেই। ব্রেইন ডেভেলপ করে নি।

আর হ্যাঁ এই সপ্তাহেই আমি জীবন ও জীবিকা ইবুক আকারে দেব। সব ফ্রি। সর্বত্র ছড়িয়ে দিন। জ্ঞানের আলো মুক্ত হয়ে সর্বত্র সবাইকে আলোকিত করুক।

আমার প্রফাইল ফলো করতে থাকুন। আর পোষ্টগুলি ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দিন। আপনার সেই কাজ করছেন দেখে আমার খুব ভাল লাগছে যে আমরা সবাই মিলে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শরিক হতে চলেছি। শনিবার রবিবারে আমার ক্লাসে আসুন। এগুলো ফ্রি। দেখা যাক, আপনার বাচ্চারা অঙ্ক বিজ্ঞান ইতিহাস ভাল লাগতে শেখে কি না। চিন্তা করতে শেখে কিনা। আসুন আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি, আমার একার কর্ম এটা না। আপনারা সবাই সহযোগিতা করলে তবেই সম্ভব।

আর কিভাবে ক্লাস করবেন- কোথায় দেখা যাবে এসব প্রশ্ন- উত্তর এবং ইনফো সব আমার প্রোফাইলের নানান পোষ্টেই আছে। পড়তে থাকুন, বুঝতে থাকুন, শেয়ার করতে থাকুন। আমার সব ক্লাস ফ্রি। এটি কোন বাণিজ্যিক উদ্যোগ না। আমরা সবাই মিলে এক বাচ্চাদের জন্য এক নতুন আরো অর্থবহ পৃথিবী তৈরী করার চেষ্টা করছি।

“জীবন ও জীবিকা” পর্ব: ২৪

ফিয়ার অব লুজিং আউট- শিক্ষা ব্যবসার তৈরী কৃত্রিম ভয়ে বিভ্রান্ত অভিভাবকরা

বিপ্লব পাল, ২৬শে জুন, ২০২৩

ভেবেছিলাম লিখব, ছেলেমেয়েদের মানসিক এবং শারীরিক সক্ষমতা কি করে বাড়ানো যায় তাই নিয়ে। কিন্তু বঙ্গের শিক্ষা ব্যবসা এমন এক অন্ধকার গর্তে সবাইকে ফেলেছে, প্রিন্সিপাল টিউমার সার্জারি না করলে কিছু হবে না। যেটা হচ্ছে ছেলেমেয়ের ক্যারিয়ার খারাপ হয়ে যাবে, এই ভেবে অভিভাবকরা ৭-৮ টা টিউশনে পাঠাচ্ছেন এবং ছেলেটির লার্নিং স্কিল সম্পূর্ন ধ্বংস হচ্ছে। সে বাকী জীবনের জন্য শেখার ক্ষেত্রে পঙ্গু হচ্ছে। তারপক্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, আইন কোন কিছুতেই ভাল করা সম্ভব না। এই প্রাইভেটের যুগে আপনি তার জন্য ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইনের ডিগ্রি কিনতে পারবেন, কিন্তু তাকে দাঁড় করাতে পারবেন না। কারন সে শিখতেই শেখে নি।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কিসের ভয়ে আপনি আপনার সন্তানের এই সর্বনাশটা করলেন? এই ভয়ের নাম, ফেয়ার অব লুজিং আউট। যে আমার ছেলেকে ওমুক বিখ্যাত টিউটরের কাছে না দিলে, ওমন নামী প্রাইভেট স্কুলে না দিলে ছেলে পিছিয়ে পড়বে। ফলে আপনি সেই ভয়ের চাপে এসে ঘটিবাটি বেচে ছেলের পেছনে জলের মতন টাকা খরচ করছেন। ছেলে হয়ত বোর্ডের পরীক্ষায় ভাল নাম্বার ও পাচ্ছে। কিন্তু আদতে ছেলেটির লার্নিং ক্ষমতা নষ্ট হচ্ছে । তারপক্ষে বাকী জীবনে উচ্চশিক্ষা, রিসার্চ বা যে পেশাতেই যাক, চাকরি পাওয়া এবং ভাল কিছু করা প্রায় অসম্ভব। স্কুল না পেরোতেই আপনি তার মাজা ভেঙে দিয়েছেন। আজ সেই “ভয়ের” বিশ্লেষন করব। যাতে ভয় কাটে।

[আগের সব পর্ব, ইবুকে ফ্রি পাবেন। ইবুকের ডাউনলোড লিংক- ডাউনলোড সরাসরি না হলে হোয়াটসাপে ফরোয়ার্ড করে ডাউনলোড করুন https://drive.google.com/file/d/1JYGGD19mQmPxXW2N1PerzepsWVisVThq/view?usp=drive_link বাকী পর্ব পেতে প্রোফাইল ফলো করুন।]

ভয়, আমাদের সব সিদ্ধান্তের মূল ভিত। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, যুক্তি, তথ্য, নৈতিকতা- এসবের থেকেও ভয় দ্বারা পরিচালিত হয়ে, আমরা সব থেকে বেশী সিদ্ধান্ত নিই। পশ্চিম বঙ্গের প্রাইমারী স্কুলে অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন- যাদের ট্যালেন্ট আই কিউ বোধ হয় ভারতের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির ৯৫% উচ্চ ইনকামের প্রোগ্রামারদের থেকে ভাল। কিন্তু তারা জব সিকিউরিটির জন্য সরকারি চাকরি, তাও স্কুলের চাকরি ছাড়া করবেন না। ফলে তাদের বাৎসরিক ইনকাম, ব্যাঙ্গালোরের এভারেজ প্রোগ্রামারদের

একমাসের ইনকামের কম। কারন ওই চাকরি হারানোর ভয় অনেক ট্যালেন্টেড ছেলেরা নিতে চায় না। কিন্তু এদের কেউ বলে দেয় নি সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে ভাল কর্মীরা একটা চাকরি হারালে, চারটে আরো ভাল চাকরি পান। কারন স্কিল। জাস্ট ভয়ের কবলে এসে, তারা লাইফটা আর এক্সপ্লোর করলেন না। প্রাইমারী স্কুলের চাকরি খারাপ, সফটওয়্যারের চাকরি ভাল- এসব বলছি না। কিন্তু একটাই তো জীবন। সফটওয়্যারে থাকলে, গোটা পৃথিবী ঘোরার সহজ সুযোগ ছিল। জীবনটা আরো বেশী দেখতে পারতেন।

(১) ভয় কি?

ভয় আসলে এক ধরনের আবেগ। মনের বিশেষ অবস্থা। যে অবস্থায় এড্রেনালিন এবং কর্টিসল হর্মোন বেশী নিঃসৃত হয়। এই হর্মোনের প্রভাবে এসে যুক্তিবাদী চিন্তার ক্ষমতা কিছুটা লোপ পায়। সেটা কেমন? আমাদের প্রতিটা সিদ্ধান্তেই কিছু লাভ ক্ষতি হয়। এমন কোন সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি না, যাতে ১০০% লাভ, ০% ক্ষতি। সাধারনত ক্ষতির থেকে অনেক বেশী লাভ দেখলে, তবেই আমরা সেই সিদ্ধান্ত নিই। যেমন ধরুন, আপনি দেখলেন, আপনার ক্লাস নাইনের ছেলে অঙ্কে নিজে পড়ে ৮০% পাচ্ছে। আপনার প্রতিবেশীর ছেলে পাচ্ছে ৯৫%। সে একজন ভাল অঙ্কের শিক্ষকের কাছে পড়ে। আপনি ভাবলেন, আপনি নিজে অঙ্ক জানেন না। ফলে টিউটরের কাছে দিয়ে দিলেন। কারন আপনার মনে হল আপনার সিদ্ধান্তে লাভ বেশী। কারন আপনার ছেলে ভাল অঙ্ক শিখবে। মার্কস বেশী পাবে। আমি নিশ্চিত আমার পাঠকদের প্রায় ৯৯% এই সিদ্ধান্তে ক্ষতি দেখতে পাচ্ছেন না। আমি পাচ্ছি। ক্ষতিটা এই যে ছেলেটির নিজে নিজে রিসোর্স ঘেঁটে "প্রবলেম" সল্ভ করার অভ্যেস তৈরী করছিল। সে ১০০% পাচ্ছিল না তার কারন অন্য।

- মনোযোগের অভাব।
- প্রাক্টিসের অভাব।
- সমাধানের স্কিল তৈরীর অভাব।

তার আসল যে সমস্যাগুলো আছে লার্নিং এ, সেগুলো কিন্তু এড্রেস করা হল না টিউটরের কাছে পাঠিয়ে। বরং এবার ধরুন শিক্ষক মশাই, তার সমাধানের স্কিল গুলিয়ে খাওয়াবেন। তাকে সেই স্কিলটা তৈরী করতে হচ্ছে না। আগে সে কিন্তু

খেটে সেটা করত। যেটুক লার্নিং স্কিল, তার আগে ছিল, সেটাও গেল।

এবার কি হবে? দেখা গেল হয়ত সে ভাল টিউটরের কাছে গিয়ে ৯৮% পেল। আপনি খুশি। আরেব্বাস। ছেলে অঙ্কে ৯৮% পেয়েছে। আই আই টি মেইন্স, এডভান্সে, স্টেট জয়েন্ট ভাল র‍্যাঙ্ক করবে। কিন্তু দেখলেন ছেলে হায়ারসেকেন্ডারীতে বোর্ডের অঙ্কে সিলেবাস শেষ করতে ধ্যারাচ্ছে। এটা হবেই। কারন কারুর লার্নিং স্কিল ধ্বংস হলে, সে আই আই টির আরো কঠিন অঙ্ক পিকাপ করতে পারবে না। এমন কি +২ এর বোর্ডের অঙ্ক কঠিন লাগবে। টিউটর রেখেও ভাল কিছু হচ্ছে না। আপনি আশাবাদী। আকাশ, এলেন

এ দিলেন। তারা আশা দেখাল। দুবছর বাদে গিয়ে দেখলেন, ছেলে রাজ্য জয়েন্টে বাজে র‍্যঙ্ক করেছে। বাকী কিছু হয় নি। এবার এল প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সেলস-এর লোকেরা। আপনার অর্থনৈতিক ক্ষমতা এত ভাল না যে ৫ লাখ দিয়ে ছেলেকে প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াবেন। আপনি ভাবছেন লোকাল কলেজে ম্যথ অনার্স না প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স দেবেন? তারা বললো, এটা ডেটা সায়েন্স, এ আই এর যুগ। তারা ভুলভাল ডেটা দেখাবে তাদের কলেজের প্লেসমেন্ট কত ভাল। তারা বলবে, আপনার ওই ৫ লাখ টাকা আপনার ছেলে ৬ মাসের মাইনে দিয়ে তুলে দেবে। কারন সফটওয়্যার জবে কত মাইনে। তারা ডেটা দেখিয়ে দেবে। তারা যে ডেটা দেখাবে না। ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েটদের মোটে ২% ঠিকঠাক চাকরি পায়। কারন ৯৮% কিছু শেখে না। আপনি ভাবলেন, আপনার ছেলে, সরকারি কলেজে ওই অঙ্কে অনার্স নিয়ে পড়ে পিছিয়ে যাবে। স্কুলের চাকরি বিক্রি হয়ে গেছে। ওই ফেয়ার অব লুজিং আউট।

আপনি জানেন না- এখন কিন্তু অঙ্কের সিলেবাসে আর এবং পাইথন প্রোগ্রামিং সর্বত্র ঢুকেছে। সেখানে যে ছেলেপুলে খুব ভাল কিছু শিখছে তা না। কিন্তু যা শিখছে প্রাইভেট কলেজের থেকে বেটার। কারন সেখানে টিচার নেই। তার থেকে বড় কথা ম্যাথে বা ফিজিক্সে অনার্স করার পর জ্যাম দিয়ে কত ভাল জায়গায় এম এস সি করার সুযোগ আছে- যেখানেও প্রোগ্রামিং ভাল শিখতে পারত। ক্যারিয়ার তৈরী করতে পারত। অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এগুলো ঠিকঠাক শিখলে, ক্যারিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এর থেকে ভাল। কারন এসব সাবজেক্ট মাস্টার্স পর্যন্ত পড়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পি এইচ ডি করা যায়। আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ধারদেনা করে, ছেলেকে ঢোকালেন। সেখানে আরোই লার্নিং এর কোন চর্চা নেই। ছেলে ৪ বছরে কিছুই শিখবে না। ৯০% মার্কস পাবে। চার বছর বাদে বেকার। বা কোন কম মাইনের অড জব। টিসিএস ইনফি এরা ক্যাম্পাসিং বন্ধ করে দিলে, মাছি তাড়াবে। অথচ ম্যাথে অনার্স এম এস সি করে ছেলেটি খুব ভাল ডেটা সায়েন্সে চাকরি পেতে পারত ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে। আপনি খোঁজ নিন। যারা প্রেসিতে, নরেন্দ্রপুরে, জেভিয়ার্সে স্ট্যাট ম্যাথ ইকোতে মাস্টার্স করছে, তাদের ৫ বছর বাদের প্লেসমেন্ট দেখুন। দেখবেন শুরুতে ছোট কোম্পানীতে কাজ করেছে। কিন্তু চার বছর বাদে এম এন সি ব্যাঙ্কে এনালাইটিকে ১৫-২৫ লাখের প্যাকেজে আছে [আমার কোম্পানীর থেকে কাজ করে, আমার নিজের হাতে ট্রেইন্ড এমন প্রায় ৮ জন স্ট্যাট এম এস সি আছে গত ৪ বছরে] । যেখানে ৫ লাখ টাকা দিয়ে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ার পর- ৫ লাখের চাকরি দূরের কথা বছরে ২ লাখের চাকরিও জোটাতে পারে না এরা। অর্থাৎ ভয়ের কব্জায় এসে আপনি ভুলের পর ভুল করে ছেলের ক্যারিয়ার ডুবিয়ে দিলেন। কেন? কারন আপনি জানেন না- প্রতিটা সিদ্ধান্তের ভাল খারাপ দিক আছে, এবং দুটো দিক তুলনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ভয়ের কব্জায় এসে আপনি অন্যদিকটা দেখলেন না।

ভয় না পেলে কি হত? আপনি যদি ছেলের লার্নিং এর সমস্যা এড্রেস করতেন, তাহলে ছেলে অঙ্কে অত নাও পেতে পারত, কিন্তু হায়ারসেকেন্ডারিতে বা আই আই টি পিকাপ করতে সুবিধা হত। এটলিস্ট বেঙ্গল

জয়েন্টে র‍্যাঙ্ক ভাল করে সরকারি কলেজ পেত। লার্নিং আরো ভাল এড্রেস করতে পারলে, আই আই টি মেইন্স বা এডাভান্সডেও পেত।

(২) এবার কিছু প্রাক্টিক্যাল কথা বলি। আমাকে কাল এক অভিভাবিকা ফোন করে জানালেন, তার ছেলেকে [ক্লাস ৮] টিউশনি ছাড়িয়ে দিচ্ছেন, তার ৭ টা টিউশনি আছে। ছেলে কিভাবে সেলফ স্টাডি করবে?

আমি এই ব্যাপারে বর্তমান শিক্ষক, যারা আমার এই পোষ্ট পড়ছেন, তাদের সাহায্য চাইছি।

যারা টিউশনি ছেড়ে সেলফ স্টাডিতে যেতে চান- তাদের ৫ টে রিসোর্স দরকার। এই পাঁচটা রিসোর্স ঘেঁটে ছাত্রটিকে প্রতিটা সাবজেক্টের নোট বানাতে হবে নিজেদের। এবং বইতে চ্যাপ্টারের শেষের প্রশ্ন গুলোর উত্তর নিজেদের দেওয়া অভ্যেস করতে হবে। এই পাঁচটা রিসোর্স কি

১) ইউটিউব- আমি অঙ্ক এবং ইংরেজিতে দিয়েছি। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোলে দিচ্ছি।

২) বোর্ডের সিলেবাসের বই- দুটো রাখতে হবে। বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রী হলে, একটি বাংলা, একটি ইংরেজি মিডিয়া-এর বই রাখুন। আমি এই ব্যাপারে শিক্ষকদের সাহায্য চাইছি। তারা যদি নানান সাবজেক্টের ভাল বই– যা সিলেবাসের তা সাজেস্ট করেন। ক্লাস ৫-১০।

৩) প্রতিটা সাবজেক্টের হায়ারসেকেন্ডারির বই পুরাতন দাদাদিদিদের কাছ থেকে কালেক্ট করে বা কমদামে কিনে নিন। এক্ষেত্রেও যদি শিক্ষকরা সাজেশন দেন খুব ভাল হয়। আমি এখন আর এসব ব্যাপারে টাচে নেই। কোন বোর্ডের কোন বই ভাল।

৪) প্রতিটা সাবজেক্টের একটা করে অভিধান বা ডিকশনারি। না পেলে- উইকি আর্টিকল দেখে নেওয়া। উইকি থেকে কিভাবে তথ্য নিতে হয়, আমি আমার ফ্রি ক্লাসে শেখাব। কারন সেখানে ভুল তথ্য থাকতে পারে। কিন্তু ৯৮% তথ্য ঠিক।

৫) চ্যাট জিপিটিকে [ওপেন এ আই] দিয়ে উত্তর বা নোট আরো ভাল করে নেওয়া। চ্যাট জিপিটি, একটি এ আই চ্যাটবট। আমার ফ্রি ক্লাস ফলো করুন। আমি বাচ্চাদের শেখাব, কি করে চ্যাট জিপিটি ব্যাবহার করে ওরা নিজেদের লেখা উত্তরের ভুল ধরতে পারবে, আরো উন্নত উত্তর দেওয়া শিখতে পারবে। তবে অঙ্কের ক্ষেত্রে চ্যাট জিপিটি অনেক ভুল উত্তর দেয়। অন্য সাবজেক্টে ঠিক ঠাক।

শুধু সিস্টেমের দিকে প্রশ্ন তুললেই হবে না। সমাধান ও দিতে হবে।

কিন্তু #১, #৪, #৫ এর জন্য বাচ্চাদের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ দরকার। ১০-১২ হাজারের লো এন্ড মডেল হলেও হবে। না হলেও স্মার্টফোনে চলে যাবে কিন্তু ভাল চলবে না। [আমার ফ্রি ম্যাথ, সায়েন্স ইতিহাস ক্লাস , আমার ফেসবুক প্রোফাইল থেকেও ইউটিউব থেকে লাইভ হয় শনিবার এবং রবিবার সন্ধ্যা ৬:৩০-

৮:৩০। সব ডিটেলস আমার প্রফাইলে এবাউট-এ আছে। ক্লাস এসাইনমেন্ট ফেসবুক গ্রুপ [https://www.facebook.com/groups/802729208093317] এবং টেলিগ্রাম গ্রুপে [https://t.me/+qAFrKCJpyhtmNjc9] দেওয়া হয়।

(৩) তবে আমি খুব খুশি, অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা- যারা একদম গ্রামে পড়ান, তারা তাদের ছাত্রছাত্রীদের আরো ভাল কিছু শেখানোর জন্য আমার ফ্রি লাইভ ক্লাস ফলো করছেন। আমার গ্রামের বন্ধুর স্ত্রী, যিনি শিক্ষিকা-তার টেলিগ্রাম মেসেজ পেয়ে খুব ভাল লাগল- মনে হচ্ছে আমি যে পরিশ্রম করছি, প্রতিটা শিক্ষক শিক্ষিকা যদি এমন ভাবে আমার ক্লাসগুলো তাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌছে দিতে পারে [বিশেষত গ্রামে, যেখানে ভাল পরিকাঠামো নেই]- অবশ্য আমার মিশন সফল হবে। "দাদা, আমার মামার বাড়ি আপনাদের পাড়ায়। আমি আপনার বাড়ি গেছিও। আমার হাসব্যান্ড জ্যোতিকান্ত। আমি একটি হায়ারসেকেন্ডারি স্কুলে পড়াই। আপনার সব ক্লাস করি। সব পোস্ট পড়ি। এতে আমি নিজে অনেক কিছু শিখছি। আবার ক্লাসকেও কিভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, সেটা বুঝতে পারছি। তবে সমস্যা হলো একটা বড়ো অংশের মেয়েরা reading(বাংলা,ইংরেজি দুটোই) পড়তে পারে না। তাদের আলাদা করে নতুনভাবে পড়তে শেখানোর পরিকাঠামো স্কুলে নেই। পড়তে শেখেনি বলে কোন সাবজেক্টই বুঝতে পারে না। বোঝানো যায় না এদের। যারা একটু ভালো ঘরের মেয়ে, তাদের পড়িয়ে যেমন আনন্দ আছে, পাশাপাশি অন্য মেয়েদের কথা ভাবলে খুব অসহায় লাগে।"

আর যারা আমার সাথে যুক্ত হতে চান- তারা আমার প্রোফাইল ফলো করুন। আমি শীঘ্র পোষ্ট দিচ্ছি- সমান্তরাল আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বানানোর লক্ষ্যে কি ধরনের অর্গানাইজেশন বানাচ্ছি। যা সম্পূর্ন নন প্রফিট-সেবামূলক এবং যতটা সম্ভব ভলিউন্টিয়ার দিয়ে চলবে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বাঙালীকে দক্ষ করবে। যাতে কোয়ালিটি স্কিল ডেভেলেপমেন্ট স্কুল লেভেল থেকেই "প্রায়" ফ্রি রাখা যায়। এর জন্য প্রচুর স্কিল্ড ভলিউন্টিয়ার দরকার। নইলে, আমি যাই করতে চাই না কেন, দিনের শেষে শিক্ষা ব্যবসাই হবে। তাই আপনাদের দরকার। আমি মনে মনে ছকে নিয়েছি। আমার কলকাতার টিমকে কিছু গ্রাউন্ডোয়ার্ক করতে দিয়েছি। প্ল্যানিং ছাড়া আমি এই কাজে নামব না- তাই দেরী হচ্ছে। এই শিক্ষা সংস্কার যজ্ঞে অনেক ভলিউন্টিয়ার দরকার। আমি আশাবাদী, বাংলার উন্নতি কল্পে আপনারা সবাই আমার পাশে থাকবেন। আমরা একসাথে কাজ করব।

[৪] ভয় পাবেন না। ভয় পেলে আমাদের ক্ষতি। লাভ নেই। তাই কেনা উপনিষদ বলছে ভয় আমাদের মনের নিজস্ব সৃষ্ট, কাল্পনিক। কঠোপনিশদ বলছে, ভয় থেকে মুক্ত না হলে, আমরা কখনোই স্বাধীনতার স্বাদ পাব না। ফ্রয়েড বলছেন, অহেতুক ভয় পাওয়ার কারন- ভয়কে আমরা ফেস করতে চাই না। ধরুন আপনার ছেলে টিউশনিতে না পড়ে অঙ্কে কম পেল। তো তাতে কি? দেখছেন তো অঙ্কে মাস্টার ডিগ্রি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, চাকরি না পেয়ে, আবার এখন নির্মাল্যর বিদ্যাস্তুর কাছে সফটওয়্যার শিখতে আসছে। সেও যদি টিউশনি না পড়ে এক্সেল দিয়ে অঙ্ক করা [যা আমি ফ্রিতে শেখাচ্ছি], বা পাইথন দিয়ে অঙ্ক করা

শিখত [যা নির্মাল্যরা শেখাচ্ছে] , তাহলে একটা ভাল চাকরি পেয়েই যেত। ডিগ্রি তো সবাই পায় আজকাল। ডিগ্রি আজকাল কিনতে পাওয়া যায়। কেউ ডিগ্রি চাইছে না। তারজন্য পরিশ্রম করে কি হবে? এটা স্কিলের যুগ। সুতরাং আপনার ছেলে পিছিয়ে যাবে-এই ভয়কে ফেস করুন। দেখুন উলটো দিকটা কি।

আমি এখনো পর্যন্ত জীবনে যদি কিছু করতে পেরে থাকি, তার কারন আমার ট্যালেন্ট না। মেধা আমার অত নেই। আমার ধারনা নরেন্দ্রপুর বা আই আই টিতে অধিকাংশ ছাত্র আমার থেকে বেশী মেধাবী ছিল। কিন্তু আমার সাহস অন্যদের থেকে অনেক বেশী। রিস্ক নি। যাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, ক্ষতিগ্রস্থ হই । কিন্তু লাভ হয় বেশী-লংটার্মে।

[আগের সব পর্ব, ইবুকে ফ্রি পাবেন। ইবুকের ডাউনলোড লিংক- ডাউনলোড সরাসরি না হলে হোয়াটসাপে ফরোয়ার্ড করে ডাউনলোড করুন

https://drive.google.com/file/d/1JYGGD19mQmPxXW2N1PerzepsWVisVThq/view?usp=drive_link]

“জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২৫

শিক্ষা বনাম স্কিল

বিপ্লব পাল, ২৫ শে জুলাই

আধুনিক স্কিলে শিক্ষিত হতে বলছি সবাইকে, কিন্তু মৌলিক প্রশ্ন- স্কিল কি শিক্ষার বাইরে কিছু?
আসলে স্কিল স্কিল করে চারিদিকে যে আওয়াজ উঠেছে, এর মূল কারন "শিক্ষা" ব্যাপারটা মুখস্থ বিদ্যার জন্য জীবনের সাথে যোগ হয় নি।

কটা উদাহরন চান?
যেমন ধরুন অঙ্ক। একজন বাচ্চা যোগবিয়োগ শিখে বাজার করা শিখল। সেটা স্কিল না? আপনি বলবেন- না, কি শিখলে ও চাকরি পাবে? এবার ধরুন ও ঐ যোগ বিয়োগ ও স্প্রেডশিটে শিখল বা পাইথনে শিখল [যা আমি আমার ফ্রি ক্লাসে করাচ্ছি- আবার বিদ্যাস্তু তাদের পেইড পাইথন ক্লাসে করাচ্ছে] । তাহলে সেই একই অঙ্ক করা "স্কিল" হয়ে গেল যেহেতু সে সফটওয়্যারের সাহায্যে করছে? কারন সফটওয়্যারের সাহায্যে সে আরো বড় বড় যোগ বিয়োগ গুন করতে পারবে- যাতে একাউন্টিং বা অন্য পেশাদার অঙ্কের কাজে আসে।

প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে সে যখন "স্কিল্ড" হল তাকে অঙ্ক জানতে হচ্ছে না? ভুল। ভেবে দেখুন, সে অঙ্কটা আসলেই আরো ভাল শিখছে। অথবা যখন ফিজিক্সের আপনি নিউটনের গতিসূত্র শিখলেন। শিখে বাচ্চারা জানল কিভাবে সৌরজগত চলে। মানলাম সেটা স্কিল না। কিন্তু সেই একই গতিসূত্রে চলে জাগতিক সব মেশিন। তাহলে যে ছেলেটা পলিটেকনিকে মেশিন নিয়ে পড়ছে- তাকে ফিজিক্স বুঝতে হবে না? আমার য়্রেয়াস এগ্রোটেকের সব মেকানিক- ক্লাস ১২ পাশ। কুড়ি বছর ধরে মেশিন বানাচ্ছে। তারা কোথায় কোন বল প্রয়োগ করলে, কি এফেক্ট হবে, কোথায় টেম্পারেচার বাড়বে, চোখ কান বুজে বলে দিতে পারে। ওটা ফিজিক্স জানা না? ফিজিক্স মানে বই-এর ফর্মুলা মুখস্থ করা? এসব হাস্যকর কথা। বিটেক মেকানিক্যালরা এদেশে মেকানিক্যাল কিছুই শেখে না। ফিজিক্স তো দূরের কথা একটা মেশিনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে কোনটা ব্লোয়ার, কোনটা রোটর বেল্ট বলতে পারবে না। ধরুন দর্শন। সব সাবজেক্টের বাবা। দর্শন ঠিক ঠাক শিখলে, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক সহজ। ভাল লেখা সম্ভব। ঠিক স্ট্র্যাটেজি নেওয়া সম্ভব। বিজনেস জগতে এইগুলো স্কিলেরও স্কিল। তাহলে দর্শনের মাস্টার্স পিএইচডিরা বেকার বসে কেন? কারন মুখস্থ করে পাশ।
বা ধরুন ইংরজিতে এম এ। মার্কেটিং সেলস ছাড়া ব্যবসা চলে না। আমি কলকাতায় অনেক ইংরেজি এম এ হায়ার করে দেখেছি। মার্কেটিং কমিনিউকেশন স্কিল নেই। কারন বুঝে স্বাধীন ভাবে লিখতে শেখে নি।

কারন মুখস্থ করে পাশ। নিজের লেখনী সত্ত্বার কোন বিকাশ হয় নি। যদি ইংরেজি শিক্ষাটা স্কিলের লেভেলে যেত- তাহলে ইংরেজিটা আরো ভাল শিখত।

তাহলে কি দেখলেন এই চারটে উদাহরনে? আসলে যখন কেউ স্কিল্ড হচ্ছে- প্রথাগত শিক্ষা থেকে- তাকে কিন্তু সেই শিক্ষার আরো গভীরে যেতে হচ্ছে। উলটো না। কিন্তু দেখুন তথাকথিত কিছু শিক্ষিত লোক, লিখে বেড়াচ্ছে স্কিল ড্রিভেন জব অরিয়েনটেড হলে, বিশুদ্ধ শিক্ষার ক্ষতি হবে! যা সম্পূর্ন ভুল। স্কিল ড্রিভেন শিক্ষা হলে, ছেলে মেয়েরা সাবজেক্টটা আরো গভীরে শিখবে। সেইজন্যে স্ক্যান্ডেনেভিয়া, আমেরিকাতে শিক্ষা স্কিল ড্রিভেন। উন্নত দেশে সেটাই হয়। স্কিলের সাথে শিক্ষার কোন সংঘাত নেই। স্কিল প্রথাগত শেখাকে আরো গভীরতা দেয়। স্কিল ভিত্তিক শিক্ষা হলে, উন্নত শিক্ষা হবে না- এই ধরনের ভ্রান্ত ধারনা গুলো ছড়ানোর চেষ্টা করছে কিছু ফেসবুকের স্বঘোষিত পন্ডিত। বিভ্রান্ত হবেন না। নিজের বুদ্ধি, নিজের যুক্তি দিয়ে বিচার করুন।
স্কিলের কথা প্রসঙ্গে আমার নিজের জীবনের উপলব্ধি বলি। আই আই টিতে যখন ফাইভ ইয়ার ইন্ট্রিগ্রেটেড এম এস সি পাশ করলাম , তখন আমি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কিস্যু জানি না- যদিও তিনটে কোর্স নিতে হয়েছিল [ফোর্ট্রান, প্যাস্কাল, সি] । ইন্টারেস্ট ছিল না বলে, জাস্ট নম নম করে পাশ করেছিলাম। তখন আই আই টীতে ক্যাম্পাসিং এ সব আই টি কোম্পানী। টিসিএস, ইনফি, সত্যম, পাটনি-এরা সব উঠছে। ফলে আমার বন্ধুরা খুব ভাল করে ঐ কোর্সগুলো করত। চাকরি পেত। আমি ওগুলো করলাম না- চাকরিতে বসলাম না। কারন আমার তখন একটা 'স্কিল" আছে। আই আই টির জন্য ফিজিক্স পড়াই। ফলে চাকরির জন্য স্কিলের চিন্তা করি নি। ওই ফিজিক্স পড়ানোর জন্য সেকালেও প্রচুর টাকা পাওয়া যেত। যদিও আমার বন্ধুরা যারা সফটওয়্যারে ঢুকেছিল- তারা সব এক বছর বাদে আমেরিকাতে পোষ্টিং। আমি তখন ভাবছি- আমি কি ঠিক করলাম? প্রোগ্রামিং মানে স্কিল্ড হয়ে ট্রেনে উঠে আমেরিকা গেলেই বোধ হয় ভাল হত।
এদিকে টেলিকমে পি এই চ ডি করতে ঢুকে- আবার সেই প্রোগ্রামিং। যা কাটিয়ে দিয়েছিলাম। যদিও ম্যাথেমাটিক্যাল প্রোগ্রামিং বলে বাঁচোয়া- অঙ্ক আছে মানে, ইন্টারেস্ট। সেটা প্রায় সারাদিন করতে হত। তখন ভাবি নি ওটাই স্কিল! কিন্তু তাও মাঝে মাঝে ভাবি, যদি এই প্রোগ্রামিং করব তো, আমেরিকাতে গিয়ে করাই বেটার ছিল! যাইহোক, উইকেন্ডে আই আই টির কোচিং দিতাম- ফিজিক্স পড়াতাম- তাই মেজাজ কুল ডাউন করত!

তারপর পিএইচডির মধ্যে একটা কনফারেন্স-এ ইটালি গেলাম। সেখানে আমার প্রজেন্টেশন দেখে এক ইয়াং সিইও বললো, তুমি পি এই চ ডির পর কি করবে? আমার স্টার্টাপ আছে- তোমার লাইনে কাজ, তুমি যে টাইপের মাথ্যেমাটিক্যাল প্রোগ্রামিং, এলগো লেখ- এমন লোক খুব দরকার। চাইলে সত্ত্বর জয়েন করতে পার। ইনফাক্ট আর ভারতে ফেরার দরকার নেই। ভিসা করিয়ে দিচ্ছি। সামনের সপ্তাহ থেকে লেগে যাও। আমি দেখলাম গেরো। পিএইচডি শেষ হয় নি। প্রচুর বাচ্চা আমার কাছে আই আই টি পাওয়ার জন্য পড়ে। হট করে এসব করা ঠিক না। উনি আমাকে ডিনারে নিয়ে গেলেন। উফ কি খাওয়া- আমার মনে আছে, সেইকালে মাথাপিছু বিল এসেছিল ৫০,০০০ লিরা। সেই ১৯৯৯ সালে ভারতীয় টাকায় ৩০,০০০

হবে! যাকগে, ছাত্রদের দোহাই দিয়ে বল্লাম, দাঁড়ান আগে ওদের সদগতি করি- তারপরে ইন্টার্ন হিসাবে আসি। এখুনি চাকরি করার ইচ্ছা নেই। যাইহোক, ইটালিতে এরপর ইন্টার্নশিপ করতে এসে দেখি, আমি যে লাইনে কাজ করছিলাম- তার প্রাক্টিক্যাল এপ্লিকেশন নেই। কিন্তু তার মানে আমার স্কিল কি জিরো হয়ে গেল? তা না। যা যা শিখেছি- সব কাজে লাগছে, কিন্তু অন্য ফিল্ডে।

আমি এটা অবশ্য বলব- সেলফ লার্নিং এর মাধ্যমে যারা অঙ্ক বিজ্ঞান শিখছে- নিজেরা শিখছে, তাদের কিন্তু স্কিল তৈরী হচ্ছে। সব লেভেলের জন্য এটা সত্য। যা শিখুক, সেলফ লার্নিং মানেই কিছু না কিছু সে স্কিল পাচ্ছে। কিন্তু একজন টিউটর যখন তাকে নোট মূখস্থ করাচ্ছে, কিছুদিন বাদে পরীক্ষায় বমি করার পর- সেসব ভুলে যাচ্ছে, সেখানে কিন্তু শিক্ষা থেকে স্কিলের ব্যাপার আসছে না।
আমি কোনদিন এই স্কিল বনাম শিক্ষা- ব্যাপারটা বুঝবোই না। কারন আমি যা শিখি, তা শিখে প্রথমেই আমার মনে হয়- আসলে কি শিখলাম, এটা কোন কাজে আসবে? আর যখন সেই যোগসূত্রটা পাই, তখন সেই শিক্ষা হয়ে যায় স্কিল। দেখবেন আমি লেখার মধ্যে অনেক সময় উপনিষদের গল্প শোনাই। ওটাও কিন্তু একটা স্কিল। উপনিষদ পড়ে, বোঝার পর যখন সেই গল্পগুলো বাস্তব জীবনের সমস্যাতে এপ্লাই করতে পারছি- উপনিষদের শিক্ষাও কিন্তু তখন একটা স্কিল। কারন মানুষের কাজে আসছে।

কাজের জন্য হেন জিনিস নেই আমাকে শিখতে হয় নি- তার মধ্যে কেমিস্ট্রি বায়োলজি থেকে ইলেক্টিক্যাল মেকানিক্যাল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে সফটওয়্যার ইলেকট্রনিক্স সব আছে। আমি কি তার মানে ওইসব ফিল্ডের স্কিল্ড লোক? মোটেও না। যারা ওসব ফিল্ডে আছে- তারা বছরের পর বছর ওসব শিখেছে। তাহলে সেখানে আমার স্কিল কোথায়? আমার স্কিল হচ্ছে ওরা কি করছে, করতে চাইছে, কেন করতে চাইছে- সেটা বোঝা, যাতে আমি ওদের হেল্প করতে পারি। আর আমি সেটা আমার টিমের কাছ থেকেই শিখি। সেটাও টেকনো মানেজমেন্ট স্কিল আধুনিক যুগে যা আধুনিক প্রোডাক্ট বানাতে লাগে।
সুতরাং স্কিল কি? স্কিল মানে কি লাখ টাকার দামী কোর্স করা? মোটেও না। প্রতিদিন যা শিখছেন, তা নিয়ে ভাবুন। ভাবুন কোথায় এপ্লাই করতে পারবেন। যদি সাহিত্য পড়ে, সেখান থেকে বরকে বা শাশুড়িকে টাইট দেওয়ার টিপস বার করতে পারেন- সেটাও "স্কিল"। প্রতিমুহূর্তে শিক্ষাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন- স্কিল চলে আসবে।

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২৬

ম্যাথ ভাল না শিখলে, কেন ক্যারিয়ার অপশন খুব কমে যায়

বিপ্লব পাল, ১৮ ই জুলাই, ২০২৩

বর্তমানে বাংলার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কে উচ্চতর স্টাডি [মানে হায়ার সেকেন্ডারি থেকে] করার প্রবনতা কমছে। যা তথ্য দেখছি, ১০% ছাত্রছাত্রীও মনে হয়, ক্লাস ১১/১২-এ অঙ্ক রাখছে না। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য, অঙ্ক ভাল না শিখলে, কিভাবে এবং কেন ক্যারিয়ার অপশন লিমিটেড হয়ে যায়।

এই ব্যাপারে সবাই ভুল করছেন, ভুল ভাবছেন। আর সবজান্তা জেঠাদের অভাব নেই বঙ্গে।

১> যা চলে আসছে- পৃথিবীটা তাই আর থাকছে না। জেনারেটিভ এ আই অর্থাৎ সৃজনশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা- যা অনায়াসে আপনার আমার থেকে অনেক ভাল ইংরেজি লিখতে পারে, অনেক ভাল ছবি আঁকতে পারে বা গান করতে পারে, বা কোডিং করে দিতে পারে- সেই যুগে আমরা প্রবেশ করেছি- এই সদ্য। ধরুন চ্যাটজিপিটি, যা এসেছে ডিসেম্বর ২০২২। সুতরাং কি চলে আসছে, তাই দিয়ে ভবিষ্যতে কি হবে, তার বিচার করবেন না। আমি এবং অন্যান্যরা যা চাকরি করছে, সেইসব চাকরির ৯৯%-র অস্তিত্ব ছিল না যখন আমরা স্কুলে পড়তাম। সুতরাং আপনার বাচ্চা যে চাকরি বা ব্যবসা করবে- তার অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। ভবিষ্যতে জন্মাবে। সুতরাং আজকে কি চলছে, তাই দিয়ে সেই লাইনে বাচ্চাদের ঠেলা বোকামি।

২ > অঙ্ক মানে কি? What is mathematics? সেটাই ৯৯% লোক বোঝে না। সবার কাছে অঙ্ক মানে কেসি নাগের বই। যেখানে যোগ বিয়োগ গুন ভাগ-সমীকরন সমাধান করলে উত্তর বাহির হয়। মুশকিল হচ্ছে- গণিত সাবজেক্টটা তা না। যেসব বাচ্চারা আমার অঙ্কের ক্লাস [ফ্রি] করছে- [https://www.youtube.com/playlist?list=PLEtgt58ppEP7xH_ExGUkdOn83FR2Wxq-g] তারা এদ্দিনে ভাল করে বুঝে গেছে-অঙ্ক একটা ভাষা। সেটা দিয়ে কি হয়? বিজনেস বা বিজ্ঞানের একটা সমস্যাকে অঙ্কের ভাষায় লিখে "সহজ" ভাবে বুঝে- সমাধান করতে হয়। আমার ক্লাসের ছাত্ররা এখন এটাও জেনে গেছে, কিভাবে কৃষি-বাণিজ্য-বিজ্ঞানের সমস্যার সমাধানে, অঙ্কের প্রতিটা শাখার জন্ম হয়েছে। কারন সমস্যার সমাধানটাকে সহজ ভাবে বুঝতে হবে- সহজ ভাবে করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তবের একটা প্রবলেম কে "সহজ" করার জন্য অঙ্কের ভাষা [সিম্বলের] জন্ম। এটা আমার ক্লাস ভিডিও গুলো যারা দেখবেন, তারা বুঝে গেছেন এদ্দিনে। বাচ্চারা ও বুঝেছে। তাহলে অঙ্ক কঠিন লাগা মানে কি?

বাচ্চাটাকে ঠিক ভাবে শেখানো হয় নি। সিধা বাত। কারন অঙ্কের আত্মার মূলে আছে সমস্যাটাকে সরল করা।

৩ > ৮৫% বাঙালী চাষাবাদ ক্ষুদ্র ব্যবসা করেই খায়। ব্যবসাতে সব পদে অঙ্ক লাগে। অঙ্ক না করে ব্যবসা করলে লস হবেই। যদি ব্যবসা ছোট হয়, ক্যালকুলেটর ফাইন। যদি আরেকটু বড় হয়, স্প্রেডশিটে অঙ্ক করতে হবে। যদি কয়েকশো কোটি টাকার ব্যবসা হয়, তখন মার্কেট এনালাইটিক্স, সাপ্লাই চেইন এনালাইটিক্স লাগবেই। যেহেতু অধিকাংশ বাঙালী ব্যবসা করেই বেঁচে আছে এবং ভবিষ্যতে চাকরির বাজার আরো ছোট হবে এবং অধিকাংশ লোকজনকে স্বাধীন ব্যবসা বা কনসাল্টিং করেই খেতে হবে [যেখানে অপার্চুনিটি চাকরির থেকে অনেক বেশী] , সেহেতু ভাল অঙ্ক না শিখে উপায় কি?

এবার আসি যেসব বাঙালী জ্যেঠারা অঙ্ক না শিখলেও চলে যাবে টাইপের এডভাইস দিয়ে ভবিষ্যতের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি করছেন- তাদের কুযুক্তির উত্তর গুলো দিয়ে দিই।

- যুক্তি-১ > সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং এ অঙ্ক না শিখলেও চলে- এটা অতীত। এটা ঠিক ভারতে প্রোগ্রামিং এর কাজ ছিল সফটওয়্যার কুলির কাজ, মেইন্টেনান্স, লো কোডের কাজ। ২০১০ পর্যন্ত এমন চলেছে। আস্তে আস্তে ভারতে ডেটা এনালাইটিক্স, এবং সিস্টেম প্রোগ্রামারদের চাহিদা বেড়েছে- এইসব কোডারদের মাইনে সাধারন যেসব অঙ্ক জানে না বা লাগে না, সেইসব কোডারদের থেকে অনেক গুন বেশী। ভবিষ্যতে কি হবে? এই সব লোকোডিং যেখানে অঙ্ক লাগত না- সেসব সব অটোমেট হয়ে যাবে এবং যাচ্ছে। চ্যাট জিপিটি ওই ধরনের লো কোডের কাজের মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছে। সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, এনালাইটিক্সের প্রোগ্রামারদের চাহিদা বাড়ছে। কারন তারাই বাস্তবতার সাথে প্রোগ্রামিং এর মেলবন্ধন ঘটান। এবং এখানেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের সাহায্য ছাড়া একা কিছু করতে পারে না। যেটা জাস্ট অঙ্ক যা করে তাই। অঙ্ক বলতে যদি কেসি নাগের বাঁশে ওঠা নামার সার্কাস হয়, সে অঙ্ক সফটওয়্যারে লাগে না। কিন্তু অঙ্ক মানে যদি বাস্তবতাকে [রিয়ালিটি], বাস্তবের সমস্যাকে বোঝার জন্য একটা এবস্ট্রাক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বা বিজ্ঞানের ভাষা হয়, তাহলে সব এলগোরিদম অঙ্ক। তা কম্পিউটার সায়েন্স এবং প্রোগ্রামিং-এ সর্বত্র লাগে। এই এবস্ট্রাকশনের সাথে বাচ্চাদের প্রথম পরিচয় হয় অঙ্কে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতে ওইভাবে অঙ্ক শেখানো হয় না। ফলে ভারতে কোটি কোটি প্রোগ্রামার থাকা সত্ত্বেও, তাদের কোয়ালিটি ইস্টার্ন ইউরোপের প্রোগ্রামাদের থেকে অনেক খারাপ- যারা ওই ভাল কোয়ালিটি অর্জন করেছে অঙ্কটা ঠিকঠাক শিখেছে বলে।
- যুক্তি-২ > বায়োলজি, মেডিক্যাল লাইনে অঙ্ক লাগবে না। প্রথমত নীট [ডাক্তারী] বা বি এস সি নার্সিং এ ঢুকতে গেলে ফিজিক্স কেমিস্ট্রির পরীক্ষাটা দিতে হবে। ফিজিক্স অঙ্ক ছাড়া কি ভাবে

শিখবে? ফিজিক্স এপ্লায়েড ম্যাথ। ডাক্তারী লাইন ভবিষ্যতে বায়োফিজিক্স, এনালাইটিক্সের ওপর দাঁড়াচ্ছে। এগুলো অঙ্ক ছাড়া সম্ভব না। ডাক্তারী লাইনে যারা রিসার্চে যাবে, তারা স্ট্যাট না জানলে কিভাবে রিসার্চ চালাবে?

- যুক্তি-৩ > কমার্স লাইনে প্লেসমেন্ট। কমার্স সম্পূর্ন গণিত নির্ভর, নাম্বার ক্র্যাকিং। এটা সত্য যে বিজনেস চালাতে সব থেকে বেশী লোক লাগে। ফলে কমার্সের প্লেসমেন্ট সব থেকে ভাল হওয়া উচিত। কিন্তু কমার্সের সব সফটওয়্যার চালাচ্ছে ইঞ্জিনিয়াররা। কেন? স্যাপ, ওরাকলে শুধু কমার্স গ্রাজুয়েটদের একচেটিয়া হওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেখানেও ইঞ্জিনিয়ার গ্রাজুয়েট। কেন? কারন, স্যাপ বা ওরাকলের যে মুখ্য প্লেসমেন্ট সেখানে কি হয়? কোম্পানীর প্রবলেমগুলো স্ট্রিমলাইন করতে হয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে। একটা ফ্লো স্ট্রাকচার তৈরী হয়। সেটা কি? সেটাও সেই অঙ্ক- বাস্তবের সমস্যাটা সফটওয়্যারের ভাষাতে অনুবাদ করা। আবার লিখছি কেউ যদি অঙ্ক বলতে কেসি নাগের x=2, then xy= ?? , তাহলে বুঝবে অঙ্কের দরকার নেই। কিন্তু যেভাবে অঙ্ক শেখা উচিত, অর্থাৎ অঙ্ক মানে তা বাস্তবের সিস্টেমের ভাষানুবাদ- তাহলে সে খুব সহযে, স্যাপ, ওরাকলের সমস্যাগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে।
- যুক্তি- ৪ > ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, বিজনেস চালাবে। অঙ্ক কেন করবে? সরি। এইগুলো এখন পুরাই এনালাইটিক্স। অঙ্ক না জানলে বিজনেস ল বাদ দিয়ে, বাকী কোন কিছুই করতে পারবে না। ভাল অঙ্ক জানা, ভাল বিজনেসম্যান বা ম্যানেজার হওয়ার গুরুত্বপূর্ন ধাপ। মার্কেটিং ,সেলস এখন পুরো অঙ্ক করেই হয়।
- যুক্তি-৫ > আইন নিয়ে পড়বে। ক্ল্যাট দেবে। ভাল। কিন্তু আইনের ব্যবসায় বিজ্ঞান এবং কমার্সের ছাত্রদের বেশী সুবিধা। আই পি আইন পড়তে গেলে বিজ্ঞান/প্রযুক্তির গ্রাজুয়েট ছাড়া হবে না। বিজনেস আইনের ক্ষেত্রে কমার্স গ্রাজুয়েটদের সুবিধা। আইনের ব্যবসায়, আই পি আইন, আর বিজনেস আইনে যারা দক্ষ, তাদের রেগুলার ইনকাম আছে। বাকীরা মূলত ব্রীফলেস ব্যারিস্টার। ড্রাফটিং করে। যা চ্যাটজিপিটি বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আরো ভাল করে।

আমি ছোট্ট গল্প দিয়ে শেষ করি। ছোটবেলায় প্রাইমারী স্কুল ছুটি হয়ে যেত সকালে। তখন দুপুরে বাড়িতে, আমার বিশেষ বন্ধু ছিল দুজন। একজনের নাম বক্কর মিস্ত্রি। সে রাজমিস্ত্রি। ক্লাস ৪ পাশ। আমাদের বাড়ি তখন তৈরী হচ্ছে। একটা প্রাচীর তুলতে কত ইঁট লাগবে, কত লেবার লাগবে, কত সিমেন্ট লাগবে- সে একটা ছোট খাতায় হিসাব করত। আমাকে মাঝে মাঝেই সেখান থেকে অঙ্কের প্রবলেম দিত। এটা এত ফুটের প্রাচীর। কত ইঁট লাগবে। মুখে মুখে সমাধান হত। আরেকজন সত্য মিস্ত্রি। অসম্ভব দক্ষ ছুতোর মিস্ত্রি। ক্লাস ৭ পর্যন্ত পড়েছিল। প্রতিটা কাঠ কাটত জ্যামিতির প্রিশিসনে। একদম প্রাইমারি ক্লাসেই তার হাত দিয়েই পরিচয় হয়- কোনটা সার্কল, কোনটা স্কোয়ার। কোনটার এরিয়া ভলুউম কিভাবে বার করতে হয়। উনিও আমাকে পরীক্ষা করার জন্য জ্যামিতির পরীক্ষা নিতেন। সামনে থাকত অর্ধেক কাটা কাঠ। বিশ্বাস করুন-

কোন অঙ্কের শিক্ষক ক্লাসে কি পড়িয়েছেন, আমার মনে নেই। অঙ্কের প্রাইভেট টিউটর কোনদিন ছিল না। সবটাই নিজের শেখা। অঙ্ক করেই আমাকে পেট চালাতে হয়- আমার ব্যবসা সম্পূর্ন গনিত নির্ভর সাবজেক্টে ভর্তি। ম্যাথ দিয়েই আমাদের আধুনিক ব্যবসার সব কিছু চলে। কিন্তু আমার অঙ্কের ওই দুই শিক্ষকের কথা আমি ভুলি নি। এখনো দেখতে পাই চারফুট বাই দশ ফুট ওয়ালে কত ইঁট লাগে। আর কতটা কাঠ থেকে ৫ ইঞ্চির সার্কল কাটতে হয়।

তাই যখন দেখি বাচ্চারা অঙ্ক শিখছে না। ভয় পাচ্ছে। খুব কষ্ট হয়। কারন আমি জানি, ওরা ভবিষ্যত পৃথিবীর প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাবে। কারন ঠিক ঠাক গাইডেন্স পাচ্ছে না।

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২৭

কেন আমি শিক্ষা নিয়ে আদাজল খেয়ে নেমেছি!

বিপ্লব পাল, তেশরা জুলাই ২০২৩

(১)

[**https://drive.google.com/file/d/1JYGGD19mQmPxXW2N1PerzepsWVisVThq/view?usp=drive_link]** আমার জীবন ও জীবিকা, ইবুকটা যারা পড়েছেন, তারা অনেকটাই জেনে গেছেন, বর্তমানে শিক্ষার সংকটের সাতকাহন! আমাকে আজই দুজন লিখেছে, বিটেক করে পাশ করে বেকার। চাকরি পাই নি। গোটা কলকাতায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ এবার নাকি প্লেসমেন্ট হয় নি। আই টির ব্রাঞ্চগুলোর প্রায় এক অবস্থা। উল্টোদিকটাও সত্য। আমার ক্রাকিংআইটি জব সংস্থাটি যে কটি কোম্পানী থেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ফ্রেশার দেওয়ার দ্বায়িত্ব পেয়েছিল এবং তার জন্য এপ্টিটিউড টেস্ট কনডাক্ট করেছে- তাতে আমরা পরীক্ষা দেওয়ার বিটেক পেয়েছি প্রচুর। কেউ পাশ করতেই পারছে না। যাতে পাশ করতে পারে, তার জন্য ট্রেনিং দিলে নিতে পারছে না। জোসেফের সেই ট্রেনিংগুলো ক্রাকিংআইটি সাইটে অলরেডি প্লেলিস্ট হিসাবে আছে। কারুর শেখার চেষ্টাই নেই। চাকরি খুঁজছে। গত তিন মাসে গিতাবে (যেখানে সব সফটওয়্যার কোড সবাই সাবমিট করে) যত কোড লেখা হয়েছে, তার সিংহভাগ লিখেছে চ্যাটজিপিটি। ফলে প্রোগ্রামারদের প্রোডাক্টিভিটি প্রচুর বেড়ে গেছে হঠাৎ করে। এর মানে হল, আগের ৩০ জনের কাজ এখন ১০ জনে করছে। অর্থাৎ আই টি কুলিদের চাহিদা, আমরা যাকে লোকোড জব বলি প্রায় মৃত বা কমতে চলেছে। কিন্তু অন্য নতুন টাইপের কোডিং জব আসছে। আমি সে ব্যাপারে আসছি। নতুন কোডার, নতুন প্রোগ্রামার হবে কারা?

আমি এখনো কোডিং এর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি কেন? এই কারনগুলো আগেও লিখেছি-আবার লিখছি

>> আমি নির্মাল্যদের যে কোডিং প্রোগ্রাম চালাতে দিয়েছি- সেটা স্কুলে যেসব জাভা, পাইথন শেখানো হয় তার মতন না। এক্ষেত্রে বাচ্চাদের কোডিং দিয়ে বেশ ভাল পাটিগণিত বা ওয়ার্ড প্রবলেম সলভ করতে হবে। এইভাবে ওদের এলগোরিদম লেখার ভিত্তি তৈরী হবে। এলগোরিদম সবটা চ্যাটজিপিটি বা মেশিন লিখতে পারে না। অনেক কারন আছে।

>> এক্ষেত্রে ওদের ম্যাথের বেসটা স্ট্রং করার উদ্দেশ্যে এই প্রোগ্রাম। প্লাস পাইথন দিয়ে ক্লাসের অঙ্ক করতে ওদের দারুন ভাল লাগবে- ক্লাসের মতন বোরিং হবে না।

আমি চাই বাচ্চারা অঙ্ক, বিজ্ঞান, দর্শন খুব গভীরে গিয়ে শিখুক। এগুলি ভবিষ্যতের সব চাকরির ভিত্তি। লাইন বদলাতে থাকবে। অঙ্ক বিজ্ঞান দর্শনের বেসিক বদলাবে না।

(২)

নতুন টাইপের চাকরি কি রকম হবে?

প্রথমেই বলে দিচ্ছি মাইক্রোস্পেশালাইজেশনের দিন শেষ। নতুন চাকরির বাজারে সবাইকে সব সাবজেক্টের খুব ভাল বেসিক রাখতে হবে। যেকোন কোম্পানী ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করে প্রোডাক্ট বানাতে বা মেইন্টেইন করতে বা বিক্রি করতে সায়েন্টিস্ট হায়ার করে সেই একই কারনে। কর্মাসে যারা কাজ করবেন- তাদের জন্য সত্য এক। আইন নিয়ে যারা পড়বেন- তারাও পরোক্ষভাবে এই সাইকেলের সাথেই যুক্ত। এর বাইরে যা কিছু আছে তা সরকারি চাকরি। না হলে পারসোনাল কনসাল্টিং। [জীবন জীবিকা পর্ব ১ এবং ৫] । সরকারি চাকরি সরকার প্রায় তুলে দিতে বাধ্য বা কম করে দেবে বা দিচ্ছে। পারসোনাল কনসাল্টীং বাড়বে।

চ্যাটজিপিটি বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে আবার সব কিছু বদলে যাচ্ছে। কেমনে?

যেমন আমি কিনতে চাই কিছু। ধরুন আপনি স্মার্টফোন কিনতে চাইছেন অনলাইনে। বর্তমানে গুগুল সার্চ করে, নানান স্পেসিফিকেশন, ফেক রিভিউ ইত্যাদি পড়ে, দাম বুঝে আপনি কিনছেন। তারপরে বন্ধুদের ও জিজ্ঞেস করছেন। এটা বদলে যাবে। এর বদলে লোকে চ্যটজিপিটি [বা সমতুল্য সিস্টেম] কে জিজ্ঞেস করবে আমার বাজেট এই, আমি এই এই স্পেসিফিকেশন চাইছি, আমার প্রেফারেন্স বেস করে লিস্ট বানাও। তাহলে চাকরির বাজারে কি হবে? যারা এদ্দিন ডিজিটাল মার্কেটিং এর গুগুল সার্চের এস ই ও করে এসেছে, শিখেছে- তাদের দিন গেল! গুগুল সার্চ এস ই ওর সাথে অনেক কনটেন্ট রাইটারের রুজি জড়িত। তাহলে কনটেন্ট রাইটাদের নতুন পেশা কি হবে? তাদের প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং এ শিফট করতে হবে।

চ্যাট জিপিটি আসলে আলাদিনের দৈত্য। এর কাছ থেকে ভাল কিছু পেতে গেলে, আপনাকেও সাবজেক্টটা ভাল জানতে হয়। গভীরে প্রশ্ন করতে না পারলে, ও ব্যাটা ভাল আউটপুট, উন্নত মানের উত্তর দিতে পারে না। ভুলভাল উত্তর দেয়। আমি চ্যাটজিপিটির পেশাদার ভার্সন গত চারমাস ধরে প্রচুর ব্যবহার করছি। বাচ্চাদের জন্য অঙ্কের যে ক্লাস নিই, তার এসাইনমেন্টের জন্য চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করি। কিন্তু বাচ্চাদের প্রবলেম ঠিক ঠাক বার করতে আমাকে অন্তত চ্যাটজিপিটিকে ৪ থেকে ৬ বার বলতে হচ্ছে। অনেক স্পেসিফিক ইন্সট্রাকশন দিতে হচ্ছে। তবে ও পারছে। তারপরেও যে অঙ্ক দিচ্ছে তাতে ভুল থাকছে- সেটা

চেক করে দিতে হচ্ছে। তাহলে আমি এত ঝামেলা নিচ্ছি কেন? কারন ফাইনালি, আমি এসাইনমেন্টে যে প্রবলেম গুলো দিতে পারছি- তা আমার মনের মত।

কিন্তু চ্যাটজিপিটি কি পারছে না, যা আমাকে করতে হচ্ছে? এটা বোঝা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ন। সেটা হচ্ছে, কনটেক্সট। যাদের পড়াচ্ছি- তাদের ঠিক কি দরকার। কেন দরকার। যেটা বুঝতে- ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে মনোবিদ্যা [সাইকোলজি], বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি।

তাহলে এই চ্যাটজিপিটি বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার যুগে কোডার বা প্রোগ্রামারের চাকরি কি শেষ? একদম না। যারা লিখছেন, তারা কোডিং এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার কোনটাই বোঝেন না। আসলে আরো উন্নত কোডার লাগবে- যারা মানুষের মন, বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি ভাল বুঝবে। কেন? কারন তাকে প্রোডাক্ট- অর্থাৎ সে হাতি না ঘোড়া বানাচ্ছে সেটা বুঝতে হবে আগে। কারন কোডিং এর ৯৯% করে দেবে চ্যাটজিপিটি। কিন্তু ওই বাকী ১% টাই সব। চ্যাটজিপিটির কোড দেখে বুঝতে হবে ও যা দরকার সেটা দিয়েছে, না শিব বানাতে বাঁদর গড়েছে। যেটা চ্যাটজিপিটি প্রায় করে। কারন তাকে সঠিক ভাবে বোঝানোর জন্য বেশ গভীরে গিয়ে প্রশ্ন করতে হয়। অর্থাৎ, ঠিকঠাক প্রশ্ন করা শিখতে হবে- যাতে চ্যাটজিপিটি উন্নত ইনফর্মেশন সিন্থেসিস করতে পারে বা কোম্পানীর যা লাগবে তা দিতে পারে।

(৩)

কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রশ্ন করতে শেখাচ্ছে না উত্তর শেখাচ্ছে?

উত্তর দেওয়ার জন্য চ্যাটজিপিটি, বার্ড [গুগুল] আছে। উত্তর জানার কোন ভ্যালু নেই। প্রশ্ন করতে শেখাটাই হচ্ছে আধুনিক স্কিল। কিন্তু সেখানেই শিক্ষ্যাববস্থা পুরো জিরো। যেহেতু তা শুধুই উত্তর দেওয়া শেখাচ্ছে। প্রশ্ন করতে শেখা উত্তর দিতে শেখার দশগুন কঠিন। কারন ওই অভ্যেসটা করতে হয় বাচ্চা বয়স থেকে। আমার ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের ক্লাস নেওয়ার মূল কারন, বাচ্চারা যতে প্রশ্ন করে। আমার ইতিহাসে ক্লাস গুলো দেখুন। কালকের ক্লাসে ওরা প্রায় ৩০-৪০ টা প্রশ্ন করেছে । প্রশ্ন করেই চলেছে। আমি ঠিক এক্সাক্টলি এটাই চাইছিলাম। ওদের প্রশ্ন করার অভ্যেস আরো আরো বৃদ্ধি পাক। তার অর্থ কৌতুহল বৃদ্ধি। সাবজেক্টটা ভাল লাগছে। ওরা ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হচ্ছে।

(৪)

তাহলে আমি কি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করছি?

ভুল। এথেন্সে সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটলের স্কুল এমন ছিল। বাচ্চাদের প্রশ্ন করতেই শেখানো হত। প্লেটোর সব বই ডায়ালোগ। শিক্ষক-ছাত্রের কথাবার্ত্তা। ছাত্র প্রশ্ন করছে। শিক্ষক উত্তর দিয়ে পালটা প্রশ্ন করছে।

উপনিষদ কি? ছাত্র প্রশ্ন করছে, শিক্ষক উত্তর দিচ্ছেন। কখনো উত্তর বোঝাতে গল্পের আশ্রয় নিচ্ছেন। কঠোপনিষদের ভিত্তি কি? নচিকেতার প্রশ্ন। গীতার ভিত্তি কি? অর্জুনের প্রশ্ন। প্রশ্নোত্তর-শিক্ষক-ছাত্রের শেখার একমাত্র উপায়। কিন্তু তাহলে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা এইভাবে মুখস্থ নির্ভর কিভাবে হয়ে গেল? কারন ভারতের এই শিক্ষাব্যবস্থা আদি ব্রিটিশ সিস্টেম। খোদ ব্রিটেনে এসব উঠে গেছে। ফিনল্যান্ড, নরোওয়েতে যান এবং আমেরিকাতেও অঙ্ক শেখাচ্ছে- কার্পেন্টারের কাজ, গেম তৈরীর কাজ করতে করতে।

অঙ্ক, ফিজিক্স প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে হবে। বই হচ্ছে রেফারেন্স। বইতে যা লেখা আছে-তা যদি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সাথে না মেশাতে পারে, আপনার ছেলেমেয়ের মুখস্থ বিদ্যা ছাড়া উপায় নেই। সেইজন্য আমি ওদের সপ্তাহে একদিন বাজারে যেতে বলেছি। গ্রামে গিয়ে কৃষিকাজ দেখুক। কামার, কুমোর, মেটাল ওয়ার্কশপ, ইত্যাদি কিভাবে কাজ করে দেখুক। পাহাড় সমুদ্রে ঘুরুক। তবে না বইতে কি অঙ্ক ফিজিক্স আছে বুঝবে। এই মুখস্থবিদ্যা নির্ভর শিক্ষা এখনো চলছে- কারন ভারতে এখনো প্রচুর সরকারি চাকরি এবং তা হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। এগুলো আস্তে আস্তে উঠে যাবে, নানান কারনে বা উঠে প্রায় যাচ্ছেও। বাইরের জগতের চাকরিতে স্কুলের নাম্বার, বোর্ডের নাম্বার, ডিগ্রির কোন মূল্য নেই। স্কিল সব।

(৫)

অনেক প্রশ্ন পাচ্ছি, আমি কিভাবে পড়াশোনা করেছি? কিভাবে ক্যারিয়ার সিলেকশন করেছি। উত্তর দিচ্ছি। কিন্তু শুনলে হতাশ হবেন। আমি স্কুল পছন্দ করতাম। কোনদিন কামাই করি নি। কারন বন্ধুদের সাথে খেলা। স্কুল চিরকাল বন্ধুদের সাথে খেলার জায়গা বলেই জানতাম। সেটা কবে থেকে পড়াশোনার তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠলো সেটাই বুঝতে পারলাম না। ক্লাসরুমে কোন শিক্ষক কি পড়াচ্ছেন কোনদিন শুনিনি, সে আমাদের করিমপুরের স্কুল, নরেন্দ্রপুরের হায়ার সেকেন্ডারি বা আই আই টির ক্লাস হোক। ব্যতিক্রম ছিল। যেসব শিক্ষকরা গল্প করতেন। ক্লাসের বই ফেলে দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে গল্প শোনাতেন। আমি আজও একমাত্র তাদের শিক্ষক বলে মানি। বাকি নোট দেওয়ার শিক্ষকতা ওটা সময় নষ্ট। আমার বাড়িতে প্রচুর বই ছিল সব সাবজেক্টের। তখন ইউটিউব ছিলনা। উঁচু ক্লাসের ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ইতিহাস সব কিছুই ক্লাস সেভেন এইট থেকে পড়েছি। ক্লাস টেনেই আমার উচ্চমাধ্যমিকের কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স শেষ হয়ে গিয়েছিল। কেন করতাম এসব? কারন কৌতুহল। পৃথিবীকে আরো ভাল ভাবে জানতে হবে। কত কিছু অজানা। কতকিছু জানার আছে। তখন ইউটিউব ইন্টারনেট নেই। মাধ্যমিক পর্যন্ত করিমপুরে, উচ্চমাধ্যমিকের বইগুলি একমাত্র জানার জানালা। তারপরে উচ্চমাধ্যমিকে যখন নরেন্দ্রপুরে গেলাম- কি

বিশাল লাইব্রেরী। কত বই। সেখানে জানতে চাইলে কত সুবিধা। বই আছে। বন্ধু আছে। অর্নাস কোর্সের সিনিয়ার দাদারা আছে। অতএব জেনে যাও। এটাই ছিল আমার লাইফের মিশন।

কেন ফিজিক্স পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম? আমার আই আই টি র‍্যাঙ্ক ভাল হয় নি- আই আই টিতে সিভিল পাচ্ছিলাম। যাদবপুর শিবপুরে অবশ্য কম্পিউটার সায়েন্স ইলেকট্রনিক্স পাচ্ছিলাম। আই এস আইতেও বি-স্ট্যাট পেলাম। আই এস আইতে প্রায় ভর্তি হয়েই গেছিলাম। কিন্তু কেন আই আই টিতে ইন্ট্রিগ্রেটেড ফিজিক্স পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম?

কারন আমার মনে হল ফিজিক্স না জানলে, এই পৃথিবীর নিভৃত রস এবং রহস্য জানা হবে না। একটাই তো জীবন। আমার বাবা-মা আমার সিদ্ধান্তে কোন দিন নাক গলায় নি। আমার আশে পাশের লোকজন বললো আরে আই আই টিতে কেউ ফিজিক্স পড়তে যায় না কি? প্রেসিতে পড়লেই হয়। সেটা ঠিক না। আমাদের সাথে যারা ফিজিক্স পড়েছে, বাকীদেরও রাঙ্ক বেশ ভাল ছিল- তারাও ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে ফিজিক্সের নেশাতেই এসেছিল।

কিন্তু চাকরির কি হবে? ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়লে চাকরি হবে না? আমি অত কিছু ভাবি নি। দেখলাম ভেবে লাভ নেই। নরেন্দ্রপুরে আমি যেমন আমার বন্ধুদের কাছে কেমিস্ট্রি বা ম্যাথের প্রবলেম নিয়ে যেতাম। আমার কাছে বাকীরা আসত ফিজিক্সের প্রবলেম নিয়ে। আমি জানতাম আই আই টি এন্ট্রান্সের জন্য ফিজিক্সটা ভালোই পড়াতে পারব। সেটা করলেই প্রচুর ইনকাম। ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে অনেক বেশী। তাহলে কেন ওই ফিয়ার অব লুজিও আউটে এসে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব? পি এইচ ডি লাইফে চুটিয়ে আই আই টি কোচিং সেন্টার চালিয়েছি। তারপর আবার ফিজিক্সে মাস্টার্স করার পর, আর ফিজিক্স পড়তে ভাল লাগছিল না। তখন মনে হল, আচ্ছা অনেক কিছু জানলাম। মোটামুটি জগতের রহস্য বুঝলাম। এবার এমন কিছু করতে হবে, যাতে সমাজের কাজে লাগে। সেইজন্য টেলিকমের ইলেক্ট্রনিক্সের পি এই চ ডিতে ঢুকি।

আবার ২০১২ সালে আন্তাপ্রেনার মানে বিজনেসে আসার সিদ্ধান্তের পেছনে অনেক কারন ছিল। সবথেকে বড় কারন হচ্ছে- আমি জানতে চাইছিলাম, কিভাবে কাজ করে ক্যাপিটালিজম। পুঁজির সাথে প্রোডাকশন, ইনোভেশন, মার্কেটের সম্পর্ক কি। এগুলো বই পড়ে ভাসা ভাসা আইডিয়া হয়। নিজে ব্যবসা না চালালে কেউ গভীরে বুঝবে না। কিভাবে এই দুনিয়ার রাজনৈতিক, বিজনেস সিস্টেম চলে। সে অন্য গল্প। আমার প্রায় সব সিদ্ধান্তের পেছনেই আছে এই পৃথিবী এবং মানুষকে জানার তীব্র ইচ্ছা। যেটুকু অবসর সময় পাই ইতিহাস, দর্শন, মনোবিদ্যা আর ফিজিক্সের লেটেস্ট ভিডিওগুলো দেখি। প্রতিদিন কিছুনা কিছু শেখার চেষ্টা করি। বাচ্চাদের পড়াতে ভাল লাগছে। ওরা কি শিখছে এখনো বুঝতে পারছি না। আশাকরি আস্তে আস্তে ঠিক শিখবে। প্রশ্ন করা শিখবে। যা আজকের দিনে সব থেকে বড় স্কিল।

(৬)

আমাদের কাজ পুরো উদ্দ্যোমে চলছে। প্রায় ২০০+ আমাদের স্বেচ্ছাসেবী হতে ইচ্ছুক। আজ তাদের মধ্যে থেকে প্রায় ২০জনকে প্রাথমিক ভাবে নিয়ে একটা প্রাথমিক স্বেচ্ছাসেবী টিম গঠন হল। যারা আমাদের এই উদ্যোগ চালাবেন। এছারা সারাক্ষন নতুন ভাল শিক্ষক খুঁজে বার করছি। তাদের সাথে কথা বলছি। ক্লাস ১২ এর ব্যাচটা শুরু করা, ১১ এর ব্যাচ শুরু করা প্রথম লক্ষ্য। ১২ এর ব্যাচের ডেট ১৫ ই জুলাই । তার মধ্যে শুরু করছি। যাতে এটা মূলত সেবামূলক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থাকে, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ না হয়- তারজন্য নতুন গঠনতন্ত্র আনছি। পড়ানো সেলফ লার্নিং নির্ভর, মকটেস্ট নির্ভর হবে।

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২৮

আনন্দবাজারের খবরে পশ্চিম বঙ্গে উচ্চশিক্ষায় দৈন্যদশা, আরো প্রকট

পশ্চিম বঙ্গে উচ্চশিক্ষায় দৈন্যদশা, আরো প্রকট। আনন্দবাজারের খবর। অধিকাংশ কলেজের সায়েন্স অনার্সে কোন ছাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। ২০/৩০ টা সিটের মধ্যে ২/৩ সিট ও ভর্তি হচ্ছে না। নামী কলেজেও এক অবস্থা। এক ভয়ংকর পরিস্থিতি হতে চলেছে- যদি না খুব দ্রুত সরকার এটা বুঝতে পারে এবং কারেক্টিভ একশন নেয়। কারেক্টিভ একশন না নিলে, বাঙালীর কফিনে পেরেক মারা হয়ে গেছে।

#১ কারন? অবশ্যই শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি। বাংলায় ছেলেমেয়েরা শিক্ষকতা পেশার জন্য শুধু মাত্র এইসব সায়েন্স স্ট্রিমে আসত। এখন সেখানে যদ্দিন না কোর্টকেস গুলি রিসলভ না হচ্ছে- কেউ কিছু করতে পারবে না। সেটা কদ্দিনে? ১ বছর না ১০ বছর কেউ জানে না। ফলে সায়েন্স স্ট্রিমে কোন ছেলে নেই। সবাই আর্টসে ভর্তি হচ্ছে একটা ব্যাচেলর ডিগ্রির জন্য। যাতে সরকারি পরীক্ষায় বসতে পারে বা নামকা ওয়াস্তে একটা ডিগ্রি থাকে।

#২ এর ফল কি হবে? বাংলায় বিজ্ঞানের শিক্ষক/শিক্ষিকা পাওয়া যাবে না- আজ থেকে ৫-১০ বছর বাদে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান/অঙ্ক শিখবে কাদের কাছ থেকে?

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের যেসব পদক্ষেপ ইমিডিয়েট নেওয়া উচিত [না হলে বাঙালী জাতি আরো অন্ধকারে ডুবে যাবে]

- ১ অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি- আরো জব অরিয়েন্টেড করতে হবে। তার জন্য এই সব সাবজেক্টে এটলিস্ট ২৫% কোর্স রাখা হোক প্রোগ্রামিং/কোডিং, আরো ২৫% ইন্ডাস্ট্রিয়াল আপ্লিকেশন। অরিজিনাল কোর্স ৫০% এ নামানো হোক। এগুলোর নতুন নাম করন দরকার। অঙ্ককে, ম্যাথেমেটিক্স এন্ড কম্পিউটেশনার সায়েন্স, ফিজিক্সকে- ফিজিক্স এন্ড ফিজিক্স বেসড সিমুলেশন এইসব নাম এবং কাজ দিতে হবে। পার্ট টাইম ফ্যাকাল্টি পেয়ে যাবে।
- ২ যেমন ফিজিক্সের নতুন জব অপাচুনিটি গেমিং ইঞ্জিনে ফিজিক্স সিমুলেশন। মেটাভার্সে এটা সব জায়গায় লাগে। কাজের লোক নেই। অথচ উঠতি ফিল্ড। আমি আগেই বলেছি আধুনিক চাহিদার সাথে শিক্ষা ব্যবস্থা হাত মেলাচ্ছে না। তার ওপর শিক্ষা দুর্নীতি। ফলে এদিন দেখতে হচ্ছে।

আরো একটা গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। যে লেখা আমি লিখছি, সেটা লেখা উচিত- যারা কলেজে ফিজিক্স ম্যাথ পড়াচ্ছেন তাদের। কিন্তু ছাত্র না থাকা সত্ত্বেও তাদের হেলদোল নেই। যদি এটা হত ছাত্র না থাকলে সরকার ডিপার্টমেন্ট তুলে দিত এবং তাদের চাকরি যেত, আমি জানি- এই লেখাটা আমি না, তারাই লিখতেন। সেই দিন কিন্তু আসতে পারে। এক ভয়ংকর অশনি সংকেত। এই ভাবে একটা জাতি চোখের সামনে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

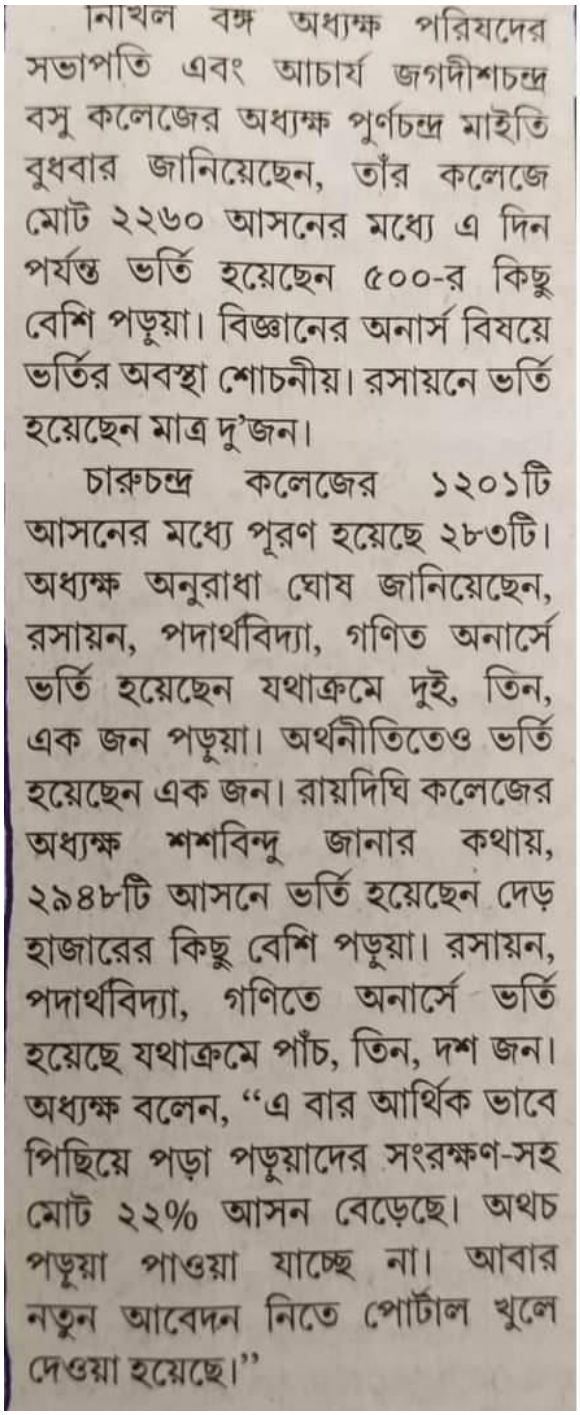

নিখিল বঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলেজের অধ্যক্ষ পুর্ণচন্দ্র মাইতি বুধবার জানিয়েছেন, তাঁর কলেজে মোট ২২৬০ আসনের মধ্যে এ দিন পর্যন্ত ভর্তি হয়েছেন ৫০০-র কিছু বেশি পড়ুয়া। বিজ্ঞানের অনার্স বিষয়ে ভর্তির অবস্থা শোচনীয়। রসায়নে ভর্তি হয়েছেন মাত্র দু'জন।

চারুচন্দ্র কলেজের ১২০১টি আসনের মধ্যে পূরণ হয়েছে ২৮৩টি। অধ্যক্ষ অনুরাধা ঘোষ জানিয়েছেন, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত অনার্সে ভর্তি হয়েছেন যথাক্রমে দুই, তিন, এক জন পড়ুয়া। অর্থনীতিতেও ভর্তি হয়েছেন এক জন। রায়দিঘি কলেজের অধ্যক্ষ শশবিন্দু জানার কথায়, ২৯৪৮টি আসনে ভর্তি হয়েছেন দেড় হাজারের কিছু বেশি পড়ুয়া। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিতে অনার্সে ভর্তি হয়েছে যথাক্রমে পাঁচ, তিন, দশ জন। অধ্যক্ষ বলেন, "এ বার আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের সংরক্ষণ-সহ মোট ২২% আসন বেড়েছে। অথচ পড়ুয়া পাওয়া যাচ্ছে না। আবার নতুন আবেদন নিতে পোর্টাল খুলে দেওয়া হয়েছে।"

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ২৯

বর্তমানে MA, B Ed এর বাজারদর

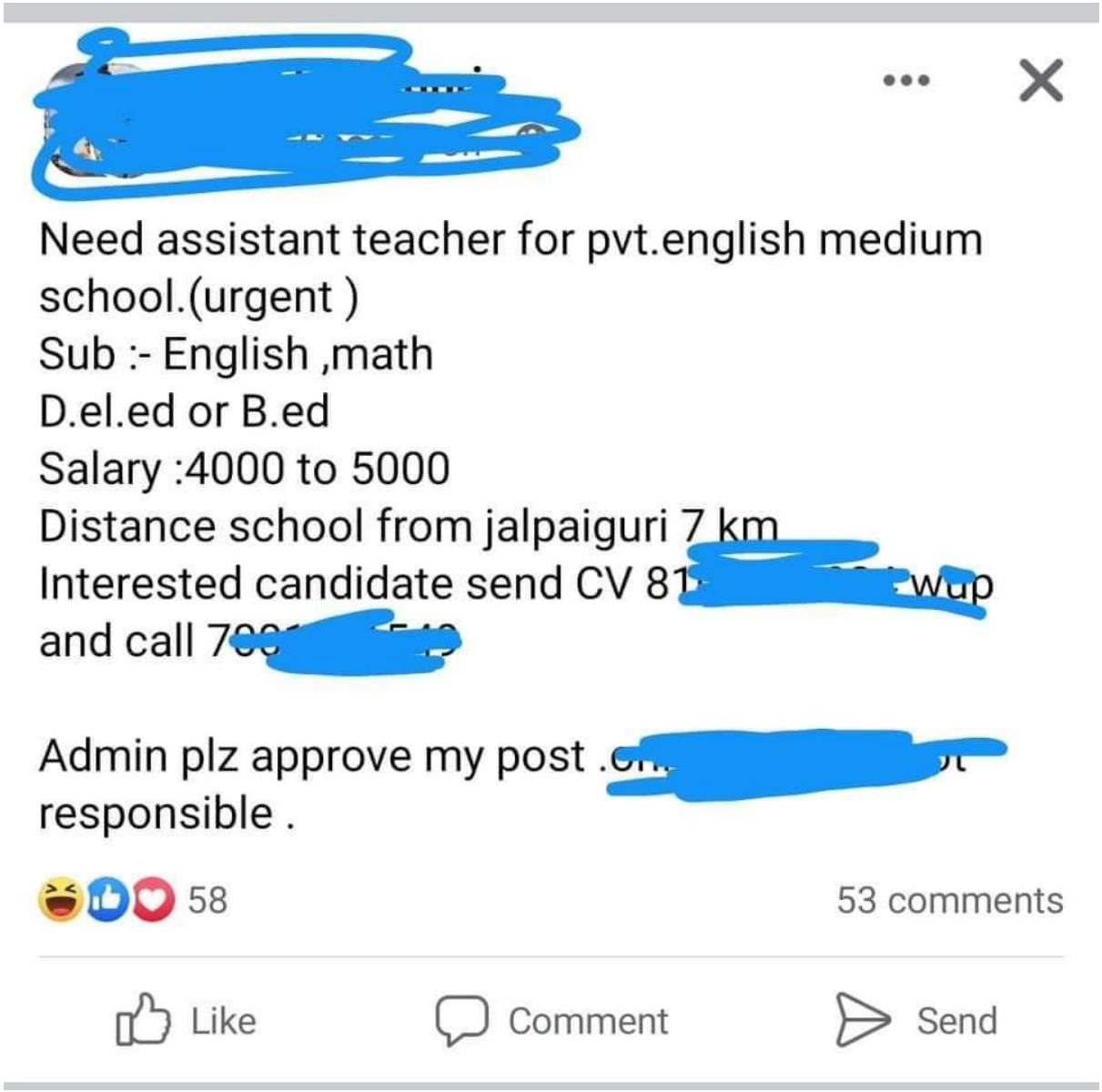

এটা দেখুন। MA, B Ed এর বাজারদর। মাসে ৫০০০ টাকাও কোন স্কুল দিতে চাইছে না। এদিকে বাড়ির কাজের জন্য কোলকাতায় আজকাল ৭০০০ টাকা দিয়েও একবেলা রান্নার লোক পাবেন না। বাড়িতে ভাল প্লাম্বার, ইলেক্ট্রিশিয়ান ডাকুন, দেখবেন ওরা মাসে হেঁসে খেলে ৪০,০০০-৬০,০০০ রোজগার করছে। তবে MA, B Ed দের মাসে ৪০০০-৫০০০ টাকা দিতে চাইছে। যারা প্রাইভেট কলেজ গুলো থেকে বিটেক [ইঞ্জিনিয়ারিং, আই টি, কম্পিউটার সায়েন্স] করেছে এবং প্রোগ্রামিং (কোডিং) শেখেনি, ইন্টার্নশিপ করেনি, তাদের যখন ফ্রেশার ইন্টার্ন হিসাবে কোন কোম্পানী নিচ্ছে, তাদের কেউ মাইনেও দেয় না। শুধু পার্থক্য হচ্ছে, যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টার্ন হিসাবে বিনে পয়সায় যোগ দেয়, তারা হয়ত ১ বছর বাদে মাসে ২০,০০০, বা দুবছর বাদে ৪০,০০০, ৫ বছর বাদে ৮০,০০০ স্কেল পাবে [যদি সফটওয়্যার, আই টি ফিল্ডে যায়, কোর ফিল্ডে গেলে পাঁচ বছর বাদেও ২০,০০০-৪০,০০০ এ বসে থাকবে]। প্রাইভেট স্কুলে সেটা হবে না। মাসে ৫০০০ টাকায় জয়েন করেছে। ওটাই থাকবে। কারন পেছনে আরো ১০ জন বেকারের লাইন।

আপনি বলবেন শিক্ষার, ডিগ্রির তাহলে কোন ভ্যালু নেই? এর উত্তর দুটো।

- কোনকালে, কোন দেশেই ছিল না। বিবেকানন্দ রচনাবলী পড়ুন। বিবেকানন্দর সময় যখন হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন বি এ পাশ করত, তারাও বেকার থাকত। কিছু না পেলে মাসে ১০ টাকা মাইনেতে গ্রামের কোন স্কুলে শিক্ষকতা জয়েন করতেন। তবে এইসব শিক্ষকরা জানতেন, বাংলার গ্রামে গ্রামে এরাই জ্ঞানের আলো জ্বেলেছেন।
- ভারতে ডিগ্রি, শিক্ষা এসবে জোয়ার এসেছে মূলত সরকারি চাকরির জন্য। নেহেরু সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা করায়, ভারতে স্বাধীনতার পর সরকারি চাকরির পরিমান বেড়ে যায়। এরপর ব্যাঙ্ক, খনি সব কিছুই ন্যাশানালাইজ করেন ইন্দিরা গান্ধী। ফলে অনেক বেকার ছেলেমেয়েরা সরকারি চাকরি পাচ্ছিল। কিন্তু ১৯৯১ সাল থেকে ভারত গ্লোবালাইজড অর্থনীতি বাজার অর্থনীতির পথে। কারন নেহেরুর অর্থনীতিতে ভারতের গ্রোথ থেমে গেছিল। ফলে % এর বিচারে, ১৯৯১ সালের পর ভারতে সরকারি চাকরির পরিমান প্রায় অর্ধেকের থেকে কমে গেছে। আরো যাবে।

অন্যদিকে স্কিল্ড ম্যানপাওয়ার- যা ইলেক্ট্রিশিয়ান, প্রোগ্রামার, প্লাম্বার, কারপেন্টার, ওয়েল্ডার, মেশিনিস্ট, ড্রাফটিং ইত্যাদি করে- তাদের ইনকাম এবং চাহিদা দুটোই বেড়েছে।

একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দিই। সব থেকে বেশী ফ্রি ল্যান্সার আছে আপ ওয়ার্ক বলে পৃথিবীর বৃহত্তম ফ্রি ল্যান্সিং সাইটে। তারা কি কি করে? আমাজনে বই/প্রোডাক্ট বিক্রি, ডিজিটাল মার্কেটিং, প্রোগ্রামিং [কোডিং] , বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজ থেকে অনেক কিছু। এই সাইটে সব থেকে বেশী কর্মী [যারা সবাই ফ্রি ল্যান্সার] বাংলাদেশ থেকে। বাংলাদেশের বেশ কিছু ফ্রি ল্যান্সার আমার আমেরিকান কোম্পানীর ছোটখাট কাজ করে। বহুদিন থেকেই। তারা মাস গেলে, ভারতীয় টাকায় ৫০,০০০- ৯০,০০০ এর মধ্যে ইনকাম করে। তারা MA, B Ed এর পেছনে ছোটে নি। কলকাতায় এসব স্কিল্ড লোক আমরা পাই না। বাংলাদেশ থেকে

পাচ্ছি। কলকাতায় অনেক ইংরেজিতে এম এ , এম বি এ হায়ার করে দেখেছি। মার্কেটিং কমিউনিকেশনের জন্য এক লাইন ঠিক ঠাক ইংরেজি লিখতে পারে না। মার্কেটিং কমিউনিকেশনের জন্য যে ক্রিয়েটিভ স্কিল লাগে, তা নেই। কোত্থেকে আসবে? সব মুখস্থ করা প্রোডাক্ট। ভারতীয় এডুকেশন সিস্টেমের এই দুরাবস্থা কথা শুধু আমি লিখছি না, নারায়নমূর্তি থেকে আনন্দ মহীন্দ্র, এরাও লিখছেন।

আমি আবার লিখছি, স্কুলের মার্কস, ডিগ্রি এগুলো অলরেডি ইউজলেস। বর্তমানে, আগেও ছিল, চিরকাল ছিল- স্কিল অর্জন করাটাই আসল। মধ্যেখানে নেহেরু প্রবর্তিত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতির জন্য, সরকারি কাজে ডিগ্রি ওয়ালা লোক লাগত। কিন্তু তার ত্রিশ বছর আগেই অতীত।

আরেকটা ব্যাপার- ছোটবেলা থেকেই সবাইকে ব্যবসার বেসিক স্কিল শেখানো উচিত। ব্যবসার বেসিক স্কিল মানে কিভাবে বেচতে হয় [মার্কেটিং/সেলস], কিভাবে টিম অর্গানাইজ করতে হয়, কিভাবে ফাইনান্সিং করতে হয়। অধ্যাপনার কাজ হোক আর কোম্পানীর কাজ বা স্বাধীন ফ্রি ল্যান্সিং সব কাজেই এখন এই স্কিল গুলো লাগে। আমেরিকাতে স্কুলেই এগুলো শেখায়। গরমের ছুটিতে আমাদের পাড়াগুলোতে বাচ্চাগুলো বাড়ির সামনে এক ঘন্টা দোকান দিয়ে সোডাজল বেচে বা ফল বেচে। এদের বাবা-মারা সবাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার। এটাই প্রকৃত শিক্ষা। মানুষ চিরকাল এইভাবেই শিখেছে। স্কুলে গিয়ে মাস্টারমশাই-এর কাছ থেকে বই আর নোট মুখস্থ করে শিক্ষা এসেছিল উনবিংশ শতাব্দিতে। কেরানী তৈরী করার জন্য।

স্কুল, কলেজ অবশ্য থাকবে। কিন্তু সেখানে কিভাবে কি শিক্ষা দেওয়া হবে, তা খুব দ্রুত বদলাবে। স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলো সবার আগে ঠিক ঠাক করেছে- ওখানে স্কুলে হাতে নাতে সব কিছু শেখানো হয়। আমেরিকাতে ওবামার আমলে ব্যপক পরিবর্তন এসেছিল- শিক্ষাকে আধুনিক করার চেষ্টা উনি করেছিলেন। কিন্তু ট্রাম্প জমানায় আবার সব নষ্ট করে দেয়। স্কুলে যদি কৃষিকাজ, সাইকেল সারানো, ইলেক্ট্রিশিয়ান, মোবাইল রিপেয়ারিং, ফিশারি, ছুতোরের কাজ- এসব বাস্তবিক কাজের মধ্যে দিয়ে অঙ্ক/বিজ্ঞান না শেখায়- স্কুল গুলো উঠে যাওয়া উচিত। অঙ্ক বিজ্ঞান মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষায় বমি করিয়ে সমাজ বা শিশুটির কারোর কোন লাভ নেই।

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ৩০

ডান-বাম-সমাজতান্ত্রিক-ক্যাপিটালিস্ট চিন্তাধারার প্রয়োজনীয়তা

যেকোন সমাজে/রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চিন্তায় ডান-বাম-সমাজতান্ত্রিক-ক্যাপিটালিস্ট, সব ধরনের চিন্তা থাকে। আমেরিকাতেও আছে। কিন্তু এখানেও রিপাবলিকান [যারা এক্সট্রিম ক্যাপ্টালিস্ট] এবং ডেমোক্রাটরা [সফট লেফট] কয়েকটা ব্যাপারে কিন্তু একমত, যা বাঙালী এবং ভারতে এখনো এলো না। এগুলো সবার আগে আসার দরকার

১> ডিগনিটি অব লেবার, প্রতিটি কাজের মুল্য আছে। ডাক্তার থেকে মেথর- ইলেক্ট্রিশিয়ান থেকে কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট- বিজ্ঞানী থেকে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক, সবাইকেই দরকার সমাজের কাছে। কেউ ছোট, কেউ বড় না। প্রতিটি কাজ, প্রতিটি পেশা সমান সন্মান দাবী করে।

২> ডিগনিটি অব লেবারের জন্য, স্কুল থেকেই বাচ্চাদের নানান পেশার সাথে যুক্ত করা হয়- যেমন রাজমিস্ত্রির কাজ, বেচার কাজ [সেলস], রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের কাজ। এগুলো বাচ্চারা করে- যাতে সমস্ত কাজের প্রতি, সমস্ত পেশার প্রতি সন্মান গড়ে ওঠে। ভারতে/বাংলায় এটা সাংঘাতিক ভাবে অনুপস্থিত। বাম, ডান, মধ্যম- কেউ এইটি বাচ্চাদের মধ্যে এনকারেজ করে না।

৩> সবাই বোঝে, সেলফ লার্নিং হচ্ছে একমাত্র শেখা। সবাই এটাও মানে শিক্ষার সাথে জীবনের যোগ থাকার দরকার। অঙ্কের বিজ্ঞান ইতিহাস যা পড়ানো হয়- তা যেন প্রতিদিনের দৈনন্দিন কাজের/অভিজ্ঞতার সাথে তারা মেলাতে পারে। মানুষ বই থেকে শেখে, শিক্ষকের কাছ থেকে শেখে, ভিডিও থেকে শেখে, কাজ করতে করতে শেখে। সব ধরনের শিক্ষার উপযোগিতা আছে। এগুলো নিয়ে এখানে বিরোধ নেই।

৪> স্কিল বনাম শিক্ষা- এই ক্ষেত্রে এখানে সবাই একমত। স্কিল শিক্ষার জন্য টেকনিক্যাল স্কুল। উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়। ওবামা বা ট্রাম্প সবাই কিন্তু শিক্ষার বাজেট, স্কিল শিক্ষার জন্য বাড়িয়েছিলেন। কারন ওখানেই লোকজন চাকরি পাবে। পদ্ধতি আলাদা ছিল। ওবামার শিক্ষানীতিতে আমাদের পাড়ার কলেজ প্রচুর টাকা পেয়েছিল- লোকাল স্কিল বাড়াতে। টাকা কিন্তু ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল পড়াতে আসে নি। বরং সরকারি টাকা কলেজে এসেছিল আই টি স্কিল, অফিস স্কিল বাড়াতে-সেই খাতে শিক্ষক নিয়োগ করতে। শুধু তাই না- আমাদের মতন যাদের আই টির বিজনেস আছে, তাদের কাছে ইন্টার্ন করার জন্য সরকার ছাত্রছাত্রীদের টাকা দিত। ওবামাদের বাম সমর্থক প্রচুর। তারাই এইসব নীতি বানিয়েছিল। তাদের কেউ বলে নি কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান আর্টস কমার্স বাদ দিয়ে, স্কিল শেখানোর জন্য বাজেট দেওয়া হচ্ছে। কারন সবাই জানে, স্কিল ছাড়া কেউ চাকরি পাবে না- অর্থনীতি চলবে না। লোকে করে খেতে পাবে

না। আবার রিপাবলিকানরাও এই মডেল রেখে দিয়েছে। তাদের স্থানীয় বিজনেস। তাদেরও স্কিল্ড লোক দরকার। এইসব ব্যপারে সব রাজনৈতিক দল-সবাই একমত। কারন এতে লাভ সবার।

এইসব রাজনৈতিক পয়েন্টে কোন রাজনৈতিক বিরোধ থাকা সম্ভব না। কারন এগুলোতে সমাজের সব শ্রেনীর ভাল।

আমি খুব অবাক হই, যখন দেখি ভারতে/বাংলায়- এই ১-৪ ইস্যুতেও বিতর্ক হচ্ছে। এর কারন আমাদের যে "বিদ্যান সমাজ" তারাও ওই মুখস্থ বিদ্যার প্রোডাক্ট। এখানে যারা বাম, তাদের ও নিজস্ব চিন্তা নেই- রাজনীতির জ্ঞান ও নোট মুখস্থ করা। যারা ডান- তারাও মুখস্থ করার দলে। ফলে যেসব ব্যাপারে আমরা অনায়াসে একমত হতে পারি কমন সেন্সের ওপর ভিত্তি করে- সেই কমন সেন্স, সাধারন সেন্স ব্যাপারটাই জাতির বিদ্বান সেকশনের মধ্যে থেকে উড়ে গেছে। কমন সেন্স বাংলায় একমাত্র পাবেন, মাঠে ঘাটে কাজ করা লোকেদের মধ্যে। একটা জাতির শিক্ষিত সেকশনটা কিভাবে এত অন্ধকার মূর্খতায় ডুবে গেল- সেটা বড়ই চিন্তার ব্যাপার। আমার ধারনা মূল কারন ওই ৩নাম্বার পয়েন্টটা- শিক্ষাটা জীবনের সাথে যুক্ত হয় নি।

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ৩১

পড়াশোনা জ্ঞানার্জন ছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবসা সম্ভব নয়

"স্যার আপনি বাঙালীকে কেন চাকরির পেছনে ঠেলছেন? চাকরি নেই। আপনি নিজে ব্যবসা করেন, বোঝেন- তাও কেন বাঙালীকে সেই চাকরির পেছনে ঠেলছেন? "

-আমি বাঙালীকে চাকরির পেছনে ঠেলছি না। আমিও চাই বাঙালী ব্যবসা করুক, ব্যবসা শিখুক। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ব্যাবসা করা চাকরির থেকে ১০০ গুন কঠিন- আরো বেশী সেলফ লার্নিং লাগে, আরো বেশী অনেক কিছু শিখতে হবে। ৭-৯ টা টিউশনি-এ যাদের সেলফ লার্নিং ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা কোন ভদ্র চাকরির যোগ্য না- ব্যবসা অনেক দূর এদের জন্য। সেইজন্য আমি বাচ্চাদের সেলফ লার্নিং এর ওপর জোর দিচ্ছি। ওটা ছাড়া চাকরি- ব্যবসা কিছুই হবে না। তাছারা আজকের দিনে ব্যবসা করতে গেলে উচ্চশিক্ষিত হতে হবে বা নিজেকে আরো অনেক বেশী শিক্ষিত করতে হবে। নইলে ব্যবসার জন্য কোথায় কিভাবে লোন এপ্লিকেশন করতে হয়- কিভাবে মার্কেট ধরতে হয় বুঝতে পারবে না।

এটা ঠিক ভবিষ্যত প্রজন্মে চাকরি হবে কম, ব্যবসা হবে বেশী। তাই বিজনেস স্কিল সবাইকেই শিখতে হবে। কিন্তু বিজনেস করতে আরো বেশী ভাল সেলফ লার্নার, আরো বেশী পড়াশোনা শিখতে হয়। কেন- সেটা নিয়ে আগে একটা পোষ্ট দিয়েছিলাম। প্লিজ পড়ে নিন।

ওই পোষ্টে একজন লিখেছেন- তাহলে পড়াশোনা করে কি হবে? মানে যদি ব্যবসাই করতে হয়, তাহলে একজন পড়াশোনা কেন করবে?

ওনাকে ধন্যবাদ। উনি বাঙালীর মনের কথা লিখেছেন। আমি ২০১২ সালে সম্পূর্ন ভাবে ব্যবসায় নামি। তখন একথা আমাকেও শুনতে হয়েছে এত পড়াশোনা করার পর (দুর্ভাগ্যবশত আমার ইলেকট্রনিক্সে একটা পি এই চ ডি রয়েছে), অধ্যাপনা না করে, কেন ব্যবসা করার চেষ্টা করছি বা ব্যবসা করছি।

মানে ব্যাপারটা এমন ব্যবসা করতে গেলে কোন পড়াশোনা লাগে না!!

এখানে দুটো ব্যাপার স্বীকার করে নিই।

- **এক,** ব্যবসা করা খুব কঠিন কাজ। অধিকাংশ লোকজনের যা বুদ্ধি এবং কাজ করার ক্ষমতা বা শারীরিক মানসিক সক্ষমতা- পারবে না। ব্যবসায় সফল হতে গেলে অনেক ব্যাপারে দক্ষ হতে হয়- ম্যান মানেজমেন্ট, ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, প্রোডাক্ট, মার্কেটিং, সেলস। এগুলির

প্রত্যেকটিই পড়াশোনা করা বা গবেষনা করার থেকেও কঠিন কাজ। প্রথম কথা ব্যবসা করা পড়াশোনার থেকে অনেক কঠিন ঠাঁই।

- **দুই,** সব সময় ব্যবসা যে সফল হবে তা না। গত দশ বছরে আমি অনেক কিছুই চেষ্টা করেছি- তার অধিকাংশই ব্যর্থ। কিছু সফল। কিন্তু কয়েকটি উদ্যোগ সফল হলেই বাকী ব্যর্থতা পুষিয়ে অনেক বেশি কিছুই উঠে আসে। আর ব্যর্থতা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। ওই ব্যর্থ হওয়ার মাধ্যমেই আমরা বুঝি কি কাজ করবে, আর কি কাজ করবে না। সুতরাং ব্যবসাও একটি ক্রমাগত শিখে যাওয়ার প্রক্রিয়া। শুধু বই পড়ে লোকে শেখে না। ব্যবসা করতে গিয়েও শেখে- ব্যবসায় ব্যর্থ হলে আরো বেশী শেখে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলছে, আমি স্কুল বা আই আই টিতে যা কিছু শিখেছি- ব্যবসা করতে এসে সেই শিক্ষা সব থেকে বেশী কাজে লেগেছে। চাকরিতে তার ১০% ও লাগত না, এমন কি গবেষনার চাকরিতেই ছিলাম ১২ বছর পি এইচ ডির পর- সেখানেও খুব বেশী পড়াশোনা লাগত না। কারন অধিকাংশ গবেষনা একটা খুব ন্যারো বা সঙ্কীর্ন ফিল্ডে হয়। সব ব্যবসাতেই আজকাল বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্ঞান লাগে। মার্কেটিং, সেলস, প্রোডাক্ট ডেভেলেপমেন্ট- সব কিছুই আজ অঙ্কের ছকে হয় এবং সেই ভাবেই ব্যবসা সাজাতে হয়। এবং তারপরে ফেলিওরের মাধ্যমে শিখতেও হয়।

স্কুল কলেজে যে শিক্ষাটা চলছে- যাকে আপনারা পড়াশোনা বলছেন, তা সম্পূর্ন ইউজলেস। যদি সরকারি শিক্ষকতা বা সরকারি চাকরি না থাকত- ওই শিক্ষা শেষে, না কেউ চাকরি পেত- না কেউ ব্যবসা করে খেতে পারত। আমি আই আই টি খড়গপুরে বলতে গেলে ম্যারাথন পড়াশোনা লাইফ কাটিয়েছি। ৯১-৯৬ ফিজিক্সে ইন্ট্রিগ্রেটেড এমএসসি করে, ১৯৯৬-২০০০ সালে ইলেক্ট্রনিক্স এবং কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে অপটিক্যাল কমিউনিকেশনে পি-এইচডি করি। মধ্যে খানে শুধু ছমাস, ইটালির একটা কোম্পানীতে ইন্টার্নশিপে ছিলাম। এতটা ফিরিস্তি এই জন্যে দিচ্ছি, আই আই টির জীবনের অনেক কিছুই ব্যবসার কাজে লেগেছে- যা চাকরি করার সময় কখনো লাগে নি।

১) আই আই টির যে শিক্ষা সব থেকে বেশী কাজে লেগেছে- সেটা হচ্ছে র‍্যাগিং। আমাদের ব্যাচ হচ্ছে শেষ ব্যাচ যেখানে আনরেগুলেটেড র‍্যাগিং হত। ১৫ দিন। ওইসব দিনগুলোতে মোটে আমরা দুঘন্টা শুতে পারতাম- বাকী প্রায় চার ঘন্টা দৌড়, খেলা, সংস্কৃতি- খিস্তি শোনা এবং দেওয়া অভ্যেস করা লেগেই থাকত। বিজনেস টাফ লোকেদের জন্য। অভিভাবকরা র‍্যাগিং পছন্দ করে না। আমি প্রকাশ্যে র‍্যাগিং এর সমর্থক। কারন এর উপকারিতা আমি নিজের জীবনে পেয়েছি। মেন্টাল রেজিলিয়েন্স ছাড়া ব্যবসায় কেউ টিকতেই পারবে না।

২) দ্বিতীয় যেটা কাজে এসেছে আমার দীর্ঘ হোস্টেল লাইফ। প্রথমে নরেন্দ্রপুর, তারপরে খড়গপুরে এতসব ট্যালেন্টেড ব্রিলিয়ান্ট ছেলেপুলেদের সাথে থেকে একটা লাভ হচ্ছে- এদের কি দরকার, এরা

কিভাবে মুভ করে- কেন করে- এসব ভাল বুঝি। ম্যান ম্যানেজমেন্টে কাজে আসে। পাশাপাশি সোশ্যালাইজেশন স্কিলও সেই সময় তৈরী হয়েছিল। আর আমার অনেক আই আই টির বন্ধুর সাথেই ব্যবসায়িক সম্পর্ক, এখন নেটোয়ার্কিং তো বিজনেসের একটা পিলার।

৩) আরেকটা ভাল জিনিস ছিল আমাদের ছাত্র লাইফে। প্রচুর সাহিত্যের চর্চা ছিল। আলটিমেটলি একটা প্রোডাক্ট বেচা, প্রোজেক্ট বেচা মানে গল্প বেচা। গল্পটা লিখতে হয়। ন্যারেটিভ নামাতে হয়। এটার ভিতও তখন তৈরী হয়েছে।

৪) এবার প্রথাগত বিদ্যাচর্চায় আসি। ফিজিক্স এবং ইলেক্ট্রনিক্স- প্রোডাক্ট লাইনে খুব কাজের জিনিস। যদি কেউ শেখে, মানে ল্যাবে শেখে অফকর্স। আমি প্রায় প্রতিটা সামারে আমাদের নানান রিসার্চ ল্যাবে কাজ করতাম। তখন কেউ ইনার্নশিপে পয়সা দিতে না। থার্ড ইয়ারে সাহা ইন্সটিউটিটে কাজ করার সময় প্রথম ইন্টার্নশিপের পয়সা পাই। সেখানে আমাকে বানাতে দিয়েছিল একটা বিশেষ ডিজাইনের এসি ম্যাগনেট। ওদের ওয়ার্কশপে গিয়ে বসে থাকতে হত ধর্না দিয়ে। সেটা সিপিএমের আমল। কেউ কাজ করত না। সকাল এগারোটা পর্যন্ত আনন্দবাজার পড়ত। অনেক অনুরোধ উপরোধ করে, দুঘন্টার কাজ দুই সপ্তাহে করত। কিন্তু সেটাও একটা অভিজ্ঞতা। ওয়ার্কশপের লোকেদেরকে দিয়ে কাজ করানো লম্বা এক এক্সপেরিয়েন্স। পি এইচ ডির সময় মূলত সিমুলেশন করতাম। অধিকাংশই অঙ্ক এবং সেইসব অঙ্কগুলোই কম্পিউটারে সিমুলেট করা। পরবর্তীকালের চাকরি জীবনেও সেটাই করতাম। সিমুলেশনের ব্যবসা আমি করি না। তবে সিমুলেশনের অভিজ্ঞতা আমার ব্যবসার কাজে ভালোই লাগে।

বেসিক্যালি ছাত্রজীবনে যা কিছু শিখেছি- তা সব থেকে বেশী কাজে এসেছে ব্যবসার জীবনেই। সুতরাং ব্যবসা করতে পড়াশোনা লাগে না, এই মনোভাব সম্পূর্ন ভুল। যদিও আমি গত দেড় বছর ধরে, ইউনিভার্সিটি অব মেরীল্যান্ডের (বাল্টিমোর) পার্ট টাইম রিসার্চ ফ্যাকাল্টি- তাই এখন হয়ত একাডেমিক্সের টাচে থাকার জন্য ছেলেপুলেদের গাইড করতে একটু বেশী পড়াশোনা করতে হচ্ছে- রিসার্চ পেপার পড়ার অভ্যেস কিন্তু কোনকালেই ছাড়ি নি। যখন ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি ছিলাম না-তখনো সপ্তাতে দুদিন অন্তত ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরী যেতাম। লেটেস্ট পাবলিকেশন, বই তুলতাম পড়ার জন্য। সেই অর্জিত জ্ঞানগুলো, প্রোডাক্ট বানানোর কাজে, মার্কেটিং এর কাজে আসত।

পড়াশোনা জ্ঞানার্জন ছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবসা কিভাবে হবে?

আর ব্যবসা মানে, অনেক অনেক টাকা উপার্জন, বিলাস বহুল জীবন- এসব ভুল ধারনা। চাকরির জীবন অনেক আরামের, অনেক নিরাপদের। বিলাসিতা সেখানেই বেশী। ব্যবসা জাস্ট আমার কাছে অনেক বেশী মিনিংফুল লাইফ বলে মনে হয়। কারন সত্যিকারের কিছু সৃষ্টি করার চেষ্টা করি। লাইফ তো একটাই। সেখানে জীবনের সদার্থক মিনিং খোঁজাটাই আসল। আমি জীবনে যত সফল ব্যবসায়ীর সাথে মিশেছি-

কখনোই মনে হয় নি, তারা বিলাসী জীবনের সন্ধানে টাকার পেছনে দৌড়াচ্ছেন। সবাই একটা সফল লেগাসি খুঁজছেন।

"জীবন ও জীবিকা" পর্ব: ৩২

দেরীতে কিন্তু আস্তে আস্তে চৈতন্যোদয় হচ্ছে!

অভিভাবকরা জেগে উঠছেন-

আমার খুব ভাল লাগছে, অনেক অভিভাবক, আমার জীবন এবং জীবিকা সিরিজ পড়ে- আস্তে আস্তে তাদের সন্তানদের ওপর চলতে থাকা টিউশনির অত্যাচারের ব্যাপারটা বুঝছেন। তারা এটাও বুঝছেন শরীরচর্চা নেই, শুধু টিউশনিতে গিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের মাথা ক্রমশ ভোঁতা হচ্ছে। তাদের টিউশনি থেকে আস্তে আস্তে মুক্ত করছেন। শিক্ষকরাও বুঝছেন। অভিভাবকদের কুশিক্ষা এবং শিক্ষা ব্যবসায়ীরা সেই কুশিক্ষা কাজে লাগিয়ে এমন ব্যবসা গড়েছেন, সেই ফাঁদে আটকে গিয়ে লক্ষ লক্ষ বাচ্চাদের জীবন নষ্ট হচ্ছে। বাপ-মা টাকা খরচ করছেন টিউশনিতে। বেসিক্যালি ছেলেমেয়ে কিছুই শিখছে না। বাপ-মা এর পর কোর্স কিনছেন। ডিগ্রি কিনছেন। কিন্তু ছেলেমেয়ে চাকরি পাচ্ছে না। পাওয়ার কথাও না। কারন বেসিক লার্নিং স্কিল, কথা বলার স্কিলই এদের ডেভেলেপ করে নি। আমি নির্বাচিত কিছু সুচিন্তিত মন্তব্য এখানে তুলে দিলাম- যদিও এই ধরনের কমেন্ট পাচ্ছি এখন হাজারে হাজারে।

আস্তে আস্তে এটলিস্ট আলোকিত অভিভাবকরা বুঝতে পারছেন, তাদের ভুল ধারনাগুলি-আমি খুশি। কিছু বাচ্চা অন্তত নির্বোধ নির্মম জীবন থেকে বেঁচে গেল। তারা খোলা আকাশের নীচে নিশ্বাস নিয়ে আরো বেশী ইনকাম এবং আরো ভাল জীবনেই বাঁচবে।

"আমার মেয়ে ক্লাস 4-এ পড়ে। ICSE বোর্ড এ। খেয়াল করে বুঝলাম আমি ভুল ছিলাম। বিপ্লব স্যারের কথা মতো আজ আমি মেয়ের টিউশন ছাড়িয়ে ওকে ওর পছন্দ মতো নাচের ক্লাসে দিলাম। সুইমিং করে, গান আর ড্রইং আগে থেকেই শেখে। শরীর চর্চা একদমই ওর হতো না। সেটা আজ আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পূর্ণ। ধন্যবাদ বিপ্লব স্যার কে আমায় পথ দেখানোর জন্যে। এভাবেই আমাদের সঙ্গে থেকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন।"

"বিপ্লববাবু অসাধারণ উদ্যোগ নিয়েছেন। সত্যি বলতে কি, আমি এইরকম কিছু একটির অপেক্ষায় ছিলাম। আমি MBBS এর first year এর students দের পড়াই- আমরা মেডিক্যাল টিচাররা দেখতে পাচ্ছিলাম students দের (হ্যাঁ, NEET- UG crack kora top 2% students দের) learning এর হাল তথৈবচ, এদের skills তৈরী করানো খুব মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তারি মোটামুটি পুরোটাই skill based, আর self-directed learning এর ব্যাপার। এদিকে দেখি, ওরা চায় পরীক্ষার suggestion, পরীক্ষায় marks, আর কোন একটি textbook/notes- যেটা পড়লেই কাজ হয়ে যাবে। ওদের সাজিয়ে

পরিপাটি করে রান্না করে table এ serve করে দিতে হবে, ওনারা গপাগপ গিলবেন। এদিকে ডাক্তারি মানে নিজেকে বাজার করা, রান্নার যোগাড় করা, রান্না করা, পরিবেশন করে খাওয়া - অর্থাৎ self-learning. ব্যাপারস্যাপার দেখে আমরা কিছুটা আতঙ্কিত,আমরা বুড়ো হলে আমাদের ডাক্তারি করবে কারা?"

"আমি একটা বেসরকারি স্কুলে কর্মরত দুই মাস যাবৎ, অভিজ্ঞতা বলি কিছু- প্রজেক্টের কথা যদি আসেই তো বলি, বাচ্চাদের project দিলে মনে হয় parents দের দিচ্ছি, যেখানে বলা হয় যেমন পারবে নিজে করবে, help নেবে কিন্তু অন্য কেউ করে যেনো না দেয় সেখানে অন্য কারুর করা থাকে। Max paper ওরকম থাকে সেখানে কি আর করার থাকে parents দের ফোন করে অভিযোগ করা ছাড়া। HW খাতায় পর্যন্ত কখনো কখনো parents দের লেখা দেখি, যেখানে number এর কোনো জায়গা নেই। বার বার অভিযোগ করেও সুফল আসে না। আর exam! Exam এ আসা 2 -3 তে question ও যদি খাতায় না থাকে just কেমন বুঝেছে তাই জানার জন্য দি তো কত কথা parents দের। তবুও সামলে নেওয়া যায়। এদিকে সাবজেক্টে নম্বর কম হলে school authorities দের Question, এমনও দেখেছি যে এই জন্য এমন question কিছু teacher তৈরি করছেন যে সেটা proper exam question paper এর ধারে কাছে না but number অনেক আসবে। একটা ভালো স্টুডেন্ট ছোট একটা ভুল করেছে তার নম্বর কেটেছি, same ভুল একটা খারাপ স্টুডেন্ট করলে নম্বর কাটি নি কারণ তার অনেক অনেক ভুল করার কথা ছিল but একটু ভুল করেছে, তাও ক্লাস test ছিল তাই নিয়েও কথা কারণ ভালো স্টুডেন্ট টি বাড়ি গিয়ে কান্না করেছিল, না খেয়ে পড়ছিল, বাচ্চাদের বোঝানো যায়, parents এর কথায় সব বাচ্চারা সমান কেনো আলাদা চোখে দেখবেন, ম্যাম বাচ্চাটা খেতে খেতেও পাশে বই রাখছে, আজকাল বই নিয়েই থাকে একটু কম প্রেসার দিন এরকম শুনেছি, যেখানে আমার কাছে স্পষ্ট বাচ্চাটার কৌতূহল হটাৎ করেই আকাশ ছুঁয়েছে, প্রেসার কিছু আমি অন্তত আমার স্টুডেন্ট দের দি না, আমার ভাই কে পর্যন্ত দি নি কোনোদিন। ক্লাসের ফার্স্ট girl year এর প্রথম পরীক্ষায় 4th stand করেছে, result দেবার সময় বলে দিলাম তার মা কে যে বলবেন না, শুধু একটু weather change করুন খুব pressure নিচ্ছে ও, সেই মেয়েটা পরের দিন চুপ চাপ , অনেক জিজ্ঞাসা করার পরে বললো মা খুব বকেছে! আরো কত কি, জানি না কতদূর কি ঠিক করতে পারবো, কতটুকু শেখাতে পারবো, কতটা improve করবে আমার বাচ্চা গুলি, কিন্তু চেষ্টা করবো। কিছু ভুল বললে ক্ষমা করবেন, আমার অভিজ্ঞতা কম, আপনাদের থেকে অনেক ছোটও বটে।"

"নয় বছরের মেয়ের আগে শরীর ও মন সুস্থ সবল করার দিকে মন দিতে হবে। কে কত ভালো learner, বোঝা যায় কে কত বেশি জিজ্ঞাসা করে, আর কত বেশি সেই জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজে, সেই দিয়ে।"

"Sir অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার কথায় আজ ছেলে কে সুইমিং তে ভর্তি করতে পারলাম। আসলে এত দিন ভেবেছি পড়াশোনা করুক, অতে সময় নষ্ট করে কি হবে, কিন্তু আপনি বুঝিয়ে দিলেন শরীরচর্চা ছাড়া পড়াশোনা হবে না। এইভাবে আমাদের পাশে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ"

মনে রাখবেন, আমার নুন্যতম ক্ষমতাও নেই এই পৃথিবীকে পরিবর্তন করার। একমাত্র আপনারা, অভিভাবকরা যদি আলোকিত হন, অন্ধকার থেকে আলোতে আসেন, তবেই আপনাদের সন্তানের ভবিষ্যত সুরক্ষিত হবে।

প্রোফাইল ফলো করুন এবং এই নতুন পৃথিবীর আলো সবার মধ্যে শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন প্লিজ। সবার মধ্যে যেদিন এই শিক্ষার চেতনা ছড়াবে, সেদিন আপনার সন্তানও অনেক সুরক্ষিত থাকবে। আপনি এই বার্ত্তা সবদিকে ছড়িয়ে দিন। সব ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে।

দশচক্রে ভগবান ভূত হবে না তো? ঘুরে ফিরে সেই কোচিং সেন্টার?

চেষ্টা করছি- সেটা আটকাতে। না হলে, আমার সমস্ত পরিশ্রম জলে যাবে। আপাতত যেসব স্টেপ নিচ্ছি

> হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ফ্যাকাল্টিদের সাথে ওপেন ডিসকাসন। প্রবলেমে আটকে গেলে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দাও। বাকী বন্ধুরাও সল্ভ করার চেষ্টা করুক। ফ্যাকাল্টিরা হিন্টস দিক। না পারলে এক দুদিন বাদে সমাধান।

> একটা কঠিন অঙ্ক আটকে গেলে লোকে শেখে বেশী। আটকে যাওয়া ভাল জিনিস। অনেক ভাবে ট্রাই করলে অনেক কিছু শিখবে। ফ্যাকাল্টিও বুঝবে কোথায় আটকাচ্ছে।

> গোটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ গুলো যেন সহযোগিতার গ্রুপ এফর্ট হয়। আমাদের নরেন্দ্রপুরে এটাই হত। আমার কাছে বন্ধুরা ফিজিক্সের প্রবলেম নিয়ে আসত, আমি অন্য বন্ধুদের কাছে যেতাম ম্যাথ আর কেমিস্ট্রি নিয়ে। ওদের প্রবলেম সল্ভ করে আমার স্কিল বাড়ত, কমত না। এটা আমি চালু করতে চাই। নরেন্দ্রপুরের এই গ্রুপ স্টাডি কালচারটা ফিরিয়ে আনতে চাইছি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। দুচারটে ভাল ছেলের পাশে, বাকীরা থাকলে সবার লাভ। এবাই একসাথে আনন্দ করতে করতে পড়াশোনার আনন্দ আলাদা। ওটা একা একা হয় না। এটা ফেরাতে হবে।

> ফ্যাকাল্টিরা বলছেন, অধিকাংশের বেস খুব কাঁচা- এটা ধরেই এগোতে হবে। এখন উপায়? গুলিয়ে খাওয়ানো- না সেলফ স্টাডির মাধ্যমে এগোনো। গুলিয়ে খাইয়ে লাভ নেই। ছাত্র শুধু সেই প্রবলেম শিখবে। সিমিলার প্রবলেম ও করতে পারবে না। বরং সিমিলার প্রবলেম এর সেলফ স্টাডি অনেক হেল্পফুল।

ভাবিষ্যত কি হবে জানি না। চেষ্টা করব। ৮৩' লর্ডসের কপিলের মতন বলতে হচ্ছে এবং ছাত্রদের ও বলি- হারজিত আছেই। জিতি বা হারি, কেউ যেন তোমাদের না বলে, তোমরা চেষ্টা করনি। যারা সৎ চেষ্টা করে, তাদের ব্যর্থতা সাময়িক। আর শরীরচর্চা বাদ দিলে লাইফে কিছু হবে না। এক ঘন্টা ঘাম ঝড়াতেই হবে। ওই আড্ডা আর টুনটুনি বলের ক্রিকেটে কিছু হবে না। সলিড ক্যালোরি বার্ন দরকার। না হলে কিছুই টানতে পারবে না।

ছেলেমেয়েদের ব্রেইনের ডেভেলেপমেন্ট-এই দুটো টেস্ট বাড়িতে করুন

বিপ্লব পাল, ৬ই জুন, ২০২৩

[১]

আমি বহুদিন থেকেই প্রচুর বাঙালী ছেলেমেয়েদের ইন্টারভিউ নিই। সব বিটেক, এম বি এ, নানান বোর্ডে ৯০%+। হার্ডলি ২ কি ৩% ছেলে বা মেয়ে জাস্ট দুমিনিট গুছিয়ে কিছু বলার ক্ষমতা রাখে- যদি প্রশ্নটা খুব সাধারন- যেমন ধরুন বল্লেন জাস্ট আগের ভ্যকেশনে যেখানে গিয়েছিলে- সেটা ৫ টা সেনটেন্সে এক মিনিটে বল। অধিকাংশ এইসব এম বি এ ডিগ্রি ধারী ছেলেমেয়েরা বলতে পারে না! স্কিল অনেক দূরের কথা। এসব দেখেই ইন্টারভিউতে এরা কাট হয়ে যায়!

বহুদিন বহুছেলেমেয়ের ইন্টারভিউ এবং এইদুইদিন লাইভ শোতে বাচ্চাদের সাথে কথাবলার সুবাদে যেটা বুঝেছি- ছেলেমেয়েগুলো একঘন্টাও শরীরচর্চা করছে না। অসংখ্য টিউশনি। শরীর এবং মনের চর্চার অভাবে ব্রেইনের যেদুটো সব থেকে গুরুত্বপূর্ন ফাংশন- ফোকাসড এবং ডিফিউজড থিঙ্কিং- এই দুটোর ডেভেলেপমেন্ট হচ্ছে না- খুব খারাপ অবস্থায় চলে যাচ্ছে। আপনাদের ছেলেমেয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কখনোই হতে পারবে না যদি ব্রেইনের এই হাল হয়।

[২]

ফোকাসড থিঙ্কিং কেন? কারন সেখান থেকেই ছাত্ররা/লোকেরা শেখে। এটা করতে গেলে দেখতে হবে কটা সিম্বল, মাথায় ওরা ধরে রাখতে পারছে এটলিস্ট ১২ সেকেন্ডের জন্য। এরজন্য দেখবেন আমার শোতে ওদের দুই অঙ্কের গুন করতে বলছি। দুই অঙ্কের গুনে ১৫ টা ক্যারেকটার ৫ টা সিকোয়েন্স ৫-১০ সেকেন্ড মনে রাখতে হয়। এটা ক্লাস ৩-৪ এর ছেলেমেয়েদের পারা উচিত। এবং লাস্ট শোতে একটা ক্লাস ফোরের ছেলে পেরেছে। কিন্তু একটি ক্লাস ১০ এর মেয়ে পারে নি। আরো অনেক ক্লাস ৮/১০ এর ছেলেমেয়েরা পারে নি। এদের কেউ খেলাধূলা করে না। নর্মালি ক্লাস ৪ পর্যন্ত ২ অঙ্কের গুন, ক্লাস ৬ পর্যন্ত ৩ অঙ্কের গুন, ক্লাস ৮ এ ৪ অঙ্কের গুন মনে মনে [খাতাপেন ছাড়া] পড়া উচিত। ৩ অঙ্কের গুনে ২৭ টা সিম্বল, ৬ টা সিকোয়েন্স মনে রাখতে হয় ১০-২০ সেকেন্ড। ৪ অঙ্কের গুনে এটা হয় ৪৮ সিম্বল, ৭ টা সিকোয়েন্স। সময় লাগা উচিত ২০-৪০ সেকেন্ড। এটা অঙ্কের টেস্ট না। ব্রেইন ফোকাস করতে পারছে কি না তার টেস্ট। কেউ যদি ৪ অঙ্কের গুন মনে মনে করে দিতে পারে এর মানে সে ৩০-৫০ সেকেন্ড মনকে

একটা থিমে ফোকাড রাখতে পারছে। এবং শুধু সেটুকু করতে পারলেই, সে যা কিছু পড়বে, খুব দ্রুত মেমরীতে ঢোকাতে সক্ষম। কারন ওইটুকু সময়ে ৩-৫ টি সেনটেন্স পড়া যায় ও ফোকাস থাকলে সেটা দ্রুত মনের মধ্যে ঢুকে যাবে। কিন্তু যারা [যা বুঝলাম ৯৫% ছাত্রছাত্রীরাই পারছে না] দুই অঙ্কের গুন ও মনে মনে করতে পারছে না? তার মানে ১৫ টা সিম্বল [ধরুন লেটার] মাথায় ধরে রাখতে পারছে না- অর্থাৎ একটা বাক্য ঠিক ঠাক মাথায় ঢোকানোর ফোকাস তাদের নেয়। ফলে যারা ৪ অঙ্কের গুন মনে মনে করতে পারে, তারা যেকোন কিছু পড়ে যে স্পিডে ব্রেইনে নিখুঁত ভাবে ঢোকাবে তাদের শেখার স্পিড [যেকোন সাবজেক্টে] ১০ গুন। কাদের থেকে? যারা ২ অঙ্কের গুন মনে মনে করতে পারছে না, তাদের যেকোন কিছু শিখতে অনেক সময় লেগে যাবে। যার জন্য আমি যখন বলছি বোর্ডের সিলেবাসে ২ ঘন্টার বেশী লাগার কথা না। তারা আঁতকে উঠছে।

ফলে আপনি দেখুন আপনার বাচ্চারা এই ফোকাস চিন্তার বেসিক টুকু করতে পারছে কি না। না পারলে ঘুমানোর সময় প্রতিদিন মনে মনে গুনের প্রাক্টিস করুক। আস্তে আস্তে ৫০ সিম্বল মনে রাখার ক্যাপাসিটিতে নিয়ে আসতে হবে। নইলে সে সারাজীবন স্লো লার্নার থেকে যাবে।

[৩]

এবার আসি ডিফিউজড থিঙ্কিং এর টেস্টে- যা সমস্যার সমাধানের জন্য দরকার। এটির ব্যাখ্যা সহ ভিডিও কাল দিচ্ছি- যা প্রফেসার সুপ্রতীক নিউরোসায়েন্স দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন রবিবারের মিটে। এর সহজ টেস্ট আমি মিটে দেখিয়েছি। জাস্ট জিজ্ঞেস করুন কালকের রুটিনটা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তুই বলে যা- একদম ঘড়ির সময় ধরে ধরে। দুমিনিট সময়। এটা কিন্তু আসলেই বেশ কঠিন কাজ। আপনি নিজে চেষ্টা করে আগে দেখুন। এর কারন সে নানান সময়ে, নানান স্থলে এই কাজ গুলো করে। সবাই মোটামুটি দিনে ৮-১৫ টা কাজ করে। সেইগুলো মনে করে, একত্রে এনে ২ মিনিটে বলা আসলেই বেশ কঠিন। আপনি নিজে করে দেখুন। কিন্তু এটি না করতে পারলে, ছাত্রছাত্রীদের ডিফিউজড থিঙ্কিং দুর্বল আছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

সুতরাং এই ধরনের কিছু মাইন্ড গেম প্রাক্টিস করতে হবে- বোঝার জন্য ব্রেইনের ডিফিউজড থিঙ্কিং যা প্রবলেম সলভিং এর জন্য দরকার তা ঠিক আছে কিনা দেখে নিতে। আমি যা বুঝেছি এদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুটোর দারুন অভাব আছে এবং যার জন্য এরা সারাজীবন পিছিয়ে থাকছে। কিন্তু ওই যে বল্লাম, মিনিমাম দুঘন্টা ঘাম না ঝরালে, ব্রেইন আরোই নিতে পারবে না। আসলেই এরা মাঝারি মানের ছাত্র না। আপনাদের ভুল পরিকল্পনা, এদের পিছিয়ে দিচ্ছে লার্নিং কার্ভে। আপনারা শুধু টাকা ঢেলে কোর্স আর কোচিং পেছনে ভূতের কেত্তন করছেন। এই দুটি ক্যাপাসিটি ঠিক থাকলে সবাই সেলফ লার্নিং এর মাধ্যমেই সব কিছু শিখে নিতে পারবে।

যাকগে, এটা আরো ভাল করে বোঝানোর জন্য একটা ভিডিও বানাচ্ছি।

আপনারা প্রোফাইল ফলো করতে থাকুন এবং গুরুত্বপূর্ন জ্ঞান ও তথ্যগুলো শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন।

বাচ্চা এবং বড়দের কোডিং নিজে নিজে শেখার রিসোর্স-১

বিপ্লব পাল, ৩০শে মে

[শেয়ার করতে হলে, কপি পেস্ট করে শেয়ার করুন প্লিজ, এমনি শেয়ার বাটনে শেয়ার করলে, লেখাটি শেয়ার হবে না]

কোডিং এখন অঙ্ক এবং ইংরেজি শেখার মতন বেসিক স্কিল। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলি যেমন পাইথন, জাভাস্ক্রিপ্ট ইত্যাদি হচ্ছে কম্পিউটারের ভাষা। অর্থাৎ আপনার সাথে কথা বলতে গেলে যেমন বাংলা বা ইংরেজি শিখতে হবে, কম্পিউটার আপনার ভৃত্য-তাকে দিয়ে কাজ করাতে গেলে তার ভাষা, অর্থাৎ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গোয়েজ শিখতে হবে। তবে এখন লার্জ ল্যাঙ্গোয়েজ মডেল এসে গেছে ফলে এখন কম্পিউটার ইংরেজিটাই বুঝে যাচ্ছে। সেই জন্য ভবিষ্যতে কোডিং এর দরকার হবে কি না, এই নিয়ে বিতর্ক আছে।

কিন্তু আমি কোডিং এখুনি শিখতে বলব- তার কারন ৪ টি

কোডিং উঠে গেলেও সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং মানুষকেই করতে হবে।

-এখন সেটা করতে গেলেও, কিছুটা কোডিং জানলে, সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং শেখা সহজ।

- এলগোরিদম বা লজিক, মেশিন লার্নিং এর গণিত, ইত্যাদির অভ্যেস করতে গেলেও কোডিং লাগবে।

-আপাতত নেক্সট ৫ বছর কোডার লাগবেই এবং যেকোন আই টি চাকরির ইন্টারভিউতে কোডিং থাকবেই কারন সেটার মাধ্যমেই লজিক ইত্যাদি বুদ্ধির পরীক্ষা হয়।

- আই টির প্রায় সব ফিল্ডই কোডিং নির্ভর, সুতরাং ক্লাউড, আই ওটি, ইলেকট্রনিক্স- যাই শিখতে যাও কোডিং লাগবেই।

কারা শিখতে পারে? যে কেউ। বাচ্চা থেকে বুড়ো। বাংলা, ইতিহাস থেকে কোডিং শেখা আরো অনেক অনেক বেশী সহজ। কারন ইহা যুক্তি এবং স্ট্রাকচার মানে।

আমি তিনটে পর্বে এই রিসোর্স দেব। আজ দিচ্ছি বাচ্চাদের জন্য। যেগুলি কোডিং ফর ফান। যাতে তারা এগুলি শিখে ছোটখাট গেম তৈরী করে মজা পায়। বাচ্চা মানে ৫-৮ গ্রেডের ছেলেমেয়েদের জন্য। এরপর দেব হাইস্কুলের স্টুডেন্টদের জন্য। ৯-১২।

Follow the profile. যেখানে তারা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গোয়ের প্রাথমিক স্কিল শিখবে। তারপরে, বড়দের জন্য- যারা বেকার বসে আছে কোডিং নিজেরাই শিখে চাকরি পেতে।

কোডিং প্রাক্টিস করতে হয়। সেটা নিজের ল্যাপটপে করতে পারে। বা ওয়েব সাইটে গিয়ে করতে পারে। বাচ্চাদের জন্য ওয়েব সাইটে গিয়ে প্রাক্টিস করা ভাল। হাইস্কুল থেকে নিজেদের ল্যাপটপে করা ভাল।

আজ শুধুই বাচ্চাদের জন্য- প্রাইমারী [১-৫] এবং মিডল স্কুল [৬-৮] এর ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

মিডল স্কুল [৬-৮/৬-১০ স্টান্ডার্ড]

যেসব বয়স্ক লোকেরা প্রথম বারের মতন শিখছেন, তারাও এই সাইট এবং চ্যানেলগুলি থেকে শিখতে পারেন।

Code.org (https://www.youtube.com/user/CodeOrg): Code.org provides a wide range of coding

tutorials, including their famous Hour of Code series, which features engaging videos and activities

for beginners.

Khan Academy (https://www.youtube.com/user/khanacademy): Khan Academy's computer

programming courses offer step-by-step tutorials on various programming languages and concepts.

Their videos are easy to follow and suitable for middle school learners.

CS Dojo (https://www.youtube.com/c/CSDojo): CS Dojo offers coding tutorials focused on Python,

web development, and algorithms. The videos are well-explained and include coding challenges and

projects.

The Coding Train (https://www.youtube.com/c/TheCodingTrain): The Coding Train, hosted by Daniel

Shiffman, features creative coding tutorials, where students can learn programming concepts by

building interactive visual projects using JavaScript and p5.js.

Scratch (https://www.youtube.com/user/ScratchTeam): Scratch, a block-based programming

language designed for beginners, has its official YouTube channel. It features tutorials and

showcases of projects created with Scratch, which can be a great starting point for middle school

students.

MIT OpenCourseWare (https://www.youtube.com/user/MIT): MIT OpenCourseWare provides

videos of actual computer science lectures from MIT courses. While the content may be more

advanced, middle school students can still benefit from exploring topics that pique their interest.

এবার প্রশ্ন হচ্ছে তারা প্রাক্টিস করবে কি করে? প্রায় সব জায়গায়, সাইটেই প্রাক্টিস করার ফেসিলিটি আছে। একদম বাচ্চা- প্রাইমারী স্কুল [১-৫] এর রিসোর্স; একদম ক্লাস ১-৫ এর বাচ্চারাও খেলার ছলে, এলগোরিদম, লজিক শিখতে পারে। গেম খেলতে খেলতে।

- **codeSpark Academy:** https://www.youtube.com/@codeSparkapp

codeSpark Academy provides coding tutorials and interactive games for young kids. Their videos feature characters and fun challenges that introduce basic programming concepts.

- **Tynker:** https://www.youtube.com/@Tynker

Tynker offers coding tutorials and videos that focus on game-based learning. Kids can follow along and learn programming concepts while building their own games and animations.

- **Kodable**: https://www.youtube.com/c/kodable

Kodable offers coding videos and challenges designed for young learners. Their videos feature cute characters and engaging activities to introduce coding concepts.

- **Scratch Garden** https://www.youtube.com/c/scratchgarden

Scratch Garden creates educational videos, including coding songs and animations, to introduce coding concepts in a fun and entertaining way for young kids.

- **Bitsbox** https://www.youtube.com/c/BitsboxKids

Bitsbox provides coding tutorials and projects that kids can follow along with. They offer a range of videos suitable for different age groups, and their coding activities are designed to be hands-on and interactive.

- **Kids Can Code:** https://www.youtube.com/c/KidsCanCode

Kids Can Code offers coding tutorials and projects for young learners. Their videos cover various coding concepts and provide step-by-step instructions for creating games and animations.

বাচ্চা এবং বড়দের কোডিং নিজে নিজে শেখার রিসোর্স-2

বিপ্লব পাল, ৩১ শে মে

[এই পোষ্টটা আপনারা অনায়াসেই শেয়ার করতে পারবেন ফেসবুকে শেয়ার করার দরকার নেই]

এই পর্বে হাইস্কুলের কোডিং শেখার রিসোর্স দিচ্ছি- এগুলি যারা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছে, তারাও ব্যবহার করতে পারে। কারন আমি দেখেছি, আমেরিকার হাইস্কুলের কম্পিউটার সায়েন্স এপি আর ভারতের কলেজের কম্পিউটার সায়েন্সের সিলেবাস এবং লেভেল প্রায় এক।

- **CrashCourse Computer Science:** This playlist goes through the history of computing, up to and including modern topics. The explanations are clear and the animations are helpful. It’s an excellent starting point to get an overview of the field.

https://www.youtube.com/watch?v=tpIctyqH29Q.

- **CS50's Introduction to Computer Science:** This is Harvard University's introduction to the intellectual enterprises of computer science and the art of programming. CS50's lectures are available for free on YouTube.

https://www.youtube.com/@cs50

- **Code.org:** This channel is dedicated to expanding access to computer science, and increasing participation by women and underrepresented students of color. They have many educational videos and tutorials on various topics.

https://www.youtube.com/@codeorg

- **The Coding Train:** Daniel Shiffman makes creative coding tutorials and examples with a focus on algorithmic art and generative design. His video series on nature of code is particularly good.

https://www.youtube.com/@TheCodingTrain

- **TheNewBoston:** This channel contains a vast amount of tutorials on a wide range of computer science topics, including programming languages like Python and Java, which are commonly taught in high schools.

https://www.youtube.com/@thenewboston

- **MIT OpenCourseWare:** While this is a college-level resource, the Introduction to Computer Science and Programming in Python course can be a helpful and challenging resource for a high school student who's particularly interested in the field.

https://www.youtube.com/@mitocw

- **Khan Academy's Computing Courses:** They cover a wide range of topics including algorithms, cryptography, information theory, and coding.

https://www.youtube.com/@khanacademycomputing9067

To Learn Python and analytic package from school level :

- **Corey Schafer's Python Tutorials:** These tutorials are very detailed and cover a wide range of Python topics. The tutorials on Python basics are great for beginners.

https://www.youtube.com/playlist...

- **Sentdex's Python Programming for Beginners:** This channel offers a beginner-friendly Python course. It also provides tutorials for more advanced topics and specific packages like Matplotlib, Pandas, and Scikit-Learn.

https://www.youtube.com/playlist

- **Data School's Python Pandas Tutorials:** This channel offers a tutorial series focused specifically on using the Pandas library for data science in Python.

https://www.youtube.com/playlist...

- **freeCodeCamp.org's Python Course:** This is a complete Python course for beginners and covers Python in 4 hours. It is very comprehensive and easy to understand.

https://www.youtube.com/watch?v=rfscVS0vtbw

- **Krish Naik's Python for Data Science:** Krish Naik provides a detailed course on using Python for data science. He explains the different packages and functionalities used in data science.

https://www.youtube.com/playlist...

- **CS Dojo's Python Tutorials for Absolute Beginners:** CS Dojo's Python tutorials are very beginner- friendly and cover all the basics you need to start coding in Python.

https://www.youtube.com/playlist...

- **Keith Galli's Python Tutorials:** These tutorials are excellent for beginners and cover a wide range of Python topics. His tutorials on Python's data science packages are particularly helpful.

https://www.youtube.com/playlist...

ইংরেজি শেখার রিসোর্স

বাঙালী ছেলেদের ভাল ইংরেজি শেখার রিসোর্স- কিভাবে গ্রাম বাংলার ছেলেরা ইংরেজিতে দক্ষ হয়ে উঠবে?

বিপ্লব পাল, ২৯ শে মে।

[শেয়ার করতে হলে, শেয়ার করার পর, পুরো লেখাটা/ ম্যাটারটা কপিপেস্ট করে দিন। নইলে শুধু লিংক শেয়ার হবে।। কারন প্রচুর লিংক আছে, শুধু একটা লিংক শেয়ার হয়ে যাবে] যদিও বাংলা মিডিয়ামের ছেলেমেয়েদের জন্য এই লিস্টটা দিচ্ছি, ইংরেজি মিডিয়ামের ছেলেরাও একই ভাবে উপকৃত হবে। কারন কলকাতার নামি স্কুল গুলো বাদ দিলে, বাকী ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলগুলির ইংরেজির মান খুবই নীচু। খুবই খারাপ অবস্থা।

এই রিসোর্সের মধ্যে ইউটিউব, নিউজ লিংক, মোবাইল অ্যাপ, প্রাক্টিস অনেক কিছু থাকবে। একটু লাইফস্টাইল এডজাস্ট করতে হবে। যদিও স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য দিচ্ছি, বড়রা যারা নিজেদের ইংরেজির উন্নতি চান, তারও এই রিসোর্স বা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। আর অবশ্যই শেয়ার করে ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দিন [শেয়ার করে, পুরো ম্যাটারটা কপিপেস্ট করে দিন।] নইলে শুধু লিংক শেয়ার হবে।

আমার এই রিসোর্স ফলো করলে বাংলা মিডিয়ামের ছেলেদের ইংরেজি নিয়ে হিন্যমন্যতা কেটে যাবে। ইংরেজি মিডিয়ামের ছেলেরা এখন যে ভুলভাল ইংরেজি শিখছে, সেখান থেকেও উদ্ধার পাবে। চাকরির জন্য যারা ইংরেজি ইম্প্রুভ করতে চান, তারাও উদ্ধার পাবেন।

#1 ইউটিউব রিসোর্স / ফাউন্ডেশন এখানে রিডিং, গ্রামার, রাইটিং, স্পিকিং, comprehension -

everything is available.

EnglishClass101: This channel offers comprehensive lessons ranging from beginner to advanced

levels. It covers grammar, vocabulary, pronunciation, and cultural insights.

https://www.youtube.com/@EnglishClass101

Learn English with Emma: Emma, an experienced English teacher, creates engaging and informative

lessons on various topics, including grammar, vocabulary, idioms, and pronunciation.

https://www.youtube.com/@engvidEmma

BBC Learning English: The official YouTube channel of the BBC Learning English program provides a

wide range of videos on grammar, vocabulary, pronunciation, and language learning tips.

https://www.youtube.com/@bbclearningenglish

English Lessons with Adam: Adam is a dynamic English teacher who covers grammar, pronunciation,

and vocabulary in an entertaining and engaging manner.

https://www.youtube.com/@engvidAdam

Rachel's English: Rachel specializes in teaching American English pronunciation. Her videos focus on

accent reduction, phonetics, intonation, and spoken English.

https://www.youtube.com/@rachelsenglish

EngVid: EngVid features a team of experienced English teachers who cover various topics, including

grammar, vocabulary, pronunciation, idioms, and business English.

https://www.youtube.com/@engvidRebecca

EnglishAnyone: The channel creator, A.J. Hoge, focuses on teaching English fluency through natural

methods. He provides techniques and strategies for improving speaking, listening, and overall

language skills.

https://www.youtube.com/@EnglishAnyone

EnglishLessons4U - Learn English with Ronnie!: Ronnie's energetic and lively teaching style makes

her lessons enjoyable and informative. She covers grammar, vocabulary, idioms, and common

English expressions.

https://www.youtube.com/@engvidRonnie

Speak English with Vanessa: Vanessa teaches English in a clear and concise manner. Her channel

covers a wide range of topics, including grammar, vocabulary, pronunciation, and conversational

skills.

https://www.youtube.com/@SpeakEnglishWithVanessa

JenniferESL: Jennifer offers detailed lessons on grammar, vocabulary, and pronunciation. Her videos

are well-structured and provide a solid foundation for English language learners.

https://www.youtube.com/@Englishwithjennifer

2 Mobile App resource :

মোবাইল অ্যাপে শেখা অনেক বেশী ইন্টারেক্টিভ- প্রাকটিসের সুযোগ থাকে।

Here are some popular mobile apps that can help foreigners learn English:

Duolingo: Duolingo is a highly popular language learning app that offers English courses for speakers

of various languages. It covers vocabulary, grammar, listening, and speaking exercises through

gamified lessons. [এর বাংলা সাপোর্ট এখনো নেই, আসছে]

Rosetta Stone: Rosetta Stone provides immersive language learning experiences, including English

courses for non-English speakers. It emphasizes listening and speaking skills and uses interactive

exercises and real-life scenarios.

Babbel: Babbel offers interactive English lessons with a focus on practical conversation skills. It

covers vocabulary, grammar, and pronunciation through dialogues and exercises. [ব্যাবেলের বাংলা সাপোর্ট আছে, কিন্তু পেইড অ্যাপ]

Memrise: Memrise is known for its vocabulary-building capabilities. It uses spaced repetition and

mnemonic techniques to help learners memorize words and phrases in English.

HelloTalk: HelloTalk is a language exchange app that connects language learners with native English

speakers. Users can engage in text, voice, and video conversations to practice English with native

speakers.

FluentU: FluentU combines authentic English videos, such as movie trailers and news clips, with

interactive subtitles and quizzes to improve listening and vocabulary skills.

busuu: busuu offers English courses for different proficiency levels, focusing on vocabulary,

grammar, and conversational skills. It also provides personalized feedback from native speakers.

Tandem: Tandem is another language exchange app that connects English learners with native

speakers. It allows users to chat, voice call, and video call to practice English in a conversational

setting.

Hello English: Hello English is designed specifically for non-English speakers. It covers grammar,

vocabulary, speaking, and listening skills through interactive lessons and quizzes.

Beelinguapp: Beelinguapp focuses on reading and listening comprehension. It offers bilingual texts

with audio in English and your native language, allowing you to follow along and improve your

understanding.

These apps provide a variety of features and approaches to learning English, so you can choose the

one that suits your needs and learning style the best. Happy learning!

এবার আসি কিছু হ্যাবিট কিভাবে বদলাতে হবে

ইংরেজি শোনা, আমি অঙ্ক বিজ্ঞান কোডিং এর সব চ্যানেল ইংরেজিতেই দেব। সেগুলো শুনলে কান অনেকটা তৈরী হবে। এই মুহূর্তে এর বেশী কিছু দরকার নেই। অঙ্কের চ্যানেলগুলো দিয়েছি। বাকী গুলোও এই সপ্তাহে দেব। না বুঝলে বার বার চালাও। কোন পার্টের ইংরেজি না বুঝলে, ভইয়েস টু টেক্সট করে- ইংরেজি টেক্সটা ইংরেজি টু বাংলা গুগুল ট্রান্সলেটরে দিয়ে দেখ। খুব ছোট সেনটেন্স দেবে নইলে ট্রান্সলেটর ভুল ভাল বাংলা বলবে।

ইংরেজি লেখা,

এটার জন্য ২ টে টিপস দিচ্ছি-

ইমেল বা হোয়াটসাপে একদম বিশুদ্ধ ইংরেজিতে লেখ। বন্ধু এবং সর্বত্র হোয়াটসাপ বা ইমেল কমিউনিকেশন বিশুদ্ধ ইংরেজিতে করবে। কিভাবে?

- জিমেইল বা গুগুল ডকে ইংরেজিতে যা লিখতে চাও লেখ, দুটো ক্ষেত্রেই অটোকারেকশন অন করে দিলে- জিমেইল ইংরেজি ঠিক করে দেবে। সেটা ঠিক হল কি না, দেখে নাও, দরকার হলে গুগুল ট্রান্সলেটর ব্যাবহার করে ইংরেজি টু বাংলা করে দেখে নাও
- দুর্বল ইংরেজিতে চ্যাট জিপিটি বা গুগুলের বার্ড [এটা বোধ হয় ভারতে এখনো দেয় নি] কে লিখে বল, ইংরেজি কারক্ট করে দিতে। করে দেবে। সেটা ঠিক কিনা দেখার জন্য গুগুল ট্রান্সলেটর ব্যবহার করে নাও।

ইংরেজি পড়া,

প্রতিদিন অন্তত ৫০০০ ইংরেজি ওয়ার্ড পড়ার অভ্যেস করতে হবে। কি পড়বে? নিউজ চ্যানেল গুলো থেকে, এন্ড্রয়েড ফোনে গিয়ে বা ডেস্কটপে গুগুলের অ্যাপে গিয়ে, নিউজ ফিডে ক্লিক করে সায়েন্স, স্পোর্টস, টেকনোলজি- এই নিউজ ফিড সাবস্ক্রাইব কর। গুগুল সেক্ষেত্রে তোমাকে প্রতিদিন বিজ্ঞান প্রযুক্তির সেরা নিউজ পাঠাবে- সেগুলো কাজের বা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে পড়তে থাক।

ইংরেজি শেখাটা লাইফস্টাইল বা অভ্যেস। সিনেমা দেখতে হলে, ইউটিউব থেকে সেইসব ইংরেজি সিনেমাগুলো দেখ যা বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে । সেখানে যদি হিন্দি সিনেমা দেখতে থাক, তাহলে অভ্যেস তৈরী হবে না।

অংক বিজ্ঞান কোডিং ইংরেজি শেখার ইংরেজি চ্যানেলগুলো শোনা, ইংলিশ নিউজ পড়া এবং ইংরেজিতে লেখা। এর সবকিছুই আজ স্মার্টফোনে সম্ভব। সেটা প্রাক্টিস এবং প্রাক্টিস। লাইফস্টাইল সেইভাবে বদলাতে হবে।

অঙ্ক শেখার ভাল ইউটিউব রিসোর্স

সবই ইংলিশ চ্যানেল। বাংলা বা হিন্দি কোন চ্যানেল আমি বাংলা মিডিয়ামের ছেলেমেয়ের জন্য রেকোমেন্ড করব না। তাদের ইংরেজি চ্যানেল থেকেই শিখতে হবে। বাংলা মিডিয়ামে পড়েও কেও এগিয়ে থাকবে, যখন সে ইংরেজিটা নিজের ইচ্ছায় শিখবে এবং শেখার ক্ষেত্রে বাংলা বা ইংরেজি ভেদাভেদ রাখবে না। আমি ক্লাস ১০ পর্যন্ত বাংলা মিডিয়ামে পড়লেও, বাড়িতে সব সাবজেক্টের ইংরেজি বই ছিল এবং দুটো ভাষাতেই পড়াশোনা করতাম। কারন ইংরেজিতে রিসোর্স অনেক ভাল পাওয়া যায়। বাংলা মিডিয়ামে পড়া গুনাহ না, কিন্তু বাংলা মিডিয়ামে পড়ছি বলে ইংরেজি ভাল করে না শেখে বা ইংরেজি রিসোর্স ইউজ না করে, পিছিয়ে যাবে।

পোষ্টটা প্লিজ প্রচুর শেয়ার (share by copy paste and not by share button) করুন। অনেক অভিভাবক ভাবেন এবং ছেলেদের মধ্যে এই স্বার্থপর ধারনা ঢোকান, তারা কিছু তথ্য পেয়ে গেছেন, সেটা নিজেদের কাছে রাখলে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকবেন। ভুল ভাবছেন। আজ গোটা বাংলা পিছিয়ে গেছে এই টিউশনির চাপের চক্করে। কারন সবাই টিউশনি নিচ্ছে, তাই আপনিও ছেলেকে পাঠাচ্ছেন। সবাই ইউটিউবে চলে গেলে, আপনার ছেলে মেয়েও যেত। তাই এই ম্যাসিভ মাইন্ডসেটের পরিবর্তনের জন্য সার্বিক চেতনার বদল দরকার। সবাই যখন ইউটিউবে শিখবে, আপনার ছেলেও শিখবে। ওরা বন্ধু দ্বারা সব থেকে বেশী প্রভাবিত হয়। তাই বদলাতে হলে, সবাই মিলে বদলাতে হবে।

[# এইসব সব ম্যাথ চ্যানেল শুধু আমার না, চ্যাট জিপিটি এবং গুগুল বার্ডের ও রেকমেন্ডেশন।

আমি আর সবার মতন ভারত এবং বঙ্গে চলতি অঙ্কের বই থেকেই অঙ্ক শিখি। কিন্তু হাইস্কুল থেকে রাশিয়ান অঙ্কের বই হাতে আসতে থাকে। তখন বুঝেছিলাম আমাদের অঙ্ক শেখার পদ্ধতিগুলো পুরাতন। ভারতীয় বই গুলো থেকে রাশিয়ান বই এর অঙ্ক শিখে আনন্দ পেতাম বেশী। রাশিয়ান ম্যাথ স্কুল [আর এস এম] আছে, যারা বাচ্চাদের ওই টেকনিকে শেখায়। খুব জনপ্রিয় এখন আমেরিকাতে। ভারতে আর এস এম আছে কি না জানি না।]

(Recommendations have been divided into primary, middle and high school std)

বাচ্চাদের জন্য/ প্রাইমারী স্কুল

1. Math Antics: This channel offers a series of animated math lessons covering various topics,

including addition, subtraction, multiplication, and division. The videos are clear, concise, and

suitable for elementary school students.

Link: https://www.youtube.com/user/mathantics

2. Numberock: Numberock creates math songs and animated music videos that teach mathematical

concepts. Their videos cover a wide range of topics, including addition, subtraction, fractions, and

more.

Link: https://www.youtube.com/user/numberock

3. Math Game Time: This channel provides animated math videos that explain concepts and

problem-solving strategies. They cover addition, subtraction, multiplication, division, and other math

skills for elementary students.

Link: https://www.youtube.com/user/MathGameTime

4. Matholia: Matholia offers animated math lessons that align with common core standards. Their

videos cover a wide range of topics, including addition, subtraction, word problems, and more.

Link: https://www.youtube.com/user/MatholiaVideos

5. Kids Academy: This channel provides animated math lessons and interactive activities for young

learners. They cover addition, subtraction, counting, and more, with engaging visuals and

explanations.

Link: https://www.youtube.com/user/thekidsacademy

6. Teaching Without Frills has a number of videos on addition and subtraction, including videos on

making numbers, adding and subtracting within 10, and solving word problems. The videos are well-

explained and use clear animations to help students understand the concepts.

Teaching Without Frills

https://www.youtube.com/@TeachingWithoutFrills

7. Learn with Math Mammoth has a number of videos on addition and subtraction, including videos

on place value, regrouping, and solving word problems. The videos are well-paced and use a variety

of teaching methods to keep students engaged.

https://www.youtube.com/@MathMammoth

Middle school / ৫-৮/১০

Mathantics: Mathantics provides animated math tutorials covering a wide range of topics. Their

videos are visually engaging and explain concepts in a clear and concise manner.

Link: https://www.youtube.com/user/mathantics

MashUp Math: MashUp Math offers animated math lessons that aim to make math concepts

engaging and accessible. They cover topics such as fractions, algebra, geometry, and more.

Link: https://www.youtube.com/c/MashUpMath

Math with Mr. J: Math with Mr. J features animated math lessons with a focus on problem-solving

and critical thinking. The videos are designed to be entertaining while teaching important math

concepts.

Link: https://www.youtube.com/c/MathwithMrJ

Math & Learning Videos 4 Kids: This channel provides animated math videos for young learners.

They cover topics like counting, addition, subtraction, shapes, and more, using colorful visuals and

catchy songs.

Link: https://www.youtube.com/c/MathLearningVideos4Kids

Math Game Time: Math Game Time offers animated math videos and interactive games to reinforce

math skills. Their content covers a variety of topics and is suitable for students in elementary and

middle school.

Link: https://www.youtube.com/user/MathGameTime

High School Math

PatrickJMT: PatrickJMT provides concise and easy-to-understand math tutorials. The channel covers

a wide range of topics, including calculus, algebra, trigonometry, and more. The videos are suitable

for AP math students seeking in-depth explanations and problem-solving strategies.

Link: https://www.youtube.com/user/patrickJMT

Eddie Woo: Eddie Woo is a renowned math teacher who shares his expertise through animated and

engaging videos. His channel covers various math topics, including calculus, algebra, geometry, and

more. The explanations are clear, and the videos often include real-life applications of the concepts.

Link: https://www.youtube.com/user/misterwootube

MathDoctorBob: MathDoctorBob offers math tutorials for high school students, covering topics such

as calculus, statistics, and algebra. The channel includes animated explanations, step-by-step

problem-solving, and example questions from previous AP exams.

Link: https://www.youtube.com/user/MathDoctorBob

Math Meeting: Math Meeting provides animated math lessons that cover advanced topics, including

calculus, linear algebra, and differential equations. The videos are visually appealing and offer clear

explanations of complex concepts.

Link: https://www.youtube.com/user/MathMeeting

ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি-সেলফ স্টাডি রিসোর্স

এই রিসোর্সগুলো তিন ভাগে ভাঙছি

- ১ স্কুল লেভেলে [৯-১২] যারা শিখতে চাইছে
- ২ যারা নিট এবং আই আই টি এডভান্সডে বসবে
- ৩ যারা কলেজে/উচ্চশিক্ষায় যাবে

[১]

ফিজিক্স সব থেকে কাজের সাবজেক্ট এবং এটা ভাল জানলে ছাত্রছাত্রীরা যেকোন ইঞ্জিনিয়ারিং এ হেসে খেলে কাজ/পি এইচ ডি করতে পারে। বেসিক্যালি সব ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট এক ধরনের এপ্লায়েড ফিজিক্স।

আমি নিজে আই আই টি খড়গপুরে ফিজিক্স-এ ৫ ইয়ার ইন্টিগ্রেটেড এম এস সি পড়ে, টেলিকমের খুব কোর সাবজেক্ট, সিস্টেম ট্রান্সমিশনে পি এইচ ডি করেছি। এবং টেলিকম ফিল্ডেই আমেরিকার সেরা কোম্পানীগুলোতে রিসার্চ ডেভেলপমেন্টে বহুদিন কাজ করেছি, নিজের ব্যবসা শুরুর আগে। আমাদের বর্তমান ব্যবসা মেকানিক্যাল, সিভিল এবং ইলেক্ট্রিকাল এবং মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে যুক্ত। প্রতিটা ক্ষেত্রেই ম্যাথ এবং ফিজিক্স ভালোই লাগে এবং তার জন্য আমাদের টিমও আছে।

পৃথিবীর দুই সেরা ধনী ইলন মাস্ক এবং জেফ বেজোস- দুজনেই ফিজিক্সের পি এই চ ডি থেকে ড্রপ আউট। এর দুটো কারন। যেটা আমি নিজে আন্তারপ্রেনার হিসাবে বুঝেছি, কেন ফিজিক্সের ব্যাকগ্রাউন্ড আন্তারপ্রেনারদের সাহায্য করে। **এক**, ফিজিক্স জানলে ইঞ্জিনিয়ারিং এর যেকোন ফিল্ডের গভীরে ঢুকে বিশ্লেষন করতে পারবেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী চালাতে যা অত্যন্ত দরকার। **দুই**, ফিজিক্স এক অর্থে এপ্লায়েড ম্যাথও বটে। প্রকৃতি বা রিয়ালিটিকে কিভাবে বুঝে, তাকে গণিতের মডেলে ফেলতে হয়, সেটাই ফিজিক্স। এই ভাবেই সিস্টেমকে একটা মডেলে বোঝার অভ্যেস হয়। তা বিজনেস সিস্টেমেও কাজে আসে। কারন বিজনেসেও ওই সিস্টেম-সেলস থেকে প্রোডাকশন, পুরোটাই একটা সিস্টেমে বুঝতে হয়। মুশকিল হচ্ছে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ফিজিক্স সাবজেক্টের আধুনিকীকরণ হয় নি। আই আই টিতে ফাইভ ইয়ার ইন্ট্রিগ্রেটেড পড়ার সময়, ফার্স্ট ইয়ারে আমাদের কোন ফিজিক্স ছিল না- ইঞ্জিনিয়ার, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ- সবাইকেই বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বেসিক সায়েন্স পড়তে হত। তখন আমরা খুব গালাগাল দিতাম। হতাশ লাগত। কারন আমরা [আমাদের ফিজিক্সের ব্যাচ] ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়ে, ফিজিক্সে ঢুকেছি- আরো বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা করব বলে। সবাই তখন একেক পিস ফেইনম্যান, ডিরাক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর।

অথচ আমাদের সেই ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং শিখতে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে। আমার এখনো মনে আছে, খড়গপুরের সেই গরমে, আমি আর ব্যাচমেট [যে এখন লন্ডন ইউনিভার্সিটির ফিজিক্সের প্রফেসর]-গাইছি কোদাল দিয়ে বালির মোল্ড বানাচ্ছি ওয়ার্কশপে, ওই ফার্নেসে দরদর করে ঘামছি- আর কি ফ্রাস্ট্রেশন। কোথায় কোয়ান্টাম মেকানিক্স, এস্ট্রোফিজিক্সের মতন উচ্চাঙ্গের সাবজেক্ট পড়ার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে ফিজিক্সে এ ঢুকলাম, আর গাঁইতি চালিয়ে গরমে সেই ওয়ার্কশপের কাজ করতে হচ্ছে। এর পরের বছরগুলোতেও ভালোই ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোর্স নিতে হত। এবং আমরা সবাই গালাগাল দিতাম। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস। যেসব কোর্সগুলোকে একদা ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোর্স, লেস মর্টালদের কোর্স বলে তাচ্ছিল্য করেছি- আলটিমেটলি পেশাদারী জীবনে সেগুলোই করতে হয়েছে এবং ওই ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলে আমেরিকার কোর ইন্ডাস্ট্রিতে টিকতাম না। একটা সময় সপ্তাহে প্রায় ৫-৭ টা ম্যানুফাকচারিং ফাক্টরি ভিজিট করে- প্ল্যান্টের মধ্যে প্রসেস লাইনে কি সমস্যা হচ্ছে দেখতে যেতে হত। আই আইটিতে ওই ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলে, চাকরি এবং পরবর্তীকালে সেন্সর কোম্পানী করতে পারতাম না।

বেসিক্যালি আমার ভাগ্যে যেটা হল, বেসিক সায়েন্সে মাস্টার্স করেও, আমার পেশাদার রোল ইঞ্জিনিয়ারদের ইঞ্জিনিয়ার। বেসিক্যালি খুব হার্ডকোর ইঞ্জিনিয়ার।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলে আগামী যে দিন আসছে, তাতে এইসব সাবজেক্ট ডিভিশন থাকবে না। মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিকাল, সিভিল এসব স্পেশালাইজেশন থাকবে না। একজন গড় পড়তা ইঞ্জিনিয়ারকে সফল হতে গেলে ফিজিক্স ম্যাথ ডেটা সায়েন্স এমবেডেড ইঞ্জিনিয়ারিং [ইলেক্ট্রনিক্স]- সবগুলোই ভাল করে জানতে হবে। বর্তমানের যেকোন ইঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেমে এগুলো সব লাগে। যার জন্য যেটা হয়েছে, প্রতিটা শিল্পের রিসার্চ ডেভেলেপমেন্টে প্রচুর ফিজিক্স লাগে। সেই কাজ গুলো করে ইঞ্জিনিয়ারিং পিএইচডির লোকেরা। কারন ফিজিক্সের ছেলেগুলো এখানে আসেই না। অথচ আসলে ওরাই ফার্স্টপ্রফারেন্স পেত। এখানেও ফিজিক্সের সিলেবাসের সাথে ইন্ডাস্ট্রির চাহিদার মিসম্যাচ আছে। আমেরিকাতে এই সমস্যা কম। যেকোন ছেলেমেয়ে, যতখুশি নানান সাবজেক্টে ইলেক্টিভ নিতে পারে। যেটা আজকের দিনে দরকার। ভারতের নতুন শিক্ষানীতিতে তার ওপর জোর দিয়েছে।

[২]

পিওর সায়েন্সে, কেমিস্ট্রিতে জব প্লেসমেন্ট সব থেকে ভাল। কারন কেমিস্ট সর্বত্র লাগে- ফার্মাসি থেকে কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি হয়ে প্রায় সব শিল্পেই কেমিস্ট্রি লাগে। কেমিস্ট্রিতে পি এই চ ডি ভাল জায়গা থেকে করতে পারলে, চাকরি কোন সমস্যা নেই। বিশেষত অর্গানিক সিন্থেসিস, বায়োকেমিস্ট্রি লাইনে।

কম্পিউটার সায়েন্স বা ইলেকট্রনিক্স সরকারি কলেজে না পেলে, যেকোন ছাত্রছাত্রীদের নেক্সট টার্গেট হওয়া উচিত ম্যাথ, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, স্ট্যাট, ইকোনমিক্স- এই সাবজেক্ট গুলো নিয়ে সরকারি কলেজে

পড়া। প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যেকোন সাবজেক্ট পড়ার থেকে সরকারি কলেজের সায়েন্স পড়ে ভবিষ্যতে আরো দূরে যেতে পারবে। যদিও আফশোস এই যে সরকারি এইসব কলেজের সিলেবাসের আধুনিকীকরণ দরকার।

এবার রিসোর্সগুলো দিচ্ছি-

*Physics for High Schools/colleges/IIT prep [concepts]

*Khan Academy (https://www.youtube.com/user/khanacademy): Khan Academy offers a wide range of educational videos, including physics lessons for students of all levels.

CrashCourse (https://www.youtube.com/user/crashcourse): CrashCourse covers various subjects, including physics, in an engaging and concise manner. Their physics playlist is a great resource for high school and college students.

MinutePhysics (https://www.youtube.com/user/minutephysics): MinutePhysics provides short, animated videos that explain physics concepts in a fun and accessible way. They cover a wide range of topics, from basic to advanced.

Veritasium (https://www.youtube.com/user/1veritasium): Veritasium features videos exploring fascinating physics phenomena, experiments, and interviews with experts. The channel is highly engaging and suitable for students of all ages.

Physics Girl (https://www.youtube.com/user/physicswoman): Physics Girl, hosted by Dianna Cowern, offers entertaining videos that explain various physics concepts and experiments. Her channel is particularly engaging for middle and high school students.

The Organic Chemistry Tutor (https://www.youtube.com/user/mathletepress): While the channel primarily focuses on mathematics and chemistry, it also covers physics topics extensively. The Organic Chemistry Tutor provides detailed explanations and examples, making it useful for college-level students as well.

Professor Dave Explains (https://www.youtube.com/user/davefarina): Professor Dave offers comprehensive physics lessons, covering a wide range of topics at various difficulty levels. His videos are particularly useful for college students.

ScienceClic English (https://www.youtube.com/channel/UC8TAff5xr8n9iZ1NfC0tHBw): ScienceClic English provides physics lessons in an easy-to-understand manner, catering to students with English as a second language. The channel covers topics suitable for K-12 and college students.

* Chemistry for High School and Colleges *

Khan Academy (https://www.youtube.com/user/khanacademy): Khan Academy provides a comprehensive set of chemistry videos covering various topics, ranging from basic to advanced concepts.

CrashCourse (https://www.youtube.com/user/crashcourse): CrashCourse offers a chemistry playlist that covers fundamental concepts in an engaging and accessible manner. The channel also features experiments and demonstrations.

The Organic Chemistry Tutor (https://www.youtube.com/user/mathletepress): Although the channel primarily focuses on math and organic chemistry, The Organic Chemistry Tutor also provides detailed explanations and examples for general chemistry topics.

Professor Dave Explains (https://www.youtube.com/user/davefarina): Professor Dave's channel offers a wide range of chemistry lessons, suitable for high school and college students. The videos provide in-depth explanations and practice problems.

Tyler DeWitt (https://www.youtube.com/user/tdewitt451): Tyler DeWitt's channel is dedicated to chemistry education. His videos break down complex concepts into easily understandable explanations, making it suitable for middle and high school students.

FuseSchool - Global Education (https://www.youtube.com/user/fuseschool): FuseSchool covers a variety of subjects, including chemistry. Their videos use animations and clear explanations to help students grasp essential chemistry concepts.

Periodic Videos (https://www.youtube.com/user/periodicvideos): Periodic Videos, produced by the University of Nottingham, explores the elements of the periodic table.

The channel offers informative videos with real-world applications and demonstrations.

Bozeman Science (https://www.youtube.com/user/bozemanscience): While Bozeman Science primarily focuses on biology, it also provides chemistry lessons. The channel offers concise and visually appealing videos suitable for high school and college students.

These YouTube channels offer a range of chemistry content suitable for students at different levels. Whether you're a K-12 student or a college student, these resources can help you learn and understand various chemistry concepts effectively.

IIT Prep

Physics Galaxy (http://www.physicsgalaxy.com/): Physics Galaxy, by Ashish Arora, provides video lectures and study materials for both physics and chemistry topics relevant to IIT JEE preparation.

Chemistry by PS Sir (https://www.youtube.com/user/idealclassesforyou): PS Sir's YouTube channel offers video lectures on chemistry topics, including organic, inorganic, and physical chemistry. The channel is highly regarded for IIT JEE preparation.

Khan Academy (https://www.khanacademy.org/): Khan Academy offers video lectures and practice exercises for both physics and chemistry. Their content covers various topics and can be beneficial for IIT JEE preparation.

Unacademy (https://unacademy.com/): Unacademy provides video lectures and study materials for both physics and chemistry, with a specific focus on IIT JEE preparation. They have a wide range of educators offering quality content.

Aakash iTutor (https://www.aakash.ac.in/online-tuition): Aakash iTutor offers video lectures and study materials for both physics and chemistry. It requires a subscription but provides comprehensive IIT JEE preparation resources.

IIT JEE Physics and Chemistry by Ashish Arora

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.physicsgalaxy.jeevideolibrary): This app by Ashish Arora offers video lectures specifically for physics and chemistry topics relevant to IIT JEE preparation. It is available for Android devices.

EtoosIndia (https://www.etoosindia.com/): EtoosIndia provides video lectures, study materials, and online tests for both physics and chemistry topics for IIT JEE preparation.

Toppr (https://www.toppr.com/): Toppr offers video lectures, practice questions, and mock tests for both physics and chemistry. Their content is designed specifically for IIT JEE preparation.

Please note that availability and specific resources may vary over time, so it's advisable to check the latest offerings and ensure the resources align with the current IIT JEE syllabus. Additionally, it's recommended to follow a structured study plan and refer to multiple sources to get a comprehensive understanding of the subjects.

**NEET Prep **

NCERT Textbooks: The NCERT (National Council of Educational Research and Training) textbooks for physics and chemistry are considered the foundation for NEET preparation. Thoroughly study and understand the concepts covered in these textbooks.

Physics Galaxy (http://www.physicsgalaxy.com/): Physics Galaxy, by Ashish Arora, provides video lectures and study materials specifically designed for NEET physics preparation. The content is comprehensive and aligned with the NEET syllabus.

Chemistry by PS Sir (https://www.youtube.com/user/idealclassesforyou): PS Sir's YouTube channel offers video lectures on chemistry topics, including organic, inorganic, and physical chemistry. The channel covers content relevant to NEET preparation.

Khan Academy (https://www.khanacademy.org/): Khan Academy offers video lectures and practice exercises for physics and chemistry, covering a wide range of topics. Their content can be valuable for NEET preparation.

Unacademy (https://unacademy.com/): Unacademy provides video lectures and study materials for physics and chemistry, specifically tailored for NEET aspirants. They have a variety of educators offering comprehensive content.

NEETprep (https://www.neetprep.com/): NEETprep is an online platform that offers video lectures, practice questions, and mock tests specifically designed for NEET preparation. They provide comprehensive resources for both physics and chemistry.

EtoosIndia (https://www.etoosindia.com/): EtoosIndia offers video lectures, study materials, and online tests for physics and chemistry, catering to NEET aspirants.

Toppr (https://www.toppr.com/): Toppr provides video lectures, practice questions, and mock tests for physics and chemistry, specifically tailored for NEET preparation.

সুস্বাস্থ্য এবং আমাদের খাদ্যাভাস-দেহ মন সুস্থ রাখার উপায় -১

বিপ্লব পাল, ৮ ই জুন, ২০২৩

কোন সন্দেহ নেই আমাদের সুস্থ থাকার প্রথম স্টেপ শরীরচর্চা। অনেক অভিভাবক আমাকে লিখেছেন কিছু করার নেই স্যার, আশেপাশে মাঠই নেই। ছেলেমেয়েরা খেলবে কোথায়? এটা সত্য। সেক্ষেত্রে ঘরে ফ্রিহ্যান্ড, যোগব্যায়াম করতেই হবে। এক ঘন্টা ঘাম না ঝরালে বাচ্চাদের যেমন ব্রেইন ডেভেলেপমেন্ট আটকে যাবে, ঠিক তেমনি বড়দের শরীরে গজিয়ে উঠবে অসংখ্য রোগ। ডাক্তারের কাছে যেতেই পারেন। ওষুধ সব রোগেরই আছে। কিন্তু এইভাবে ডাক্তারের কাছে ছুটে ছুটে সুস্থ থাকতে পারবেন না।

৭০% রোগের উৎপত্তি মানসিক অসুস্থতা থেকে। আর প্রায় ৯০% মানসিক রোগের কারন, শরীরচর্চাকে গুরুত্ব না দেওয়া। ফলে টেনশন, এনেক্সাইটি, ডিপ্রেশন এসব বাসা বাঁধে। আমাদের অধিকাংশ সাধারন রোগের সূতিকাগার কিন্তু দুর্বল নার্ভাস সিস্টেম। আমি পরের পর্বে শরীর চর্চার সাথে নার্ভাস সিস্টেম এবং তার সাথে সার্বিক সুস্থতা নিয়ে আজ পর্যন্ত কি কি গবেষনা হয়েছে- তার নিয়ে বিস্তারিত লিখব।

বাঙালীদের আরেক বড় সমস্যা হচ্ছে বর্তমান খাদ্যাভ্যাস। সমস্যা ত্রিবিধ।

এক, শাকে কীটনাশক, মাছে মাংসে এন্টিবায়োটিক।

দুই, বাজারের ভোজ্য তেলে এমনিতেই পলিস্যাচুরেটেড ফ্যাট আর ভাজা খেলে সেই স্যাচুরেটেড ফ্যাট প্রায় ১০০% এর কাছাকাছি হয়ে যায়। আগে কোল্ড প্রেসড অয়েল বা ঘানি্র্ সর্ষের তেলে এত সমস্যা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বাজারে ফরচুন, ডাবর যে তেলই খান না কেন, সেগুলি এক্সপেলার মেশিনে তৈরী। যার প্রসেস তাপমান ২৫৬-২৭৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। এই তাপমাত্রায় ফ্রি র‍্যাডিক্যাল, অক্সিডেশন প্রোডাক্ট এবং ট্রান্সফ্যাট তেলের সাথে যুক্ত হয়। এগুলির কোনকিছুই স্বাস্থ্যের জন্য ভাল না। মেশিনের তৈরী ভোজ্যতেল অন্যতম বড় সমস্যা।

তিন নাম্বার হচ্ছে- আদি খাদ্যাভ্যাস ত্যাগ করে, ভাজাভুজি, মশালাদার খাবারের দিকে লোভ। কিছু করার নেই।

বাঙালীর আদি খাদ্য শাক এবং মাছ। যা বাংলায় পাওয়া যেত প্রচুর। কিন্তু আস্তে আস্তে ঢুকে গেল আন্দিজ থেকে পর্তুগীজদের হাত ধরে আসা আলু, বেগুন, পেঁয়াজ। এগুলোও এত ক্ষতি করে নি। যা করেছে গত ত্রিশ বছরে এক্সপেলারের তৈরী ভোজ্য তেল। আর তার থেকে তৈরী ভাজা, ভুজিয়া, তরকারি। যা ট্রান্সফ্যাট আর ফ্রি র‍্যাডিক্যালে ভর্তি।

কিন্তু এখন করব কি? আমেরিকাতে শাকে কীটনাশক নেই, কিন্তু বাকী সব সমস্যাই আছে।

এক্ষেত্রে আমার একটা সুবিধা ছিল, আমি সেদ্ধ, পোড়া এবং ভর্তা খেতে ভালবাসি। এগুলোর কোনটাতেই তেল গরম করতে হয় না। কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে মেখে, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খাওয়া যায়। ঝোল, তরকারি আমার পছন্দের পদ না। আমি সেদ্ধ পোড়া এবং ভর্তাতেই বেশী সন্তুষ্ট। কিন্তু সেই সর্ষের তেল পাব কোথায়? আলুসেদ্ধ, কচু সেদ্ধ, পটল পোড়া, বেগুন পোড়া- গন্ধ এবং ঝাঁজের অতি উত্তম এক্সট্রা ভার্জিন সর্ষের তেল ছাড়া জমে না। বাজারে চলতি সর্ষের তেলে সেদ্ধ, ভর্তা খাওয়ার সমস্যা ছিল দুটো- এক সর্ষের তেলের সেই ঝাঁজ নেই। দুই, এই বাজারের সর্ষের তেল গুলো অলরেডি ২৫০ ডিগ্রিতে গরম হয়ে এসেছে, এদের মধ্যে ট্রান্সফ্যাট আর ফ্রি র‍্যাডিকাল এমনিতেই আছে। এই বাজারের সর্ষের তেল, কাঁচা খাওয়া, আর ভেজে খাওয়া, প্রায় সমান।

এর সমাধান কোল্ড প্রেসড সর্ষের তেল বা ঘানির সর্ষের তেল। কিন্তু ভারতের বাজারে যেসব কোল্ড প্রেসড সর্ষের তেল পাওয়া যাচ্ছিল, সেগুলোর টেস্ট বেশ কম্প্রোমাইজড। আমি নানান ধরনের কোল্ড প্রেসড তেল টেস্ট করে দেখেছি। কোনটাই ঠিক স্বাদ এবং ঝাঁজে আমাকে সন্তুষ্ট করে নি।

যাইহোক ২০২১ সালে আমার সাথে পরিচয় হয়, একজন অভিজ্ঞ বায়োকেমিস্টের। তার নাম সঙ্গত কারনে গোপন রাখছি। তিনি খুব কৃতী ছাত্র ছিলেন। খাদ্য নিয়েই পি এই চ ডি করেছেন। ত্রিশ বছর ভারতের নামী ফুড ব্রান্ডের আর এন ডিতে কাজ করেছেন। তিনও নরেন্দ্রপুরের প্রাক্তনী। ফলে দুই প্রাক্তনীতে আড্ডা জমেছিল ভালোই। তাকে আমার সমস্যাটি বল্লাম। সেটা ২০২১ সাল। আচ্ছা বলুন তো সর্ষের তেলের ছোটবেলায় যে স্বাদ ছিল-সেগুলো গেল কোথায়? উনিই আমাকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়েছিলেন। যে এক্সপেলারে তৈরী বর্তমান বাজারের শর্ষের তেল হাইটেম্পারেচারে তৈরী। সর্ষের তেলের ঝাঁজ এবং টেস্টের পেছনে মুখ্য ভূমিকা থাকে আলাইল আইসোথায়োসায়ানেট নামে এক কেমিক্যালের। যা কাঠের ঘানিতে ভাংলে বীজ থেকে আস্তে আস্তে তেলে আসে। কিন্তু এক্সপেলারের উচ্চতাপমানে এটা বাস্পীভূত হয়। ফলে বাজারের চলতি তেলে ওরা পরে আলাইল আইসোথায়াসায়েট মিশিয়ে দেয়। যাতে কৃত্রিম ঝাঁজ থাকে। কিন্তু কৃত্রিম ভাবে মেশালে যেটা হয়- সেটা হচ্ছে শিশি খোলার কয়েকঘন্টা বাদেই দ্রুত বাতাসে মিশে যায়। ফলে এইসব বোতল ফ্রেস কিনলে ঝাঁজ থাকে। কিন্তু কিছুদিন বাদে দু-তিনবার খোলার পর আর থাকে না। আর সাথে সাথে টেস্ট ও ভাল না। কারন উচ্চতাপমানে আরো কিছু এনজাইম বাস্পীভূত হয়। যেগুলি সর্ষের তেলের অরজিনাল স্বাদের জন্য দায়ী। আমি বল্লাম-তাহলে ঘানির তেলে টেস্ট পাচ্ছি না কেন? উনি বল্লেন- আসলে ওই এনজাইম গুলো শুধু ঘানি টানলেই বার হয় না। ওগুলো নিসৃত হয় একটি কন্ট্রোল্ড হাইড্রোলিসিস পক্রিয়ার মাধ্যমে। যারা ঘানির আদি লোক- তারা এই প্রসেস জানত। কিন্তু বর্তমানে বাজারের সর্ষের তেলের চাপে পশ্চিম বঙ্গের ৯০% ঘানি বন্ধ। ফলে সর্ষের তেলের সেই ফাইন

আর্টসও বাজার থেকে ভ্যানিশড। অভিজ্ঞ ঘানির লোকেরা অবসর নেওয়ার পর, তাদের ছেলেরা আর এই লাইনে আসতে চাইছে না। টাকা নেই। অন্য ব্যবসায় চলে যাচ্ছে। সাথে সাথে বাংলার আদি সর্ষের তেলের ঐহিয্যের ও অন্তর্জলি যাত্রা হচ্ছে। ভালো কোয়ালিটির সর্ষের তেল ছাড়া ভাল কোয়ালিটির বাঙালী রান্না সম্ভব না।

আমি উনার কাছে প্রস্তাব রেখেছিলাম যদি, উনাকে আমি মেকানিক্যাল এবং অন্য কারিগরি এবং আর্থিক সহযোগিতা দিই, তাহলে উনি আমাকে একদম অরিজিনাল, যেমন ছোটবেলায় খেয়েছি- সেই স্বাদ এবং ঝাঁজের সর্ষের তেল বানানোর পুরো পদ্ধতি উদ্ধার করতে পারবেন কি না?

এরপর যা হয়েছে- তা দুবছরের আর এন ডি। মধ্যম গ্রামে ফ্যাক্টরি খুলে নানান মডেলে মেশিন বানিয়ে, নানান ভাবে তেল বানিয়ে দেখা হয়েছে। বাংলার সেরা মেশিনিস্ট এবং বায়োকেমিস্টরা আমাদের সাহায্য করেছেন। প্রায় ১৪ মাস ধরে বার কয়েক ব্যর্থতা সহ্য করে, ফাইনালি যে তেল তারা বানিয়েছেন- আমি খেয়ে বলেছি ইউরেকা। এটাই খুঁজছিলাম এদ্দিন!

গত বছর নভেম্বর মাসে যে কোল্ড প্রেস অয়েল তৈরী হল। বন্ধুরা খেল। আমরা খেয়ে দেখলাম- পারফেক্ট। ঝাঁজ গন্ধে যা চাইছিলাম, তাই। ভর্তা, সেদ্ধ এবং পোড়া- এবার খাওয়াতে যুত এল। আমার ভারত এবং আমেরিকার বন্ধুবান্ধবদেরও খাওয়ানো হল। তারা সবাই এখন ওটাই খাচ্ছেন। কারন এত ভালো কোয়ালিটির টেস্ট এবং ঝাঁজ একদম আমাদের বাচ্চা বয়সে ছিল, যখন ঘানির অভিজ্ঞলোকেরা এই কোয়ালিটি দিতে পারত।

আমরা দুধরনের নতুন টাইপের ঘানি তৈরী করি- যা জার্মান, টার্কি এবং ভারতীয় ট্রাডিশনাল প্রযুক্তি মিশিয়ে। এগুলি পেটেন্ট এবং ডিজাইন কপিরাইটও ভারত সরকার এপ্রুভ করে দিয়েছে। প্রসেসটা অবশ্য বিজনেস সিক্রেট। যারা এই নতুন তেলের মেশিনের ফ্রাঞ্চাইজি নেবেন, শুধু তারাই জানবেন। কিন্তু তখনো আমাদের প্রোডাকশন কেপাবিলিটি তৈরী হয় নি। কারন ছিল একটাই এক্সপেরিমেন্টাল মেশিন। সব বন্ধু বান্ধব দের ডিমান্ড মেটাতেই মাসের ১ হাজার বোতল শেষ। আমার আমেরিকার অনেক বন্ধুই কলকাতায় গেলে তাদের বছরের সাপ্লাই নিয়ে আমেরিকাতে চলে আসছেন। কারন এই কোয়ালিটির সর্ষের তেল তারাও সেই বাচ্চা বয়সে খেয়েছেন।

এই এপ্রিল- মে তে আরো পাঁচটি মেশিন তৈরী হয়েছে। দুটো নতুন ফ্রাঞ্চাইজিও এই মেশিন নিয়ে আরো তেল তৈরী করার সেট আপ করেছে। ফলে এই মাস থেকে এখন মাসে ৫০০০ বোতল মতন ক্যাপাসিটি আছে। এখন এর সাপ্লাই পেতে অসুবিধে হবে না। এটা হেলদিফ্লাই নামে ব্রান্ড মার্কেটজাত। আমি ওয়েব সাইট, কনটাক্ট সব দিলাম।

আমার লক্ষ্য ছিল এই প্রযুক্তি এবং প্রসেস, গ্রাম শহরে যারা স্বর্নিভর ব্যবসা করতে চান, তারা ফ্রাঞ্চাইজি নিয়ে অল্প ইনভেস্টমেন্টেই ছোট ফ্যাক্টরি করতে পারবেন। ৫-৬ লাখ ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে। যা ৮-১৪

মাসে উঠে আসার কথা- সব ঠিক চললে। এই ব্যাপারে নাবার্ড ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। কারন এতে স্থানীয় অর্থনীতির ভাল হবে। বেকার ছেলেমেয়েরা চাকরি পাবে। বাংলার ৮৪% লোকজনকে ছোট ব্যবসা করেই সংসার চালাতে হয়। আমার লক্ষ্য লোকস্ট ইনোভেশন- কম টাকার মেশিন আবিস্কার। যা এই ৮৪% ব্যবহার করে ভাল ব্যবসা করতে পারবে- আবার সাথে সাথে ভেজাল খাদ্যের যে সমস্যা সেটাও দূর হবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছিলাম আর কি। হলে সবার ভাল। সবাই এটা বুঝে এগিয়ে এলে নিশ্চয় হবে। আমি এই নিয়ে আলাদা পোষ্টদেব। আপাতত, হেলদি ফ্লাই এর গল্পে ফিরি। এই সিস্টেমে বাদাম তেল, তিলের তেল থেকে প্রায় ১১ রকমের তেল কোল্ডপ্রেসের মেশিনে তৈরী করা যায়। তবে আমাদের মেগাহিট হচ্ছে হেলদিফ্লাই এর সর্ষের তেল। যা আপনি সেদ্ধ, ভর্তা এবং পোড়া খেলে পার্থক্য অনায়াসেই বুঝে যাবেন।

আসলে আমার পরিকল্পনা আছে, আস্তে আস্তে কিভাবে এই ফ্রাঞ্চাইজি মডেলে বিশুদ্ধ তেল, সব্জী এবং মাছ তৈরী করা যায়। এসবের পেছনে আছে অভিজ্ঞ গবেষকেরা। উন্নত বায়োকেমিস্ট্রি এবং বায়োসেন্সিং প্রযুক্তি, যাতে আমার টিম খুবই দক্ষ। সব্জীতে কিটনাশক মেশানো হচ্ছে কি না- তার জন্য আই আই টি মুম্বাই এর একটি প্রযুক্তি আমরা দ্রুত লাইসেন্স করছি। মাংস এবং মাছে এন্টিবায়োটিকের উপস্থিতি বুঝতে আরেকটি প্রযুক্তি লাইসেন্সের কথা চলছে। কারন এগুলিও বাচ্চাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করছে। লক্ষ্য এই যে সব প্রযুক্তি মিশিয়ে ছোট ছোট ফ্রাঞ্চাইজি ইউনিট করা সম্ভব গ্রাম শহরে। যার মাধ্যমে প্রচুর বেকার ছেলে চাকরি পাবে এবং জনগন ও উন্নত কোয়ালিটির খাদ্য পাবে। আমি নাবাডের সাথে কথা বলছি। উনারা যারা ফ্রাঞ্চাইজিতে ইচ্ছুক- তাদের সাহায্য করবেন। আমি এই নিয়ে পরে আলাদা পোষ্ট দেব।

আপাতত আপনারা আমাকে সাহায্য করতে পারেন হেলদিফ্লাই ব্রান্ডের তেল কিনে। কারন এতে আপনার নিজের হেলথের ব্যাপারটা তো আছেই- সাথে সাথে যেহেতু এগুলির প্রোডাকশন হবে স্থানীয় ছোট উদ্যোগে, স্থানীয় অর্থনীতির ও লাভ হবে। ফরচুন, ডাবরের তেল কিনলে, আপনার টাকায় অন্যরাজ্যের ছেলেরা চাকরি পারবে। তবে সেইজন্যে এই তেল কিনবেন না। আগে খেয়ে দেখুন। আমার কথার সত্যতা যাচাই করুন। বাজারে কোল্ড প্রেস সর্ষের তেলের থেকে এর দাম অনেক কম। কিন্তু এক্সপেলারের তেলের সাথে এর তুলনা করা যাবে না। কারন কোল্ড প্রেসে প্রোডাকশন অনেক কম রেটে করতে হয়, নইলে এনজাইম গুলোই উড়ে যাবে।

খাদ্য, শরীরচর্চা এবং ঘুম নিয়ে আমার জীবন দর্শন খুব সহজ। এগুলি আমার প্রায়োরিটি। ক্যারিয়ার বা উপার্জনের অনেক ওপরে। উন্নত মানের খাবারের পেছনে টাকা খরচ না করলে [কিছু ক্ষেত্রে সময়] বা শরীরচর্চায় সময় এবং টাকা না ঢাললে- টাকা খরচ করতে হবে ডাক্তারদের পেছনে। মেডিসিনের পেছনে। যা আমার একদম পছন্দের না। আমাদের প্রন্সিপাল মহারাজ স্বামী সূপর্নানন্দ বলতেন- লাইফ হচ্ছে ব্যালান্স শিট। এখানে খরচ না করলে, খরচ অন্য জায়গায় হয়েই যায়।

হেলদি ফ্লাই এর ওয়েব সাইট /অনলাইন বাই

https://healthyfly.in/

ফোন করেও অর্ডার দিতে পারেন [প্রকৃতিকে খুঁজবেন] =+91 91238 01437 [Whatsapp]

Mail: contact@zreyasagrotech
Phone: +91 91238 01437
https://healthyfly.in

:লেখক সম্পর্কে:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Published By:
(c)Zreyas Technology Pvt. Ltd.
Date of publication: